হে অতীত, কথা কও

(ঐতিহাসিক নাটক)

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে এম-এ, বি-টি প্রণীত

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ
নাট্যভারতী থিয়েট্রিক্যাল যাত্রাপার্টিতে
সগৌরবে অভিনীত

—নির্মল-সাহিত্য-মন্দির—
২৬/২এ, তারক চাটার্জী লেন, কলিকাতা-৫
শ্রীনির্মলচন্দ্র শীল কর্তৃক
প্রকাশিত

—*—

সন ১৩৫৭ সাল

প্রথম মুদ্রণ]

পাতালপুরী

বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পৌরাণিক নাটক। বাসন্তী অপেরায় অভিনীত। স্বর্গ, মর্ত ও পাতাল এই ত্রিলোক। সেই কুজ্‌ভাস্বর ত্রিলোক জয় করল শিববরে বলীয়ান হয়ে—সৌনন্দ মুষল লাভ করে। দেবতা ও অসুরের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের বীর্য-মদমত্ততার গৌরবময় আখ্যান।

রূপ হলো অভিশাপ

জনপ্রিয় নাট্যকার প্রণীত তৃতীয় নাটক। রূপ নিয়ে নারীর জন্মগ্রহণ অভিশাপেরই নামান্তর। এই রূপের জন্য এক নারী হল লুণ্ঠিতা। আর সেই লুণ্ঠিতা নারীর গর্ভজাত এক সন্তান হল মুসলমান, আর এক সন্তান হিন্দু। একজন শ্রেষ্ঠ দেশসেবক যোদ্ধা, অন্যজন সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী ডাকাত। বিচিত্র সংঘাতপূর্ণ অভিনব নাট্য ব্যঞ্জনা।

রক্ত দিল যারা

নির্মল মুখোপাধ্যায় প্রণীত বাস্তবধর্মী কাল্পনিক নাটক। একমুঠো অন্নের জন্য বাঁচার দাবী জানাতে গিয়ে রাজশক্তির নিষ্ঠুরতায় রক্তশয্যায় শায়িত হলো হিরণ্যগড়ের শত শত প্রজা। প্রজারা জ্বালালো বিদ্রোহের আগুন। অপূর্ব দৃশ্যসজ্জা, অনুপম সংলাপ।

বিজয়িনী

নির্মল উকিল সাহিত্যবিনোদ প্রণীত ঐতিহাসিক নাটক। বাংলার রাজা মুর্শিদকুলি খাঁর জীবননাট্যের এক অত্যাশ্চর্য কাহিনী। গোষ্ঠবিহার, বড়নগর প্রভৃতি রাজ্য নিয়ে যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সূচনা হিন্দু-মুসলমান ও নারীর প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষায় বাংলার বাতাসে গর্জে উঠেছিল লক্ষ লক্ষ হাতিয়ার—এ তারই গৌরবগাথা।

সংহার

অনিল দাস রচিত পৌরাণিক নাটক। যার ছত্রে ছত্রে অত্যাচার অবিচারের নারকীয় লীলার সংহার রূপ পাঠক, দর্শক ও সমালোচককে স্তম্ভিত করেছে। যাত্রানাট্যে এক নতুন সম্পদে 'সংহার' স্থায়ী আসন লাভে ধন্য। নাটক অভিনয় করে ও দেখে সকলেই তৃপ্ত হবেন। সৌখিন সম্প্রদায়ের উপযুক্ত নাটক।

বীরপুজা

নাট্যভারতী কানাইলাল শীল রচিত ঐতিহাসিক নাটক। আর্য অপেরায় অভিনীত। ভারত চিরকাল বীরের সম্মান দিয়েছে—বীরপুজা তারই নাট্যরূপ। অপূর্ব সুন্দরী ষোড়শী রম্ভাবতীর বৃদ্ধবীর কর্ণসেনের পায়ে আত্মাহুতি দান, তারপর রক্তের হোলি। ঘটনাবহুল নাটক।

কদমতলা গাঁয়ের আসরের নিরলস শিল্পী

শ্রীবিমল রায়

প্রীতিনিলয়েষু—

—গ্রন্থকার

ভূমিকা

বন্ধুবর কিষাণ দাশগুপ্তের অনুরোধে নাট্যভারতীর জন্য "হে অতীত, কথা কও" লিখেছিলাম। লেখার সময় রাজর্ষি হর্ষের যৌবনের ছবি আঁকতে কোন জটিল সমস্যা দেখা দেয়নি। মুশকিল বেধেছিল গৌড়েশ্বর শশাংককে নিয়ে। এত গুণে গুণবান এই বীর বাঙালীর মনে এত বৌদ্ধবিদ্বেষ কেন জেগেছিল, যার ফলে তিনি বোধিবৃক্ষ ছেদন করেছিলেন, এবং থানেশ্বরর যুবরাজ রাজ্যবর্ধনকে গুপ্তহত্যা করেছিলেন, এ তথ্য আবিষ্কার করতে আমি সপ্তসিন্ধু মন্থন করেও কোন ফল পাইনি। এ কাহিনী নিয়ে নাটক লেখার আশা যখন ত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছিলাম, তখন মুড়ির ঠোঙার মধ্যে ইতিহাসের একটি ঝরাপাতায় আমার প্রশ্নের উত্তর পেলাম। মনে হল—ইতিহাসে যাঁর কলংক গাঁথা রয়েছে, এই কি সেই মহানায়ক শশাংক? বুকের বোঝা নেমে গেল। জগৎকে ডেকে শশাংকের সত্য কাহিনী শোনাতে ইচ্ছে হল। নাটকের নাম তাই দিলাম—"হে অতীত, কথা কও।" এই কুড়িয়ে পাওয়া কাহিনীই নাটকের ভিত্তি। কোন বন্ধু মুড়ির ঠোঙার মধ্যে আমার প্রশ্নের উত্তর পাঠিয়েছিল, জানি না—কোনদিনই হয়ত জানব না। তাঁর উদ্দেশে আমি প্রণাম জানাই।

যারা অক্লান্ত পরিশ্রমে এই নাটক অসামান্য সাফল্যের সংগে অভিনয় করেছেন, নাট্যভারতীর সেই শিল্পীগণকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। ইতি—

মহালয়া
৫ই আশ্বিন, ১৩৫৭

গ্রন্থকার

পরিচিতি

—পুরুষ—

শশাংক	...	...	বাংলার রাজা।
মৃগাংক	...	...	ঐ ভ্রাতা।
রাজ্যবর্ধন হর্ষবর্ধন	...	...	থানেশ্বরের রাজপুত্রদ্বয়।
নক্ষত্র	...	...	হর্ষবর্ধনের পুত্র।
ভাণ্ডী	...	...	থানেশ্বরের সেনাপতি।
বিশ্বমর্দন	...	...	হর্ষবর্ধনের শ্বশুর।
বিজয়গুপ্ত	...	...	ঐ পুত্র।
দেবগুপ্ত	...	...	মালবের রাজা।
অর্জুন	...	...	কনোজের সারথি।
চ	...	...	কনোজরাজের ভৃত্য।

—স্ত্রী—

রত্নাবলী	...	...	শশাংকের স্ত্রী।
বিষাদ	...	...	ঐ দৌহিত্রী।
শুক্লা	...	...	হর্ষবর্ধনের স্ত্রী।
রাজ্যশ্রী	...	...	থানেশ্বরের রাজকন্যা।

নবীন নাট্যকারদের প্রকাশিতব্য জনপ্রিয় নাটক

বিজয়িনী — নির্মল উকিল সাহিত্যবিনোদ

ঐতিহাসিক নাটক ॥ কমলা অপেরায় অভিনীত

রূপ হল অভিশাপ — সব্যসাচী

কাল্পনিক নাটক ॥ নিউ তরুণ অপেরায় অভিনীত

রক্তের বদলে রক্ত — রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

ঐতিহাসিক নাটক ॥ তরুণ অপেরা ও শ্রীরাধা নাট্য কোং-তে অভিনীত

দীপ নেভে নাই — রঞ্জন দেবনাথ

ঐতিহাসিক নাটক ॥ ভাণ্ডারী অপেরা ও অগ্রদূত নাট্য সংঘে অভিনীত

জোনাকীর কান্না — মায়া ভট্টাচার্য

ঐতিহাসিক নাটক ॥ কালিকা নাট্য কোম্পানীতে অভিনীত

মরুতৃষা — বলদেব মাইতি

ঐতিহাসিক নাটক ॥ নাগ কোম্পানী যাত্রা পার্টিতে অভিনীত

সূর্যকিরণ — শক্তিপদ সিংহ

ঐতিহাসিক ঘটনাশ্রয়ী নাটক ॥ নিউ ভাণ্ডারী অপেরায় অভিনীত

আজিও জাগো — ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

ঐতিহাসিক নাটক ॥ রূপ-রঙ্গম নাট্য প্রতিষ্ঠানে অভিনীত

হে অতীত, কথা কও

প্রথম অংক

প্রথম দৃশ্য

থানেশ্বর রাজপ্রাসাদ

বেদীর উপরে স্বর্গত সম্রাট প্রভাকরবর্ধনের চিত্র মাল্যভূষিত]

গীতকণ্ঠে সন্ধানীর প্রবেশ।

সন্ধানী।—

গীত

কথা কও, কথা কও!
অনাদি অতীত, অনন্ত রাতে কেন বসে চেয়ে রও?
যুগযুগান্ত ঢালে তার কথা তোমার সাগরতলে,
কত জীবনের কত ধারা এসে মিশায় তোমার জলে;
সেথা এসে তার স্রোত নাহি আর,
কলকল ভাষ নীরব তাহার,
তরংগহীন ভীষণ মৌন, তুমি তারে কোথা লও?
হে অতীত, তুমি হৃদয়ে আমার কথা কও, কথা কও।

[প্রস্থান।

হর্ষবর্ধনের প্রবেশ।

হর্ষ। [নতজানু হইয়া] কথা কও, কথা কও। থানেশ্বরের

দিগ্বিজয়ী মহাশূর পরম ভট্টারক সম্রাট প্রভাকরবর্ধন, একবার তুমি মুখর হয়ে তোমার বিজয়ী পুত্রকে আশীর্বাদ কর। দুর্ধর্ষ হানাদার হূণ দস্যুদের দমন করতে তুমি তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যবর্ধনকে পাঠিয়েছিলে। দস্যুদের নির্মূল করে তিনি ফিরে আসছেন। সমগ্র থানেশ্বর আজ উৎসবানন্দে মুখরিত। সবার চেয়ে বেশী যার আনন্দের কথা, সেই তুমি আজ নীরব নিস্পন্দ! কথা কও, হে বিদেহি, তুমি কথা কও।

শুক্লার প্রবেশ।

শুক্লা। ওগো, তুমি এখানে! আমি মন্দিরে যেতে যেতে ফিরে এলাম।

হর্ষ। কেন?

শুক্লা। কেন আবার কি? পূজার্চনা আমার মাথায় উঠেছে। আমি দাসীকে দিয়ে অর্ঘ্য পাঠিয়ে দিয়েছি।

হর্ষ। বেশ করেছ। এখন যাও, পুরনারীদের নিয়ে শংখধ্বনি করার জন্য প্রস্তুত হও। যুবরাজ রাজ্যবর্ধন বিজয়মাল্য নিয়ে ফিরে আসছেন। তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য পুরনারীদের নিয়ে তোরণ-দ্বারে সমবেত হও।

শুক্লা। তাহলে যা শুনেছি সত্যি? তোমার দাদা সত্যিই ফিরে আসছেন? তবে যে সবাই বলছিল, হূণদের হাতে তাঁর পরিত্রাণ নেই, তারা এমন শক্তিমান যে যুবরাজকে জীবন্ত দগ্ধ করবে।

হর্ষ। সে আশা তাদের ইহজীবনে আর পূর্ণ হবে না হূণ-বংশে বাতি দিতে বোধহয় কেউ জীবিত নেই। যুবরাজ রাজ্যবর্ধন

তাদের ঝাড়েবংশে নিঃশেষ করে ফিরে আসছেন। অবাক হয়ে চেয়ে রইলে যে? যা বলছি, শুনতে পাওনি?

শুক্লা। পাচ্ছি।

হর্ষ। তবে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যাও।

শুক্লা। তাই ত, তাহলে কি রকম হবে?

হর্ষ। কিসের কথা বলছ?

শুক্লা। বলছি সম্রাট ত পরলোকে।

হর্ষ। সে ত সবাই জানে।

শুক্লা। যুবরাজ ফিরে এসে যদি সিংহাসনটা দাবী করেন?

হর্ষ। দাবী করতে হবে কেন? দাদা যুবরাজ, পিতার শূন্য সিংহাসনে তাঁরই ত অধিকার।

শুক্লা। এ তুমি কি মারাত্মক রহস্য করছ?

হর্ষ। রহস্য করব কেন? পিতার মৃত্যুর পর এই কটা দিন রাজপ্রতিনিধি হয়ে আমি রাজ্যশাসন করেছি। আজ আমার মুক্তি। দাদা এলে তার প্রাপ্য রাজমুকুট আমি তাঁরই হাতে তুলে দেব। এর মধ্যে দাবীর কথা আসছে কেন?

শুক্লা। তুমি কি পাগল হয়েছ?

হর্ষ। এখনও হইনি প্রিয়তমে। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, পাগল হতে আর আমার দেরী নেই। কি বলতে চাও তুমি?

শুক্লা। বলতে চাই, এমন একটা রাজ্য কেউ হাতে পেয়ে ছেড়ে দেয়?

হর্ষ। যে বুদ্ধিমান, সে দেয় না; যে আমার মত নির্বোধ, তার কাছে এ ছাড়া আর পথ নেই।

শুক্লা। তবে আমি এতদিন ধরে আঁটঘাট বাঁধলুম কিসের জন্যে ?

হর্ষ। কি করেছ তুমি ?

শুক্লা। কি করিনি, তাই বল। পাত্র-মিত্র-মন্ত্রী-সেনাপতি সবাইকে বশ করেছি। তারা সব একবাক্যে বলবে যে সম্রাট তোমাকেই রাজ্যভার দিয়ে গেছেন।

হর্ষ। সবাই বলবে ? এতবড় ভাগ্যবান এই কুমার হর্ষবর্ধন ?

শুক্লা। কার স্বামী তুমি, সে কথাটা ভাব।

হর্ষ। ভেবে ভেবে পাগল হয়ে গেলাম, আরও ভাবতে হবে ? এতগুলো লোককে তুমি কি দিয়ে বশ করলে ?

শুক্লা। কাউকে অর্থ দিয়েছি, কাউকে উচ্চপদের প্রলোভন দেখিয়েছি, কোন কোন রাজপুতকে ভয়ও দেখিয়েছি। কোন দেবতাকে কোন ফুলে পূজো করতে হয়, এ আমি ভালই জানি।

হর্ষ। শুধু জান না, পতিদেবতাকে কোন ফুলে পুজো করতে হয়। পিতার ইচ্ছা ছিল না, আমারও মত ছিল না ; বিষয়বুদ্ধি-হীন যুবরাজ রাজ্যবর্ধনই তোমাকে চাষীর ঘর থেকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে এসেছিলেন, দেশ বিদেশ থেকে মহার্ঘ্য বসন আর সুদৃশ্য অলংকার এনে তোমায় সাজিয়েছিলেন। তোমারই অনুরোধে তোমার ভাই, তোমার আত্মীয়-পরিজনদের তিনিই এনে রাজসরকারে নিয়োগ করেছেন।

শুক্লা। তাঁর কর্তব্যই তিনি করেছেন, সেকথা আর কতবার শুনতে হবে ?

হর্ষ। হাজারবার বললেও তুমি বুঝতে পারবে না। দশ বছর তুমি রাজপ্রাসাদে এসেছ। এই দশ বছরে একবারও এত-

বড় মহত্বের বিনিময়ে একটুখানি মুখের কৃতজ্ঞতাও তোমার শ্রীমুখ থেকে বেরিয়ে আসেনি।

শুক্লা। কৃতজ্ঞতা আবার কি? আমার রূপ দেখে যুবরাজ আমায় নিয়ে এসেছিলেন, অনুগ্রহ করে আনেননি।

হর্ষ। তাই বুঝি দশ বছর ধরেই স্বপ্ন দেখে আসছ যে এত রূপ যার, তার রাণী না হলে মানায় না। এই দুরাকাঙ্ক্ষার যূপকাষ্ঠে রাজবধূর সম্ভ্রম শালীনতা মানমর্যাদা বিসর্জন দিতেও তোমার কুণ্ঠা হয়নি।

শুক্লা। এসব কি বলছ তুমি?

হর্ষ। তুমি জান না, হর্ষবর্ধন রূপের পূজারী নয়। সহস্র রূপসীর চেয়ে একটা ভাইয়ের দাম তার কাছে অনেক বেশী। স্ত্রীর জন্য যাদের আত্মীয়স্বজন পর হয়ে যায়, হর্ষবর্ধন তাদের দলের কেউ নয়।

শুক্লা। এ কি তুমি সত্যি বলছ?

হর্ষ। এখনও যদি এতে সন্দেহ থাকে তাহলে চোখের জলে সন্দেহের নিরসন হবে।

শুক্লা। এমন তাজ্জব ব্যাপার আমি কখনও দেখিনি।

হর্ষ। তোমার অন্তরের যে এত রূপ, তাও আমি কল্পনা করিনি।

শুক্লা। নিজের ভাল কুকুর বেড়ালেও বোঝে।

হর্ষ। আমি তাহলে কুকুর বেড়ালের চেয়েও অধম। স্ত্রীর চোখের জলে ভাইভগ্নীর স্বার্থ ভাসিয়ে দেব, এমন মহাপুরুষ আমি নই। তোমার ব্যথা আমি বুঝতে পাচ্ছি, কিন্তু উপায় আমার হাতে নেই।

শুক্লা। তাহলে তুমি সত্য সত্যই রাজমুকুট তোমার ভাইকে দিয়ে দেবে?

হর্ষ। তাঁর প্রাপ্য তাঁকে দেব, এতে যদি কারও চোখে জল আসে, তার চোখ দুটো না থাকলেও চলবে। তিনি হবেন রাজা, আমি হব তাঁর আজ্ঞাবাহী সৈনিক। শুধু তাই নয় শুক্লা। ভবিষ্যতে তাঁরই বংশধর যাতে থানেশ্বরের সিংহাসন লাভ করে, সে ব্যবস্থাও আমি করব। দাদা যেমন জোর করে আমার বিবাহ দিয়েছেন, আমিও তেমনি জোর করে তাঁর বিবাহ দেব।

শুক্লা। বিবাহ দেবে!

হর্ষ। হ্যাঁ প্রিয়তমে। তোমার মনের কুৎসিত ছবি আজ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ভেবেছিলাম, অকৃতদার রাজ্যবর্ধনের পরে তোমার পুত্রই হবে থানেশ্বরের রাজা। সে পথেও আমি কাঁটা ছড়িয়ে দেব। তুমি জেনে রাখ, জীবনে কোনদিন তুমি রাণীও হতে পাবে না, রাজমাতাও নয়। যাও, পুরনারীদের নিয়ে তোরণদ্বারে গিয়ে শংখধ্বনি কর।

শুক্লা। করব না শংখধ্বনি। দেখি তুমি আমায় শূলে দিতে পার, না মাথা কেটে নিতে পার।

[প্রস্থান।

হর্ষ। মাকালের গাছে কখনও আম ফলে না। দুর্ভাগ্য আমার, দুর্ভাগ্য যুবরাজ রাজ্যবর্ধনের।

বিজয়গুপ্তের প্রবেশ।

বিজয়। একি শুনছি কুমার? রাজমুকুট তুমি যুবরাজকে দিয়ে দিতে চাও?

হর্ষ। এ প্রশ্ন কেন বিজয়গুপ্ত? তুমি কি জান না, তিনিই পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র?

বিজয়। জ্যেষ্ঠ হলেই শ্রেষ্ঠ হয় না।

হর্ষ। রাজ্যবর্ধন জ্যেষ্ঠও বটে, শ্রেষ্ঠও বটে।

বিজয়। আমি তা মানি না।

হর্ষ। তোমার বা তোমার ভগ্নীর মানা না মানায় কিছুই যায় আসে না। আমি মানি, এই যথেষ্ট।

বিজয়। নিজের স্বার্থটাও তুমি দেখবে না? এ কি দুর্বুদ্ধি তোমার?

হর্ষ। এ দুর্বুদ্ধি আমার দাদার কাছে শেখা।

বিজয়। দাদা ছাড়া কি তোমার মুখে আর কোন কথা নেই?

হর্ষ। তোমার ভগ্নীর মুখেও ত দাদা ছাড়া কথা নেই। আর কিছু বলবার আছে? না থাকে এস। আমাকে দাদার অভিষেকের আয়োজন করতে হবে।

বিজয়। শুক্লা এতে সুখী হবে না হর্ষবর্ধন।

হর্ষ। শুক্লাকে সুখী করতে হলে দাদাকে ভিক্ষাপাত্র হাতে দিয়ে নির্বাসন দিতে হয়।

বিজয়। নির্বাসন দেবে কেন? মাসিক বৃত্তি দাও, উচ্চ রাজপদ দাও, চাই কি সোনার অট্টালিকা গড়িয়ে দাও। শুধু থানেশ্বরের সিংহাসনটি দিও না।

হর্ষ। তোমার মূল্যবান উপদেশ তোমার ভগ্নীকে দাও, আমাকে নয়। একা না পার, তোমার মামাকে ডেকে আন।

বিজয়। তুমি উন্মাদ হয়েছ; তাই এতবড় সম্পদ হাতে পেয়েও অবহেলায় বিসর্জন দিতে চলেছ। আমরা তোমার হিতৈষী, তুমি

হাতে তুলে বিষফল খেতে চাইলেও আমরা তা খেতে দেব না।
[প্রস্থানোদ্যত]

হর্ষ। শোন বিজয়গুপ্ত। যাঁর অনুগ্রহে তুমি আজ থানেশ্বরের সহকারী সৈন্যাধ্যক্ষ, তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে ভগ্নীর স্বার্থরক্ষা করতে আর আমি তোমায় সুযোগ দেব না। তরবারি রাখ, আমি এই মুহূর্তে তোমায় পদচ্যুত করলাম।

বিজয়। পদচ্যুত করলে! আমাকে!

হর্ষ। স্ত্রীর ভাইকে পদচ্যুত করলে মহাপাপ হয় জানি। হয়ত রাজকর্মচারীরা সবাই আমায় ধিক্কার দেবে; সব আমি গায়ে মেখে নেব বন্ধু। দুঃখ করো না। একা একা তোমায় যেতে হবে না। যারা আমার উপকার করার জন্য আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছে, তারাও তোমার অনুগমন করবে।

বিজয়। তুমি সাধ করে আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছ হর্ষবর্ধন।

হর্ষ। আগুনের সাধ্য থাকে, আমাকে দগ্ধ করুক।

বিজয়। এখনও ভেবে দেখ।

হর্ষ। হর্ষবর্ধন দু'বার ভাবে না।

বিজয়। এতে তোমার ঘোর অমংগল হবে।

হর্ষ। অমংগলকেই আমি অংগভূষণ করব, তবু রাজপরিবারের ব্যক্তিগত ব্যাপারে যেসব পোষা কুকুর অনধিকার চর্চা করতে চায়, তাদের আমি রাজপ্রাসাদের ত্রিসীমানায় স্থান দেব না।

বিজয়। আমরা পোষা কুকুর?

হর্ষ। তাও ভাল কুকুর নয়, খেঁকী কুত্তা। রাখ তরবারি।

বিজয়। এতদূর উঠেছ তুমি? বেশ, আমি চলে যাচ্ছি। তবে তুমি মনে রেখো, বিজয় গুপ্ত মূষিক নয়, সিংহ। আর এ সিংহের

থাবা যে কি ভীষণ, যেদিন তা বুঝবে, সেদিন আমার পায়ে ধরে ক্ষমা ভিক্ষা করলেও ক্ষমা আমি করব না।

[তরবারি ফেলিয়া প্রস্থান।

[নেপথ্যে শংখনাদ]

পুষ্পমাল্যভূষিত রাজ্যবর্ধনের প্রবেশ।

হর্ষ। এস দাদা, এস বিজয়ী বীর, দুর্ধর্ষ হূণ দস্যুদের নির্মূল করে তুমি শুধু থানেশ্বরের সীমান্ত শত্রুমুক্ত করনি, সমগ্র ভারতকে দুষ্ট কণ্টক থেকে রক্ষা করেছ। থানেশ্বরের প্রজাপুঞ্জের শুভেচ্ছার সংগে সমগ্র ভারতের আশীর্বাদ তুমি গ্রহণ কর যুবরাজ।

রাজ্য। কে কাঁদছে হর্ষবর্ধন? কে নিঃশ্বাস ফেলছে? কেন প্রজাদের মুখে হাসি দেখতে পাচ্ছি না? পুরনারীদের মুখ এত মলিন কেন? বিজয়ী হয়ে আমি ফিরে এসেছি। সবার পুরোভাগে তোরণদ্বারে যাঁর দাঁড়িয়ে থাকবার কথা, তাঁকে কেন দেখতে পাচ্ছি না? কোথায় আমাদের পিতা?

হর্ষ। পিতা নেই।

রাজ্য। পিতা নেই!

গীতকণ্ঠে বৈতালিকের প্রবেশ।

বৈতালিক।— **গীত**

বুক ফাটে বেদনায়!
ঘৃতের প্রদীপ নিভিয়া গিয়াছে, জ্বলিবে না আর হায়।
কাঁদে রাজপুরী বন বনান্ত,
পশুপাখী দুখে আজি অশান্ত,
সহসা হরিয়া নিল কৃতান্ত ভারতের গরিমায়!

পারে না বহিতে আঁখি জলধার,
চারিধারে আজ একি আঁধিয়ার,
প্রভাকরহীন ভারত আকাশ ঢেকেছে মেঘের ছায় !

রাজ্য। বৈতালিক !

বৈতালিক। চোখের জল ফেলো না রাজ্যবর্ধন। তোমাকে যে রাজা হতে হবে। বজ্রের মত কঠিন হও, হিমাদ্রির মত সহিষ্ণু হও। [প্রস্থান।

রাজ্য। পিতা নেই হর্ষ ? কেন—কেন, কি হয়েছিল তাঁর ?

হর্ষ। কিছুই হয়নি দাদা। রোগ তাঁকে স্পর্শও করেনি, জরা বার্ধক্য তাঁর কাছেও আসতে পারেনি। এক পক্ষকাল আগে একদিন ভগবান তথাগতের মূর্তির সম্মুখে ধ্যান করতে করতে তিনি মহা পরিনির্বাণ লাভ করেছেন। নরদেহে আর তাঁকে দেখতে পাবে না। ওই অলিন্দে চেয়ে দেখ তাঁর শুভ্র মর্মরমূর্তি।

রাজ্য। পিতা ! পিতা ! কথা কও পিতা, কথা কও। তোমার আদেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে ফিরে এসেছি। হে মর্মরীভূত মহাশূর ! তুমি মুখর হও, আমায় আশীর্বাদ কর পিতা। [ভূলুন্ঠিত হইলেন]

হর্ষ। ওঠ দাদা, ক্রন্দনের অবসর নেই। পিতার আমন্ত্রণ পেয়ে মালবরাজ দেবগুপ্ত ভগ্নী রাজ্যশ্রীকে আশীর্বাদ করতে এসেছেন। যদি তাঁর আপত্তি না হয়, একমাসের মধ্যেই বিবাহের অনুষ্ঠান হবে।

রাজ্য। সত্য ভাই, ক্রন্দনের অবসর নেই। রাজবংশের চোখে জল থাকতে নেই। কর্তব্য কি কঠোর ! কে এসেছেন ? মালব-রাজ দেবগুপ্ত ! পিতার আমন্ত্রণ পেয়ে এসেছেন ? সর্বনাশ, আমি যে এদিকে কনোজরাজ গ্রহবর্মাকে সংগে করে নিয়ে এসেছি।

হর্ষ। সেকি! মর্তের দেবরাজ গ্রহবর্মা! কুলে শীলে তাঁর সমকক্ষ যে কেউ নেই। তাহলে দেরী করো না দাদা, গ্রহবর্মার হাতে রাজ্যশ্রীকে তুলে দাও।

রাজ্য। কিন্তু পিতা যাকে আমন্ত্রণ করেছেন—

হর্ষ। শুধু আমন্ত্রণই করেছেন, বাগদান ত করেননি। তুমি যাকে নিজে সংগে করে নিয়ে এসেছ, তাকে প্রত্যাখ্যান করলে তিনি অত্যন্ত অপমানিত হবেন।

রাজ্য। কিন্তু মালবরাজকে ফিরিয়ে দিলে এ অপমান নীরবে সহ্য করবে না। হয়ত সে আমাদের পরম শত্রু হয়ে থাকবে।

হর্ষ। মালবরাজের শত্রুতাকে থানেশ্বর ভয় করে না।

রাজ্য। অবুঝ হয়ো না হর্ষ। এখনো ভেবে দেখ। এটা ছেলেখেলা নয়।

হর্ষ। ছেলেখেলা নয় বলেই বলছি, আমাদের অমন ভগ্নীকে যার তার হাতে তুলে দিও না দাদা। দেবগুপ্ত মালবের কুখ্যাত রাজা! তার উপর শুনেছি সে সম্পর্কে বাংলার রাজা শশাংকের ভ্রাতুষ্পুত্র।

রাজ্যশ্রীর প্রবেশ।

রাজ্যশ্রী। ও দাদা, তুমি কাকে নিয়ে এসেছ? দেখবে এস, হৈ হৈ ব্যাপার! পিলখানা থেকে একটা পাগলা হাতী রাজপথে ছুটে যাচ্ছিল। আমাদের বুড়ো ঝাড়ুদার হাতীটার সামনে পড়ে গেল। ঝাড়ুদার যত ছোটে, হাতীও তত তার পিছু ধাওয়া করে। চারদিক থেকে লোকজন হৈ হৈ করে উঠল।

রাজ্য। তারপর—তারপর?

রাজ্যশ্রী। মালবরাজ তখন সশস্ত্র মৃগয়া করে ফিরছিলেন। সবাই তাঁকে অনুরোধ করলে বিপন্নকে রক্ষা করতে।

রাজ্য। রক্ষা করতে পেরেছেন তিনি?

রাজ্যশ্রী। তাহলে আর ভাবনা ছিল কি? মালবরাজ মুখ বাঁকিয়ে বললেন—ছোটলোকের জন্যে আমি নিজের প্রাণ বিপন্ন করব না।

হর্ষ। ঠিক কথাই বলেছেন। ভদ্রলোক কি পারে ছোট-লোকের জন্য প্রাণ দিতে? লোকটার কি হল, সেই কথাটা বল।

রাজ্যশ্রী। তুমি বড় বাজে বক। বেশ জমিয়ে এনেছিলুম, তুমি জল ঢেলে দিলে।

রাজ্য। না দিদি, তুমি বলে যাও।

রাজ্যশ্রী। সবাই ধিক ধিক করে উঠল। ঝাড়ুদার আর্তস্বরে কেঁদে উঠল। হাতী তার উপর শুঁড় বাড়িয়ে দেয় আর কি! এমনি সময় তোমার সেই অতিথি কোত্থেকে ছুটে এসে এক কোপে হাতীর শুঁড়টা কেটে ফেললে। হাতী শুঁড় ফেলে আঃ আঃ করতে করতে পালিয়ে গেল। আর সেই ভদ্রলোক মূর্ছিত ঝাড়ুদারকে কোলে টেনে নিয়ে শুশ্রূষা করতে লাগল।

হর্ষ। শুনছ দাদা? এই মালবরাজ, আর এই তোমার গ্রহবর্মা। এবার বল, কার হাতে ভগ্নী সম্প্রদান করবে?

রাজ্যশ্রী। ওই যে মালবরাজ আসছে। যেমন রূপ, তেমনি গুণ। ইস!

দেবগুপ্তের প্রবেশ।

দেবগুপ্ত। আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন যুবরাজ রাজ্যবর্ধন।

হূণদস্যুদের বধ করে আপনি শুধু থানেশ্বরের মংগল করেননি, আমাদেরও বিপন্মুক্ত করেছেন। আমি ধন্য যে থানেশ্বরের রাজ-বংশের সংগে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হতে আপনারা আমায় আমন্ত্রণ করেছেন।

রাজ্য। মালবরাজ মহানুভব।

হর্ষ। এবং অত্যন্ত বিনয়ী।

রাজ্যশ্রী। তার উপর বীরপুরুষ।

দেবগুপ্ত। দুর্ভাগ্যের বিষয় সম্রাট প্রভাকরবর্ধন জীবিত থাকতে আমি আসতে পারিনি। এই বুঝি আপনাদের ভগ্নী? তাহলে আর বিলম্ব করবেন না। আমাকে আজই মালবে ফিরে যেতে হবে। আশীর্বাদের অনুষ্ঠান আজই সম্পন্ন হক। পরলোকগত সম্রাটের ইচ্ছা আমি অপূর্ণ রাখব না। পরলোক থেকে শুনে তিনি তৃপ্তি লাভ করুন। রাজকুমারীকে গ্রহণ করতে আমার আপত্তি নেই।

রাজ্যশ্রী। আমার আপত্তি আছে।

দেবগুপ্ত ও রাজ্য। তোমার আপত্তি!

রাজ্যশ্রী। হ্যাঁ। এইমাত্র মালবরাজের যে পরিচয় আমি পেয়েছি, তারপরে আর তাঁর গলায় বরমাল্য দিতে আমার এতটুকু সাধ নেই। বিপন্ন ভয়ার্ত মানুষকে স্পর্শ করলে যার জাত যায়, নিজের প্রাণের ভয়ে যে বিপন্নের উদ্ধারে তরবারি তুলতে জানে না, তার যত ঐশ্বর্যই থাক, আমি সে কাপুরুষের গলায় বরমাল্য দিতে পারব না।

দেবগুপ্ত। এর অর্থ কি যুবরাজ? আমি ত রবাহূত হয়ে আসিনি, তোমাদের পিতার নিমন্ত্রণ পেয়েই এসেছি। নিমন্ত্রিতকে অপমান করাই কি থানেশ্বরের রাজধর্ম?

রাজ্য। অবুঝ হসনে দিদি। পিতার অমর্যাদা হবে।

হর্ষ। কেন অমর্যাদা হবে দাদা? পিতা ত মালবরাজকে বাগদান করে যাননি।

রাজ্যশ্রী। বাগদান যখন তিনি করেননি, তখন এ বারপুরুষকে আমি কিছুতেই বরণ করব না।

দেবগুপ্ত। তবে কাকে বরণ করবে?

হর্ষ। সেকথা জেনে আপনার কোন লাভ নেই। ভগ্নীর অনিচ্ছায় আপনাকে ভগ্নীদান করতে আমরা অক্ষম

রাজ্য। ওরে ও হর্ষ—

হর্ষ। যাও দাদা, তুমি বিশ্রাম করগে।

রাজ্য। দিদি, আমার কথা শোন—

রাজ্যশ্রী। আর যাই বল, শুনব দাদা। শুধু এই কথাটা শুনতে পারব না। যে বংশে আমার জন্ম, সে বংশের সবাইকে দেখে এলাম আর্তের রক্ষণে প্রাণ তুচ্ছ করে এগিয়ে যেতে। প্রাণটা যে এত বড়, নিজেও কখনও ভাবিনি, তোমাদেরও ভাবতে দেখিনি। এ আদেশ আমায় করো না দাদা। আমি রাজ্য চাই না, আভরণ চাই না, মহার্ঘ পরিচ্ছদেও আমার লোভ নেই। আমাকে তোমরা দীন দরিদ্রের হাতে তুলে দাও; শুধু দেখো, সে যেন মানুষ হয়। [প্রস্থানোদ্যোগ]

সকলে। রাজ্যশ্রী!

রাজ্যশ্রী। মানুষ চিনতে তোমরা যদি না পার, আমাকে বলো, আমি চিনিয়ে দেব। [প্রস্থান।

হর্ষ। আসুন মালবরাজ, যদি আপত্তি না থাকে, তবে দুদিন আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করুন।

দেবগুপ্ত। তোমাদের আতিথ্যে আমি পদাঘাত করি।

হর্ষ। আপনি অতিথি—আমাদের পদাঘাত করলেও আমরা আপনাকে পদাঘাত করতে পারি না। বিশেষতঃ আপনি আমাদের পরলোকগত পিতার নিমন্ত্রিত। আপনি যদি অনুগ্রহ করে আমাদের মাথা চান, তাও আমাদের দিতে হবে; নইলে পিতার অমর্যাদা হবে। তাই থানেশ্বরের রাজপ্রাসাদে দাঁড়িয়ে রাজকুমারদের অসম্মান করে আপনি অক্ষত দেহে ফিরে যাচ্ছেন। কিন্তু আর আপনি অপেক্ষা করবেন না। ভাণ্ডী যদি একথা শোনে, আপনার মাথা রক্ষা করতে আমরাও পারব না।

রাজ্য। যেতে দাও, যেতে দাও। আপনি এখন আসুন রাজা। আমাদের নিরুপায় অবস্থা বুঝে ক্ষমা করবেন।

দেবগুপ্ত। ক্ষমা করব? হ্যাঁ, তা করব বইকি? সমগ্র মালব আজ উৎসবানন্দে মুখরিত; পত্রপুষ্পে সমগ্র নগরী সুশোভিত করতে আমি আদেশ দিয়ে এসেছি। সবাই জানে, আর একমাস পরে থানেশ্বরের রাজকন্যা মহারাণীর বেশে মালবে প্রবেশ করবে। আজ যখন তারা শুনবে—ওঃ, এ অসম্মান আমি নীরবে সহ্য করব? আমার বুকটা ত পাথর দিয়ে গড়া নয়। আমি ফিরে যাচ্ছি, কিন্তু শেষ কথাটা বলে যাই শোন। আমার উচ্চশির যে ভূলুণ্ঠিত করেছে, সে আমারই ঘরে যাবে; তবে পত্নীরূপে নয়, দাসীরূপে।

হর্ষ। আমি তোমার শিরশ্ছেদ করব। [তরবারি নিষ্কাসন, রাজ্যবর্ধনের বাধাদান]

দেবগুপ্ত। আমার নয়; যদি মংগল চাও, দুশ্চরিত্রা ভগ্নীর শিরশ্ছেদ কর।

[প্রস্থান ।

হর্ষ। ছেড়ে দাও দাদা। এও তুমি সইতে বল? ওঃ—তুমি কি দাদা, তুমি কি?

রাজ্য। ক্ষমা কর ভাই। যার মাথায় এতবড় অপমানের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছ, তার গঞ্জনা সহ্যতেই হবে। যাও হর্ষ, গ্রহ-বর্মাকে নিয়ে এস। তারই হাতে আমরা রাজ্যশ্রীকে সম্প্রদান করব।

হর্ষ। দাদা, সৌজন্য ভাল, কিন্তু তার অপব্যয় ভাল নয়।

[প্রস্থান।

রাজ্য। ক্ষমা কর পিতা! তোমার ইচ্ছাপূরণে বাদী হল তোমারই কন্যা।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কর্নসুবর্ণ—রাজপ্রাসাদ

পত্রহস্তে শশাংকের প্রবেশ।

শশাংক। তাই ত, থানেশ্বরের রাজকন্যার সংগে কনোজরাজের বিবাহ! একা রামে রক্ষা নেই, সুগ্রীব দোসর! এই থানেশ্বর একটু একটু করে এক বিশাল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে, সমগ্র ভারতে এরা বৌদ্ধধর্মের বীজ বপন করে চলেছে। থানেশ্বরের সংগে কনোজ মিলিত হলে বৌদ্ধধর্মের প্লাবনে এরা সমগ্র দেশটাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

মৃগাংকের প্রবেশ।

মৃগাংক। কিসের পত্র দাদা?

শশাংক। বিবাহের নিমন্ত্রণ।

মৃগাংক। কার বিবাহ?

শশাংক। থানেশ্বরের রাজকন্যার সংগে কনৌজের রাজা গ্রহবর্মার বিবাহ।

মৃগাংক। চমৎকার! যেমন থানেশ্বরের রাজবংশ, তেমনি মৌখরী রাজবংশ! পাত্রপাত্রীকেও আমি দেখেছি—এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। রাজযোটক হবে।

শশাংক। তুমি যে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলে দেখছি।

মৃগাংক। তোমার আনন্দ হচ্ছে না? রাজ্যবর্ধন আর হর্ষবর্ধনের অমিত শক্তির সংগে যদি গ্রহবর্মার বাহুবল মিলিত হয়, তাহলে শক হূণ পারদের দল আর আমাদের দেশে হানা দিতে সাহস পাবে না। এ কি আনন্দের কথা নয়?

শশাংক। না মূর্খ, না। দেখতে পাচ্ছ না, থানেশ্বরের মাটির ক্ষুধা ক্রমেই সর্বগ্রাসী হয়ে উঠছে। আজ যদি তাদের দেওয়া না যায়, তাহলে একদিন সমগ্র ভারত তাদের পদানত হবে। তার অর্থ, এই বৌদ্ধধর্ম দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত অনাচারের প্লাবন বইয়ে দেবে। হিন্দুধর্ম দেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

মৃগাংক। তোমার ভয় নেই দাদা। স্মরণাতীতকাল থেকে হিন্দুধর্মকে ধ্বংস করতে বহু দানব বাহু বিস্তার করেছে; কেউ পারেনি তার গলা টিপে ধরতে, শুধু তাদেরই বাহু ভেঙেছে। আর

রাজ্যলোভের কথা যদি বল, আমি জোর করে তোমায় বলতে পারি, তোমরা যদি তাদের অনিষ্ট না কর, তারা তোমাদের রাজ্যের এককণা মাটিও ছিনিয়ে নেবে না।

শশাংক। তুমি রাজনীতির কিছু বোঝ না।

মৃগাংক। তুমি বড় বেশী বোঝ দাদা। কোথায় থানেশ্বর আর কোথায় বাংলা! তাদের যত শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে, তোমার ততই বুক শুকিয়ে আসছে। আরও ত কত রাজা মহারাজ আছে, আর ত কেউ নিঃশ্বাসও ফেলছে না। হিন্দুধর্ম রক্ষার ভার কি আর্য ঋষিরা তোমার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে গেছেন?

শশাংক। তোমার মত নির্বোধ তা বুঝতে পারবে না।

মৃগাংক। তুমি বোঝাতে পারলে ত বুঝব?

শশাংক। সংসারের লক্ষ লক্ষ লোক অঘোরে ঘুমিয়ে থাকে, একজন আগে তুলে ধরে বিপ্লবের রক্ত নিশান, চিরাচরিত প্রথার জগদ্দল পাহাড় সরিয়ে একটা মানুষ আগে চলে, একজনই লক্ষ লক্ষ নির্বাক মুখে প্রথম ভাষা দেয়। আমি—মহানায়ক শশাংক—এই অনাচারী বৌদ্ধধর্মকে ভারতের বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে কলুষমুক্ত করব। যে আমার পেছনে আসবে, তার রাজ্য আমি সুখে সমৃদ্ধিতে ভরিয়ে দেব; যে বাধা দেবে, তাকে আমি ধূধূপের মত মহাশূন্যে নিক্ষেপ করব।

দেবগুপ্তের প্রবেশ।

দেবগুপ্ত। মহানায়ক শশাংকের জয় হক।

শশাংক। কে? মালবরাজ দেবগুপ্ত নয়?

দেবগুপ্ত। হ্যাঁ মহারাজ। আমি আপনার কাছেই এসেছি।

মৃগাংক। তুমি হিন্দু না বৌদ্ধ?

দেবগুপ্ত। আমি বৌদ্ধ।

মৃগাংক। তবে আর হল না।

দেবগুপ্ত। কি হল না?

মৃগাংক। যা তুমি চাও।

দেবগুপ্ত। কি চাই আমি?

মৃগাংক। তোমার বয়স আর মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তুমি পাত্রীর সন্ধানে বেরিয়েছ।

শশাংক। কাকে কি বলছ নির্বোধ? দেবগুপ্তের পূর্বপুরুষ আমাদেরই জ্ঞাতি ছিল।

দেবগুপ্ত। সম্পর্কে আমি আপনাদের ভ্রাতুষ্পুত্র।

মৃগাংক। ধর্মত্যাগের সংগেই সম্পর্ক চিতায় উঠেছে। তা তুমি বাপু পাত্রী খুঁজতে এখানে মরতে এলে কেন? যার কাছে এসেছ, তিনি বৌদ্ধদের দুই চক্ষে দেখতে পারেন না। ধর্মের জন্যে নিজের মেয়েকে পর্যন্ত উনি ত্যাগ করেছেন।

শশাংক। কেন বাচালতা কচ্ছ? যাও, নিজের কাজে যাও। বল দেবগুপ্ত, অকস্মাৎ কি প্রয়োজনে কর্নসুবর্ণে এসেছ তুমি?

দেবগুপ্ত। মহানায়ক, আমার পিতা ছিলেন আপনার জ্ঞাতি-ভ্রাতা।

মৃগাংক। জ্ঞাতিটা বাদ দিয়ে বল।

শশাংক। কি বলব দেবগুপ্ত, তার অকালমৃত্যু আমার বুকে—

মৃগাংক। শেলসম বিদ্ধ হয়ে আছে।

দেবগুপ্ত। আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন পিতৃব্য, থানেশ্বরের স্পর্ধা আকাশস্পর্শী হয়ে উঠেছে। মানুষের মানমর্যাদা তাদের

কাছে খেলার সামগ্রী, প্রতিবেশী রাজাদের তারা কৃমিকীটের অধম বলে মনে করে। রাজ্যবর্ধন আর হর্ষবর্ধন আজ সমগ্র ভারত গ্রাস করার স্বপ্ন দেখছে। তাদের এ মাটির ক্ষুধা যদি অংকুরে বিনষ্ট না করা যায়, তাহলে আমরা ত যাবই, আপনার এই মাটির স্বর্গ গৌড় সাম্রাজ্য পর্যন্ত তাদের কুক্ষিগত হবে। তাদের এই দুর্বার গতিরোধ করতে আর কেউ যদি অগ্রসর না-ও হয়, আসুন আমরা দুজনে সসৈন্যে অভিযান করি।

মৃগাংক। আসল কথাটা কি বল দেখি। থানেশ্বর তোমাকে অপমান টপমান করেনি ত?

দেবগুপ্ত। অপমান! তারা আমার উচ্চ শির ধূলোয় লুটিয়ে দিয়েছে। সম্রাট প্রভাকরবর্ধনের আমন্ত্রণে আমি রাজকন্যা রাজ্যশ্রীকে আশীর্বাদ করতে গিয়েছিলাম। রাজকন্যা আমাকে প্রত্যাখ্যান করলে।

শশাংক। প্রত্যাখ্যান করলে?

মৃগাংক। এ হে হে! এ রকম কথা ত কখনও শুনিনি। পাত্রী প্রত্যাখ্যান কবলে পাত্রকে। আর সে তোমার মত পাত্র! কোথাকার কে গ্রহবর্মা না গেরোবামন, তার গলায় মালা দিয়ে তোমাকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে দিলে! আর তুমি সেই অর্ধচন্দ্র ঘাড়ে করে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এলে? মেয়েটাকে জোর করে টেনে নিয়ে আসতে পারলে না?

দেবগুপ্ত। আমি তারই আয়োজন কচ্ছি।

শশাংক। এ বড় দুঃসংবাদ দেবগুপ্ত। একটা দেশের রাজাকে এমনি ভাবে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে অপমান করা বলদর্পী থানেশ্বরেরই যোগ্য। এরা ভেবেছে কি? এরা কি মনে করেছে, মান-মর্যাদা

শুধু থানেশ্বরেরই আছে, আর সবাই বানের জলে ভেসে এসেছে ?

বিজয়গুপ্তের প্রবেশ।

বিজয়। বড় দেরীতে কথাটা বুঝলেন মহানায়ক ? হর্ষবর্ধন আর রাজ্যবর্ধন মনে করে, ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র তাদেরই প্রভুত্ব করবার অধিকার, আর সব রাজা মহারাজ তাদের পদলেহন করতে জন্মেছে।

শশাংক। বটে ! গুর্জর, প্রতিহার, পল্লভী রাজবংশের মত দু'দশটা ফেরুপাল তাদের পদানত হয়েছে বলে তারা যদি ভেবে থাকে যে গৌড় মালব মগধ অহিচ্ছত্র সবাই তাদের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দেবে, তাহলে তারা মূর্খের স্বর্গে বাস কচ্ছে।

মৃগাংক। তুমি আবার কে ?

বিজয়। পরিচয় দিতে আমার মাথাটা মাটির সংগে মিশে যাচ্ছে। থানেশ্বরের রাজকুমার হর্ষ আমার ভগ্নীপতি।

মৃগাংক। কি লজ্জার কথা। তোমাকেও অর্ধচন্দ্র দিয়েছে ?

দেবগুপ্ত। কেন আপনি বাজে কথা বলছেন ?

মৃগাংক। লোকটা ত ভারী অপদার্থ। ভগ্নীর পাত্রকে অর্ধচন্দ্র দিয়েছে, আবার সম্বন্ধীকেও তাই করবে ?

বিজয়। অর্ধচন্দ্র দিয়েছে কে বললে ?

মৃগাংক। আরে তোমাকে ত তবু পুরুষে অপমান করেছে। তাতেই তোমার চোখ ছলছল কচ্ছে ? এই ভদ্রলোককে যে রাজকন্যা মেরে তক্তা বানিয়ে দিয়েছে, উনি ত বলছেন—আমি ফের যাব, ফের মার খাব, দেখি রাজকন্যা আমার কি করতে পারে ?

শশাংক। তুমি এখান থেকে যাবে কি না, তাই আমি জানতে চাই।

মৃগাংক। নিশ্চয়ই যাব। আমি রাজপথে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলব, কে কোথায় আছ ছুটে এস। থানেশ্বরের রাজকুমারেরা পূজনীয় সম্বন্ধীকে ধোলাই দিয়েছে, আর রাজকন্যা বিনাদোষে মালবরাজকে মেরে তক্তা বানিয়ে দিয়েছে।

দেবগুপ্ত ও বিজয়। এসব কি মহারাজ?

শশাংক। মৃগাংক :

মৃগাংক। ছোট দাদা, ছোট। থানেশ্বরের বুকে দাঁত বসিয়ে দেবার জন্যে অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষা তোমার। উপলক্ষ্য জুটে গেছে। গুণধর ভাইপোকে ফিরিয়ে দিও না, আর ভগ্নীর সংসারে যে আগুন ধরাতে চায়, তেমন মহাপুরুষকেও বিমুখ করো না। রাহু-কেতুকে দুপাশে নিয়ে আজই বেরিয়ে পড়। বিদেশীর জুতো সহ্য হয়, কিন্তু দেশবাসীর শ্রীবৃদ্ধি ত সয় না দাদা। [প্রস্থান।

বিজয়। এ কে মহারাজ?

শশাংক। হতভাগা আমার ভাই। আকস্মিক দুর্ঘটনায় একদিনে ওর স্ত্রী-পুত্র-কন্যা পরলোকগমন করেছে। তারপর থেকেই ওর মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে। তোমার নাম বিজয়গুপ্ত নয়? শুনেছিলাম তুমি যে থানেশ্বরের সহকারী সৈন্যাধ্যক্ষ।

বিজয়। তারা আমাকে পদচ্যুত করেছে মহারাজ।

শশাংক। পদচ্যুত করেছে! তোমাকে!

বিজয়। শুধু আমাকে নয়। মন্ত্রী সেনাপতি পাত্রমিত্র প্রায় সবাইকেই পদচ্যুত করে তারা নূতন রাজকর্মচারী বহাল করেছে। আছেন শুধু মহামাত্য বিরূপাক্ষ।

দেবগুপ্ত। তোমাদের অপরাধ?

বিজয়। অপরাধ এই যে আমরা সবাই একবাক্যে বলেছিলাম, রাজ্যশ্রীকে জোর করে আপনার হাতে তুলে দিতে।

দেবগুপ্ত। শুনেছেন মহারাজ? এই অত্যাচারী দাম্ভিক থানেশ্বর রাজবংশের মেরুদণ্ড আমরা ভেঙে দেব। আমরা আপনাকে রাজ-চক্রবর্তী বলে স্বীকার করতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু থানেশ্বরের অপরিণত-বুদ্ধি রাজকুমারদের প্রভুত্ব মানতে প্রস্তুত নই।

বিজয়। আমারও ওই কথা মহারাজ। আপনি ভারতের মধ্যমণি; শৌর্যে বীর্যে সমৃদ্ধিতে আজ গৌড়ভূমি ভারতের স্বর্গধাম। আপনি যদি এই নির্যাতিত শত্রুভয়ে কম্পমান রাজন্যবর্গের নেতৃত্ব গ্রহণ না করেন, তাহলে সোনার ভারত শ্মশানে পরিণত হয়ে যাবে।

শশাংক। আমিও তা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু—

দেবগুপ্ত। কিন্তু নেই মহারাজ। আপনি যদি এই বাজপাখীর পক্ষচ্ছেদ না করেন, তাহলে একদিন সে আপনার বংগভূমির উপরও ঝাঁপিয়ে পড়বে। এতদিন শুধু থানেশ্বর ছিল আপনার শত্রু, আজ তার সংগে কনোজও যোগ দেবে।

বিজয়। এই দুই শক্তি মিলিত হয়ে আগে আপনাকে চূর্ণ করবে, তারপর মালব, তারপর কামরূপ। কুমারদের মুখে আমি সেই কথাই শুনে এলাম। আমরা প্রতিবাদ করেছিলাম, আমাদের পদচ্যুতির এও একটা কারণ। আপনারা কালবিলম্ব না করে কনোজ আক্রমণ করুন। যদি হিন্দু ভারতের মংগল চান, তাহলে দুর্ধর্ষ গ্রহবর্মার সংগে রাজ্যবর্ধনকে মিলিত হতে দেবেন না। ভয় কি আপনার? আমরা প্রাণপণে আপনাকে সাহায্য করব।

শশাংক। উত্তম। আজ তোমরা রাজপ্রাসাদে আতিথ্য গ্রহণ কর। কাল প্রভাতেই আমার উত্তর পাবে।

দেবগুপ্ত ও বিজয়। মহারাজের জয় হক।

[প্রস্থান।

শশাংক। এই কনোজের রাজগুরু আমার জামাতাকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দিয়েছে। একদিন যাকে না দেখতে পেলে পৃথিবী আমার কাছে অন্ধকার হয়ে যেত, আমার সেই জীবনসর্বস্ব আদরিনী কন্যা আজ ষোল বছর আমার কাছে মৃত। ওঃ—এই বৌদ্ধধর্ম এমনি করে কত পিতার বুক ভেঙে দিয়েছে, তার সংখ্যা নেই! আমি এ অনাচারী ধর্মকে ভারতের বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করব। কে?

গীতকণ্ঠে বিষাদের প্রবেশ।

বিষাদ।—

গীত

এসেছি চরণ স্মরণে,
পদে পদে কত দেখায়েছে ভয় বিপদ ঝঞ্ঝা মরণে!
ছিঁড়িয়া গিয়াছে জীবনের তার, নিভিয়া গিয়াছে আলো,
যেদিকে তাকাই, শুধু নাই নাই, অকালে সব ফুরালো,
আসিয়াছি তাই তোমার নিলয়,
হে রাজাধিরাজ, দেহ বরাভয়,
লাজ মান ভয়, জীবন মরণ সঁপিনু তোমার চরণে।

[শশাংকের পদতলে পতিত হইল]

শশাংক। কে তুমি? কে? [বিষাদকে তুলিয়া ধরিলেন] এই মুখ, এই চোখ, এই দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশ কোথা থেকে তুমি চুরি করে নিয়ে এলে বালিকা? এ যে আমি চিনি। ষোল বছর আগে

এইখানে দাঁড়িয়ে ঠিক এমনি করে আর একজন কেঁদেছিল। তুমি কি তাকে চেনো? মানুষে মানুষে এত সাদৃশ্য! কে তুমি? কোথা থেকে আসছ?

বিষাদ। অশোকনগর থেকে।

শশাংক। অশোকনগর! কেন? কেন? কি চাও তুমি?

বিষাদ। আশ্রয় চাই মহারাজ।

শশাংক। আশ্রয় চাইতে এসেছ থানেশ্বরের সীমান্ত রাজ্য থেকে সুদূর গৌড়ভূমিতে? এই উদ্ভিন্ন যৌবনে একাকী দীর্ঘপথ অতিক্রম করে তুমি আশ্রয়ের জন্য স্বর্গ থেকে মর্তে নেমে এলে কেন? তোমার কি কেউ নেই?

বিষাদ। সবই ছিল, আজ আর কেউ নেই।

শশাংক। তোমাদের রাজার কাছে আশ্রয় পেলে না?

বিষাদ। রাজা নেই।

শশাংক। রাজা নেই! কুমারগুপ্ত পরলোকে! রাণী কোথায়, তোমাদের রাণী আত্রেয়ী?

বিষাদ। স্বামীর অনুগমন করেছেন।

শশাংক। বেশ করেছে, উত্তম করেছে, ও আমি জানি। পিতৃ-দ্রোহিনী কন্যার অকালমৃত্যু হবে না ত হবে কার? কুমারগুপ্ত যখন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলে, কন্যাকে আমি বললাম—তুই তাকে ভুলে যা, হিন্দুর কাছে বিধর্মী মৃত; আমি আবার তোর বিবাহ দেব। কথা শুনলে না। আমার দেওয়া বসন-ভূষণ সব ত্যাগ করে একবস্ত্রে বেরিয়ে গেল।

বিষাদ। যাবার সময় আপনি তাকে অভিশাপ দিলেন, তোমাদের সুখের ঘরে বজ্রাঘাত হক।

শশাংক। তুমি জান?

বিষাদ। জানি মহারাজ। আপনার সেই অভাগিনী কন্যা আমারই মা।

রত্নাবলীর প্রবেশ।

শশাংক ও রত্না। মা!

রত্না। ঠিক—ঠিক, এই ত সেই চোখদুটো, এই ত সেই কুঞ্চিত অলকদাম। আয় দিদি আয়, এতদিন পরে আবার কি আমার আত্রেয়ী ফিরে এল? ওরে, আমি যে ষোল বছর তোর পায়ের শব্দ শুনেছি। কত ফল পেকে পেকে ঝরে পড়ে গেল, কত দীঘির মাছ বুড়ো হয়ে মরে গেল, কত কৃষ্ণসার গাভীর দুধ পুকুরে ঢেলে দিলাম, তবু ত তোর মা আর এল না। ষোল বছরেও অভিমান গেল না? তুমি ত ভাই অভিমান করে থাকতে পারলে না। তারা বুঝি বাধা দিয়েছিল। বেঁধে রাখতে পারলে না, কেমন? ও আমি জানি দিদি।

শশাংক। রাণি!

রত্না। দেখ রাজা দেখ, ঠিক সেই মুখখানি। আর রাগ করে থেকো না। মেয়ে-জামাইকে নিয়ে আসতে চতুর্দোলা পাঠিয়ে দাও।

বিষাদ। তাঁরা কেউ জীবিত নেই।

রত্না। জীবিত নেই! আত্রেয়ী পরলোকে! কুমারগুপ্ত আর আসবে না? ওঃ—পৃথিবীটা সরে যাচ্ছে বুঝি! ওরে ধর, ধর।

শশাংক। কি নাম তোমার?

বিষাদ। আমার নাম বিষাদ।

শশাংক। কি রোগ হয়েছিল তোমার মা'র?

বিষাদ। রোগ নয় দাদু। তারা থানেশ্বরের যুবরাজ রাজ্যবর্ধনের হাতে নিহত।

শশাংক। রাজ্যবর্ধনের হাতে নিহত!

রত্না। কেন? কেন? কি করেছিল তারা?

বিষাদ। তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ, একদল হূণ থানেশ্বরের সীমান্ত আক্রমণ করেছিল। কুমার রাজ্যবর্ধন সসৈন্যে এসে তাদের রক্তে সীমান্তের মাটি রাঙিয়ে দিলে। একজন হূণ ক্ষতবিক্ষত মরণাপন্ন অবস্থায় আমাদের প্রাসাদে আশ্রয় নিলে। আমার সদাশয় পিতা শরণাগত মুমূর্ষুকে ফিরিয়ে দিতে পারলেন না। এই অপরাধে যুবরাজ সসৈন্যে আমাদের রাজধানী আক্রমণ করলে। ক্ষুদ্র আমাদের রাজ্য এতবড় বিরাট শক্তির আক্রমণ সহ্য করতে পারলে না। শত্রুর খড়্গ পিতার শিরশ্ছেদ করলে। মা তাঁর মৃতদেহ আঁকড়ে ধরে দুদিন পরে বুক ফেটে মরে গেল।

শশাংক। তবু বিশ্বজগৎ তারস্বরে বলবে যে রাজ্যবর্ধনের মত মহাপুরুষ কেউ নেই। আমি এই মহাপুরুষকে বন্দী করে এনে তপ্ত তৈল কটাহে নিক্ষেপ করব। কে আছ? দেবগুপ্ত আর বিজয়গুপ্তকে সংবাদ দাও। আমি এর চরম প্রতিশোধ নেব। চোখের জল মুছে ফেল রাণি! বৌদ্ধের জন্য হিন্দুরা কাঁদে না। তাই বলে দুর্বলের উপর সবলের এ নির্যাতনও আমি সহ্য করব না।

রত্না। এ সাহস তাদের হত না যদি তুমি কন্যা-জামাতাকে ত্যাগ না করতে।

শশাংক। কন্যা-জামাতা! কে কন্যা, কিসের জামাতা? তারা আমার কেউ ছিল না।

রত্না। তবে তোমার চোখে আগুন জলছে কেন?

শশাংক। আমি মহানায়ক শশাংক। দুর্বলের উপর শক্তিমানের অত্যাচার আমি সহ্য করব না। রাজ্যবর্ধন মরবে, দুটো প্রাণের বিনিময়ে আমি হাজার হাজার প্রাণ নেব। এ আমার মমতা নয়, কর্তব্য।

বিষাদ। শুষ্ক নীরস কর্তব্য মাত্র! তাহলে আসি দাদু। আমি গাছতলায় থাকব, তবু মমতাহীন কর্তব্যের মরুভূমিতে আশ্রয় চাই না।

রত্না। ওরে না না, ফিরে আয় দিদি, ফিরে আয়। রাজা, তুমি কি? একবার ওর ক্ষুধাকাতর শ্রান্ত শোকাহত মুখের দিকে চাও। এতবড় প্রাসাদে তোমার এমন পরমাত্মীয়ের স্থান হবে না?

শশাংক। হবে যদি বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ করে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে।

বিষাদ। আমি আমার প্রাণটা ত্যাগ করতে পারি, তবু পিতামাতার ধর্ম ত্যাগ করব না।

শশাংক। তোমার মায়েরও এমনি দর্প ছিল। রাজা শশাংক কারও দর্প সহ্য করে না। তবু যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত তোমাকে আমি রাজপ্রাসাদে আশ্রয় দিতে বাধ্য। কারণ এ আমার কর্তব্য।

[প্রস্থান।

রত্না। আয় দিদি আয়, অভিমান করিসনে। ষোল বছর দুঃখ পেয়েছি, তুই আর দুঃখ দিসনে। আত্রেয়ী চলে গেছে, তার জন্যে আমি চোখের জল ফেলব না। তুই আমার বুক জুড়ে থাক।

[বিষাদ সহ প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কনোজ রাজপ্রাসাদ

[নেপথ্যে জয়ধ্বনি—জয় মালবরাজ দেবগুপ্তের জয়]

রাণী রাজ্যশ্রীর প্রবেশ।

রাজ্যশ্রী। চুপ রাজ্যলোভী দানবের দল, চুপ। মালবরাজ দেবগুপ্তের জয়! নিষ্ঠুর, কাপুরুষ, দ্বিপদ পশু এই দেবগুপ্ত বিনা কারণে কনোজের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, আর তারই জয়ধ্বনিতে আজ আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছে। ধর্ম কি রসাতলে গেল? মনুষ্যত্ব কি শুধু পুঁথির পাতায় নিবদ্ধ হয়ে রইল?

[নেপথ্যে জয়ধ্বনি—জয় মহানায়ক শশাংকের জয়]

রাজ্যশ্রী। কি? মহানায়ক শশাংক! গৌড়ের রাজা! তিনিও যুদ্ধ করতে এসেছেন?

অর্জুনের প্রবেশ।

অর্জুন। হ্যাঁ মা। বহু সৈন্য নিয়ে মহানায়ক শশাংক যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন।

রাজ্যশ্রী। কই, আমরা ত তাঁর সাহায্য চাইনি!

অর্জুন। আমাদের সাহায্যে তিনি আসেননি মা। তিনি এসেছেন মালবরাজকে সাহায্য করতে।

রাজ্যশ্রী। মালবরাজ অন্যায়ভাবে কনোজ আক্রমণ করেছেন, আর তাকে সাহায্য করতে এসেছেন গৌড়বংগের বীর মহারাজ শশাংক? এ তুমি কি বলছ অর্জুন?

অর্জুন। ঠিকই বলছি মা। শুনেছি মালবরাজ বংগেশ্বরের জ্ঞাতি।

রাজ্যশ্রী। তাই বলে এতবড় একটা অন্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতা করবে অমন একটা স্বনামধন্য রাজা? ধর্ম নেই অর্জুন, ধর্ম নেই, পৃথিবীর বুক থেকে সত্য ন্যায় সাধুতা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। দুদিক থেকে দুই শত্রু ক্ষুদ্র কনোজের উপর বাজপক্ষীর মত তীক্ষ্ণ নখদন্ত নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কে তাকে রক্ষা করবে? এ শাঠ্যের সমুচিত জবাব দিতে পারতেন মহারাজ রাজ্যবর্ধন। পার অর্জুন, পাখীর মুখে একবার থানেশ্বরে খবর পাঠিয়ে দিতে পার?

অর্জুন। খবর পাঠিয়েছি মা। আজ পাঁচদিন ধরে মহারাজ প্রতি মুহূর্তে থানেশ্বরের সৈন্যবাহিনীর আগমন প্রতীক্ষা কচ্ছেন। কিন্তু কেউ এল না।

রাজ্যশ্রী। আসবে না অর্জুন? রাজা রাজ্যবর্ধনের এতই কি রাজকার্য যে বিপন্ন ভগ্নীর উদ্ধারে এগিয়ে আসবে না? কুমার হর্ষবর্ধনের কি ভগ্নীকে আর মনে নেই? কে রক্ষা করবে কনোজ-রাজকে? একদিকে মালব, আর একদিকে গৌড়, কোনদিক রক্ষা করবেন তিনি? যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আর কোন সংবাদ এসেছে সারথি?

অর্জুন। এসেছে রাণীমা। সেনাপতি মহাশূর নিহত। সহকারী সেনাপতি সোমদেব পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে বিপক্ষে যোগ দিয়েছে।

রাজ্যশ্রী। সোমদেব বিশ্বাসঘাতক! জান বাবা, জান? মহা-রাজ যুদ্ধে যাবার সময়ও বলেছিলেন, প্রাণ গেলেও মহাশূর আর সোমদেব আমায় ত্যাগ করবে না। মহাশূর গেল যমালয়ে, সোমদেব গেল শত্রুশিবিরে। কে রইল তবে আর? অর্জুন—

অর্জুন। মা—

রাজ্যশ্রী। তুমি ছুটে যাও, মহারাজের অনুমতি নিয়ে এস, আমি তার পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করব।

অর্জুন। তুমি!

রাজ্যশ্রী। হ্যাঁ, আমি। মুখের দিকে চেয়ে আছ কি? আমি রাজ্যবর্ধন হর্ষবর্ধনের ভগ্নী; যুদ্ধ করতে আমি জানি। হীনমতি কাপুরুষ দেবগুপ্তকে আমি একবার মুখোমুখি দেখব।

অর্জুন। না রাণীমা, না; তার কাছে তুমি যেও না। সে লোক ভাল নয়; কত নারীকে যে সে পথে বসিয়েছে, তার সংখ্যা নেই। তুমি জান না, কনোজের সিংহাসনের জন্যে সে ডংকা বাজিয়ে আসেনি, কনোজরাজের মাথা নিতেও আসেনি, সে এসেছে তোমার জন্যে।

রাজ্যশ্রী। আমার জন্যে! বুঝেছি অর্জুন, বুঝেছি। আমাকে আশীর্বাদ করবার জন্য পিতার নিমন্ত্রণ পেয়ে সে থানেশ্বরে গিয়েছিল। আমি দেখলাম, সে হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর, কাপুরুষ; আর কনোজরাজ সদাশয় মহানুভব বীর। পশুর গলায় বরমাল্য না দিয়ে আমি দেবতার গলায় বরমাল্য দিয়েছি। সেদিন দম্ভ করে সে বলেছিল, একদিন তার ঘরে আমায় যেতেই হবে, তবে পত্নীরূপে নয়, দাসীরূপে। ছ মাস অপরিসীম সুখ, স্বামীর অফুরন্ত ভালবাসায় আকণ্ঠ ডুবে আছি আমি, সেকথা আমার মনেও ছিল না।

অর্জুন। মালবরাজ সেকথা ভোলেনি।

রাজ্যশ্রী। এত নিকৃষ্ট এরা? একটা নারী দুঃখময় সংসারে সুখের নীড় রচনা করে বাস কচ্ছে, তার এইটুকু সুখ এদের সইবে না? কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মাও ত আমার পাণি প্রার্থনা করেছিলেন। পিতা তাঁকে শুধু প্রত্যাখ্যান করেননি, অপমান করে

পত্র লিখেছিলেন। কই, তিনি ত থানেশ্বর আক্রমণ করতে আসেননি।

বিজয়গুপ্তের প্রবেশ।

বিজয়। থানেশ্বরে নয় রাজ্যশ্রী। গৌড় আর মালবের সংগে ভাস্করবর্মাও যোগ দিতে আসছেন।

রাজ্যশ্রী। এ কি! বিজয়গুপ্ত! কোথা থেকে এলে?

বিজয়। আপাততঃ রণক্ষেত্র থেকে আসছি।

রাজ্যশ্রী। রণক্ষেত্র থেকে!

বিজয়। হ্যাঁ রাজ্যশ্রী। তোমাদের দূত থানেশ্বরে সংবাদ নিয়ে যাচ্ছে। তার মুখে শুনলাম, মালবরাজ দেবগুপ্ত কনোজ আক্রমণ করেছে। যদিও তোমার ভাই আমাকে পদচ্যুত করেছে, তবু মনে হল—অনেকদিন তোমাদের অন্নগ্রহণ করেছি, তোমার এই বিপদে যদি আমি সাহায্য না করি, তবে বৃথাই আমি তোমাদের আত্মীয়। তাই ছুটে এলাম গ্রহবর্মাকে সাহায্য করতে।

অর্জুন। এ কে মা? তোমাদের আত্মীয়?

বিজয়। হ্যাঁ সারথি। তোমাদের রাণীমার ভাই হর্ষবর্ধন আমার ভগ্নীপতি।

অর্জুন। ও—

রাজ্যশ্রী। আত্মীয়ের উপযুক্ত কাজই করেছ বিজয়গুপ্ত।

বিজয়। কনোজরাজ আমার সাহায্যে দেবগুপ্তকে প্রায় যমালয়ে পাঠাবার আয়োজন করেছিলেন। এমনি সময়ে গৌড়ের দুরন্ত দস্যু শশাংক বহু সৈন্য নিয়ে আমাদের দক্ষিণ পার্শ্ব থেকে আক্রমণ করলে। মালব-সৈন্তেরা পালিয়ে যাচ্ছিল। মহারাজ শশাংকের কথা

শুনে সবাই ফিরে এল। দুদিক থেকে আক্রান্ত হয়ে কনোজের সৈন্যগণ হতবিধ্বস্ত ছত্রভংগ হয়ে পড়ল। বীরবর গ্রহবর্মা দুঃখে লজ্জায় নৈরাশ্যে অবসন্ন হয়ে পড়লেন। আর সেই সুযোগে—

রাজ্যশ্রী। কি বিজয়গুপ্ত, মাথা নীচু করলে কেন?

অর্জুন। কি হয়েছে, তাই বল।

বিজয়। যা হবার নয়, তাই হয়েছে। মহারাজ গ্রহবর্মা মালব-রাজের হাতে বন্দী।

রাজ্যশ্রী ও অর্জুন। বন্দী!

রাজ্যশ্রী। এ তুমি কি বলছ? ভীরু কাপুরুষ দেবগুপ্তের হাতে পুরুষসিংহ কনোজরাজ বন্দী? এর চেয়ে তুমি তাঁর মৃত্যুসংবাদ নিয়ে এলে না কেন? ওঃ—আমি কি করব? না না, আমি যাব, ছত্রভংগ সৈন্যদের আমি ফিরিয়ে আনব, আমিই তাদের চালনা করব। আমি দেখব, কার সাধ্য আমার স্বামীকে বন্দী করে রাখে।

অর্জুন। স্থির হও মা। এ সবই আমাদের দুরদৃষ্ট। মহারাজ যখন বন্দী, তখন আর তাদের বাধা দিতে কেউ নেই। এবার সে নরপশু রাজপ্রাসাদের দিকে ছুটে আসবে তোমাকে ছিনিয়ে নেবার জন্যে।

বিজয়। মহারাজ গ্রহবর্মাও তাই বললেন। তাঁকে যখন শৃংখলিত করে নিয়ে গেল, তখন আমাকে তিনি ডেকে বললেন—বিজয়গুপ্ত, আমার আশা আর করো না। রাণীকে তুমি নিজে সংগে করে আজই থানেশ্বরে রেখে এস। নইলে দেবগুপ্তের হাতে তার নিস্তার নেই। তাই আমি রণস্থল ত্যাগ করে ছুটে এসেছি। চল রাজ্যশ্রী।

অর্জুন। যাও মা! দেরী করো না।

বিজয়। বিলম্বে সর্বনাশ হবে। দেবগুপ্তের মুখে আমি পৈশাচিক উল্লাস দেখে এলাম। তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে সে চতুর্দোলা সাজাতে আদেশ দিলে। শুনে আমি উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছি।

রাজ্যশ্রী। আসুক তারা চতুর্দোলা নিয়ে। আমি যাব না।

অর্জুন। কেন যাবে না মা? এখানে কে তোমায় রক্ষা করবে?

রাজ্যশ্রী। অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র নিয়ে এস অর্জুন। আর কেউ যদি না পারে, অস্ত্রই আমাকে রক্ষা করবে, হয় শত্রুনিপাত করে, না হয় মৃত্যু দিয়ে।

অর্জুন। অবুঝ হয়ো না মা। দেবগুপ্তকে তুমি চেন না, আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। সেইজন্যেই মালবে আমার স্থান হল না! তোমার মত একটা মেয়ে আমারও ছিল মা। এই পশুর হাত থেকে তাকে রক্ষা করবার জন্যে আমি নিজের হাতে তার বুকে ছুরি বিঁধিয়ে দিয়ে এসেছি।

বিজয়। বেশ করেছ।

রাজ্যশ্রী। যদি প্রয়োজন হয়, আমার বুকেও তেমনি করে ছুরি বিঁধিয়ে দিও।

অর্জুন। আমি তা পারব না মা। অস্ত্র হাতে নিলেই অভাগা মেয়েটার সেই অন্তিম ডাক আমার কানে ভেসে আসে। তুমি যাও মা, তুমি যাও; বুড়ো ছেলের কথা রাখ।

রাজ্যশ্রী। কোথায় যাব বাবা? কত সুখের স্বপ্ন নিয়ে এসেছিলাম, কত রঙিন আশার সৌধ গড়েছিলাম, সব শূন্যে মিলিয়ে গেল? এ বাড়ীর ইট-কাঠ গাছ-পাথর পশুপাখী আমার অচ্ছেদ্য

বন্ধনে বেঁধেছে। রাত্রি ভোর হলে পাখীরা আসবে ঘুম ভাঙাতে, হরিণ-শিশুরা খাদ্যের জন্যে দোর আগলে বসে থাকবে, পূর্ণগর্ভা হস্তিবধূ আমাকে না দেখলে কারও হাতে খাদ্য গ্রহণ করবে না। এদের ফেলে কোথায় যাব আমি?

বিজয়। ভাবছ কেন রাণি? আবার তুমি তোমার ঘরে ফিরে আসবে, দুদিন আগে আর পরে। রাজ্যবর্ধন তোমার বিপদের কথা শুনলে উড়ে আসবে। একবার সে এসে পড়লে দেবগুপ্ত আর শশাংক নিঃশ্বাসে উড়ে যাবে। তখন ঘরে ফিরে এসে রাজ্যরশ্মি তুমি নিজের হাতে তুলে নিও, আর সিংহাসনে বসে দেবগুপ্তের বিচার করো।

রাজ্যশ্রী। কবে আসবে সেদিন? কবে আমি এ শাঠ্যের প্রতিশোধ নেব?

বিজয়। সে শুভদিন অচিরেই আসবে রাজ্যশ্রী। চল, আর বিলম্ব করো না।

রাজ্যশ্রী। মহারাজের আদেশ আমি অমান্য করব না। চল।

অর্জুন। মা, জানি না আর দেখা হবে কি না। সোনার কাঠির পরশ নিয়ে তুমি এই ঘরে এসেছিলে। তোমার পায়ের ছোঁয়া লেগে নিরানন্দ পুরীতে আনন্দের ঢেউ খেলে গেল, শুকনো গাছে ফুল ফুটল, আঁধার ঘরে আলোর ঝরণা নেমে এল। ছ'টা মাস গেল না। এমন করে তোমায় যে নিজের ঘর ছেড়ে চলে যেতে হবে কখনও তা ভাবিনি।

রাজ্যশ্রী। অর্জুন!

অর্জুন। এই চোখ দিয়ে কত দেখলুম। রাজা গেল, রাণী

গেল, ইন্দ্রপুরী ছারখার হয়ে গেল। আবার তুমি এলে, সবার মুখে হাসি ফুটল। সইল না, অদৃষ্টে সইল না।

রাজ্যশ্রী। কেঁদো না বাবা, আবার আমি আসব।

অর্জুন। একটু দাঁড়াও মা। একখানা অস্ত্র এনে দিচ্ছি; যদি দরকার হয়, নিজের বুকে বিঁধিয়ে দিও, তবু শত্রুর হাতে ধরা দিও না।

বিজয়। কেন ভয় পাচ্ছ? আমার হাতে এই তরবারি থাকতে কারও সাধ্য নেই রাজ্যশ্রীর কেশ স্পর্শ করে। [তরবারি নিষ্কাসন]

রাজ্যশ্রী। দেখি বিজয়গুপ্ত, দেখি তোমার তরবারিখানা। একি! এ যে মালবের নামাংকিত। তুমি তবে মালবের সৈনিক!

বিজয়। কি বলছ তুমি পাগলের মত? এই তরবারি আমি মালবসৈন্যের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছি।

রাজ্যশ্রী। আর তোমার নিজের তরবারি বুঝি মালবরাজকে উপহার দিয়েছ? কোথায় নিয়ে যাবে আমাকে? দেবগুপ্তের প্রমোদকক্ষে, না কর্নসুবর্ণের রাজসভায়?

অর্জুন। অ্যাঁ!

বিজয়। এসব কি কথা রাজ্যশ্রী?

রাজ্যশ্রী। চুপ, মহারাণী বল, অভিবাদন কর। কত অর্থ তুমি উৎকোচ নিয়েছ, তোমার প্রভুর হাতে আমাকে তুলে দিয়ে কতখানি নিষ্কর তুমি উপহার পাবে?

বিজয়। যা তা বলো না, ধৈর্যের সীমা আছে।

অর্জুন। বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও।

রাজ্যশ্রী। নইলে তোমারই অস্ত্র দিয়ে আমি তোমাকে পশুর মত হত্যা করব। রাজ্যশ্রীকে তুমি চেন না?

বিজয়। চিনি রাজকুমারি। তোমরাই বিজয়গুপ্তকে চেন না; তুমিও নও, তোমার ভাইয়েরাও নয়। গোখরো সাপের মাথায় তোমরা পা তুলে দিয়েছ, দেখি কত দংশন সইতে পার। আচ্ছা, আজ আমি আসি, আবার দেখা হবে। যাবার সময় একটা সুখবর দিয়ে যাচ্ছি। তোমার স্বামী বন্দী নয়, তবে মৃত্যু তার শিয়রে।

অর্জ্জুন। যাবে না তুমি?

বিজয়। যাচ্ছি বাবা। দেবগুপ্তকে পাঠিয়ে দিচ্ছি প্রেমালাপ করতে। [প্রস্থান।

অর্জুন। আমি এই কুকুরটার মাথা উড়িয়ে দেব।

[প্রস্থান।

নেপথ্যে জীবক। মা, রাণীমা,—

রাজ্যশ্রী। কে আর্তস্বরে চীৎকার কচ্ছে?

জীবকের প্রবেশ।

রাজ্যশ্রী। একি! জীবক! কি বলছ তুমি?

জীবক।— গীত

কনোজের রবি অস্ত গিয়াছে, ভেঙেছে ললাট তোর,
ফুটিবে না আর দিনের আলোক, এ নিশি হবে না ভোর।
ভেঙে ফেল মাগো কংকন তোর, মুছে দে সিঁদুর রেখা,
জীবনের পথে কেহ সাথী নাই, চলিতে হবে মা একা;

রাজ্যশ্রী। কি বলছ?

জীবক।— **পূর্ব গীতাংশ**

মংগল ঘট ভেঙে গেছে মাগো,
যে গেছে চলিয়া ফিরে এল না গো,
চিরতরে হায় নিয়েছে বিদায় সর্বজনচিত্তচোর!

[রাজ্যশ্রীর সম্মুখে ছিন্নশির রক্ষা করিল]

রাজ্যশ্রী। একি, কার ছিন্নশির? মহারাজের! ওঃ—

জীবক। দুঃখ করো না মা, আনন্দ কর, আনন্দ কর। এমন গৌরবের মৃত্যু প্রকৃত মানুষেরই কাম্য। অর্ধেক সৈন্য নিহত, অর্ধেক ছত্রভংগ হয়ে পালিয়ে গেছে, সেনাপতি রণক্ষেত্রে বীরের শয্যায় ঘুমিয়ে পড়েছে, সহকারী সেনাপতি শত্রুপক্ষে যোগ দিয়েছে। তবু তোমার স্বামী সন্ধিও করেননি, বন্দিত্বও স্বীকার করেননি।

রাজ্যশ্রী। বল জীবক, তারপর?

জীবক। চারিদিক থেকে মালবসৈন্যগণ তাকে ঘিরে ফেললে। মালবরাজ তারস্বরে বললে—বন্দিত্ব স্বীকার কর গ্রহবর্মা। দৃপ্ত সিংহ গর্জন করে উঠল—দেহে একবিন্দু রক্ত থাকতে কনোজরাজ বন্দিত্ব স্বীকার করবে না। তারপর সে কি যুদ্ধ! কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সপ্তরথীবেষ্টিত অভিমন্যুর কথা পুঁথির পাতায় পড়েছি। আর এ দৃশ্য চোখের উপর দেখলাম। সূর্য যখন পাটে বসল, কনোজের সূর্যও তখন রণক্ষেত্রে বীরের বাঞ্ছিত শয্যা লাভ করলে।

[প্রস্থান।

রাজ্যশ্রী। ভালই করেছ প্রিয়তম। তোমার জন্য আমি কাঁদব না। বিনা দোষে যে পশু তোমার বুকে দাঁত বসিয়ে দিয়েছে, তার উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য আমি বেঁচে থাকব। অপেক্ষা কর স্বামি, সেদিনের জন্য তুমি অপেক্ষা কর।

দেবগুপ্তের প্রবেশ।

দেবগুপ্ত। অভিবাদন মহারাণি।

রাজ্যশ্রী। কে?

দেবগুপ্ত। অধম মালবরাজ দেবগুপ্ত।

রাজ্যশ্রী। সরে যাও; তোমার ছায়া স্পর্শ করলেও পাপ হয়।

দেবগুপ্ত। কায়া স্পর্শ করলে নিশ্চয়ই পাপ হয় না। তাই ত বিজয়গুপ্তকে পাঠিয়েছিলাম আমার শিবিরে তোমাকে নিয়ে যাবার জন্য। তুমি যাওনি কেন?

রাজ্যশ্রী। কথাটা বলতে তোমার জিভটা আড়ষ্ট হয়ে গেল না পশু?

দেবগুপ্ত। পশু হলে অবশ্যই যেত। আমি মানুষ, অপমান আমার গায়ে শেলবিদ্ধ করে, ভোগের সামগ্রী যে নারী—তার অবজ্ঞার নিষ্ঠীবন আমার বুকে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। কুলে শীলে মর্যাদায় মালবরাজ থানেশ্বরের চেয়ে এতটুকু নিকৃষ্ট নয়। তার গলায় বরমাল্য দিতে পারলে যার ধন্য হবার কথা, নিমন্ত্রিতকে সে যদি প্রত্যাখ্যান করে, আর ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারী গ্রহবর্মা যদি তাকে ছিনিয়ে নিয়ে আসে, আমি তার প্রতিশোধ নেব না?

রাজ্যশ্রী। কেন রাজা, কেন? আমার পিতা ত তোমায় বাগ-দান করে যাননি। আমার বরমাল্য আমি যার গলায় ইচ্ছা দেব, তাতে তুমি অপমান বোধ করবে কেন? অপমান যদি হয়েই থাকে, তার প্রতিশোধ নেবার এই কি পথ? একটা সদ্যোবিবাহিতা নারীর জীবন তুমি এমনি করে ব্যর্থ করে দিলে?

দেবগুপ্ত। ব্যর্থ করব না রাজ্যশ্রী, আমি তোমার জীবন সার্থক করব। গ্রহবর্মা তোমায় কতটুকু সুখে রাখতে পারত? কনোজের রাণী হওয়ার চেয়ে মালবরাজের দাসী হওয়া অনেক ভাল।

রাজ্যশ্রী। চুপ নরপশু, চুপ। আমার বুকে স্বামীর এই ছিন্নশির

তোমার কথা শুনে ঘৃণায় নড়ে উঠছে। বেরিয়ে যাও তুমি নরকের কীট।

দেবগুপ্ত। আমি নরকের কীট, আর গ্রহবর্মা ছিল স্বর্গের দেবতা! তোমার দেবতার বরতনু আমি দুপায়ে মাড়িয়ে এসেছি, এবার তার সুন্দর মুখখানায় আমি পদাঘাত করব। [রাজ্যশ্রীর বুক হইতে ছিন্নশির ছিনাইয়া লইয়া ফেলিয়া দিল ও তাহার উপর পদাঘাত করিল]

রাজ্যশ্রী। ওরে, কেউ কি নেই? পৃথিবী কি পশুর আবাস হয়ে গেল? মানুষ নামধারী এই পশুর পা দুটো কেটে ফেলতে পৃথিবীতে কি মানুষ নেই?

দেবগুপ্ত। পশু! পশু! এই পশুই আজ থেকে তোমার প্রভু। [রাজ্যশ্রীর হস্তধারণ করিবার উদ্যোগ]

শশাংকের প্রবেশ।

শশাংক। সাবধান দেবগুপ্ত, হাত পুড়ে যাবে। সরে এস।

দেবগুপ্ত। সরে আসব! এ নারী কে জানেন? কনোজের মহামান্যা মহারাণী।

শশাংক। এই রাজ্যশ্রী!

দেবগুপ্ত। হ্যাঁ পিতৃব্য। এই রাজ্যবর্ধনের ভগ্নী, যে রাজ্যবর্ধন আপনার জামাতাকে হত্যা করেছে। তাই আজ আমি এই নারীকে—

শশাংক। খবরদার, আর এক পা এগুলে তোমার মাথাটাও অমনি করে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে। আমরা এসেছি পুরুষের সংগে যুদ্ধ করতে, নারীর সংগে আমাদের কোন বিরোধ নেই।

দেবগুপ্ত। এ নারী কি বলছে জানেন? দেবগুপ্ত নরপশু, আর রাজা শশাংক নরকের কীট।

শশাংক। স্বামীর শিরশ্ছেদ করে স্ত্রীর কাছে প্রশংসার দাবী করে যে, সে নরপশু না হলেও উন্মাদ।

দেবগুপ্ত। আপনি ভুলে গেছেন, এই রাজ্যশ্রী আমাকে প্রত্যাখ্যান করে অন্যায়ভাবে গ্রহবর্মাকে বরণ করেছিল।

শশাংক। তোমার মত মহাপণ্ডিতকে প্রত্যাখ্যান করাই উচিত।

দেবগুপ্ত। আমার চেয়ে গ্রহবর্মা যোগ্য?

শশাংক। এইমাত্র তুমি নিজেই তার পরিচয় দিয়েছ। ওঠ মা, ওঠ। বৈর নির্যাতনের উত্তেজনায় তোমার কথা আমার একবারও মনে পড়েনি। আগে যদি একবার তোমায় দেখতে পেতাম, তাহলে হয়ত কনোজের সূর্য এত শীঘ্র ডুবে যেত না। হাতের ঢিল ছুঁড়ে ফেলেছি, আর কোন উপায় নেই।

রাজ্যশ্রী। মহানায়ক শশাংক, আপনিও এর মধ্যে! কনোজ ত আপনার কোন ক্ষতি করেনি।

শশাংক। এই কনোজ আমার জামাতাকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দিয়েছিল, আর থানেশ্বর করেছে তাকে হত্যা। তোমার স্বামী সেই থানেশ্বরের জামাতা। যাক, থানেশ্বর আমার কন্যা-জামাতাকে হত্যা করেছে, তাই বলে আমি থানেশ্বরের রাজকন্যার অসম্মান সহ্য করব না। আমার সংগে তুমি বাংলায় চল মা। মহারাজ শশাংকের কন্যা আজ পরলোকে, তুমি তার কন্যার স্থান গ্রহণ কর রাজ্যশ্রী। তোমার স্বামীকে আমি ফিরিয়ে দিতে পারব না সত্য, কিন্তু তোমার স্নেহময় পিতাকে ফিরিয়ে আনব আমার এই শোকাতুর বক্ষের মধ্যে।

রাজ্যশ্রী। পিতৃহন্তার গৃহ আমার কাছে নরকের চেয়ে ঘৃণ্য।

দেবগুপ্ত। শুনছেন? এর পরেও আপনি এই নারীকে ক্ষমা করতে চান?

শশাংক। হ্যাঁ, চাই। শোন দেবগুপ্ত, আমি সসৈন্যে বাংলায় ফিরে যাচ্ছি। তুমি আমার প্রতিনিধি হয়ে কনোজরাজ্য শাসন করবে। আমার আদেশ রইল, যথাযোগ্য মর্যাদায় গ্রহবর্মার মৃতদেহের সৎকার করবে। আর তার বিধবা রাণীকে নিজে সংগে করে থানেশ্বরে পৌঁছে দেবে। যাও মা, পিতৃগৃহে ফিরে যাও। যদি ভাইদের কাছে যোগ্য সমাদর না পাও, তাহলে মনে করো তোমার আর একটা পিত্রালয় আছে—থানেশ্বরে নয়, বাংলায়।

দেবগুপ্ত। পিতৃব্য!

শশাংক। খবরদার যুবক, মহানায়ক শশাংকের আত্মীয়তা মধুর, কিন্তু ক্রোধ ভয়ংকর।

[প্রস্থান।

দেবগুপ্ত। [স্বগত] ভেতো বাঙালীর ভেতো বুদ্ধি। [প্রকাশ্যে] চলে এস।

রাজ্যশ্রী। তোমার মত কামান্ধ পশুর সংগে আমি স্বর্গেও যাব না।

[প্রস্থান।

দেবগুপ্ত। স্বর্গে যখন যাবে না, তখন নরকেই যাও।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য

থানেশ্বরের রাজপ্রাসাদ

ভাণ্ডী ও বিরূপাক্ষের প্রবেশ।

বিরূপাক্ষ। ওহে ভাণ্ডি, ওহে ভাণ্ডি—

ভাণ্ডী। আঃ, যাচ্ছি রাজকার্যে, পেছন থেকে ডাকলেন কেন?

বিরূপাক্ষ। দিন রাতই ত রাজকার্য কচ্ছ। যখনই তোমাকে কিছু বলবার জন্যে হাঁ করি, তখনই তুমি রাজকার্যের দোহাই দিয়ে পাশ কাটাও। বলি, রাজকার্য কি আমাদের নেই? কিন্তু তোমার মত আহার নিদ্রা ত্যাগ করে রাজসেবা করতে আমরা ত পারি না বাপু।

ভাণ্ডী। সবাই কি সব পারে মহামাত্য? আপনি ত বৃদ্ধ বয়সে একটি তরুণী ভার্যা গ্রহণ করেছেন। আর আমার দেখুন, এখনও বিবাহই হল না।

বিরূপাক্ষ। এইবার দেখে শুনে একটি বিবাহ কর, দেখে আমরা নয়ন সার্থক করি। কি বল, পাত্রী দেখব?

ভাণ্ডী। নিজের জন্যেই আর একটি দেখুন। আমার বরাতে বিবাহ নেই। আর কোন কথা নেই ত? তাহলে অনুমতি করুন, আমি এবার আসি।

বিরূপাক্ষ। ঘোড়ায় জিন পরিয়ে এসেছ না কি? খেটে খেটে ত কাহিল হয়ে গেলে, বলি বেতন-টেতন কিছু বেড়েছে?

ভাণ্ডী। কই, দেখাছ না ত।

বিরূপাক্ষ। আর দেখবেও না। এ হচ্ছে বামুনের গরু—বুঝলে ভায়া? খেয়ে বেড়াবে পরের মাঠে, আর নাদবে এসে গোয়ালে।

ভাণ্ডী। আসল কথাটা কি, তাই বলুন।

বিরূপাক্ষ। দেখ ভাণ্ডি, সবাই জানে, থানেশ্বর রাজ্য আজ যে এমন শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, এ শুধু তোমার বাহুবলে। ও রাজ্যবর্ধনই বল, আর হর্ষবর্ধনই বল, তোমাকে বাদ দিলে কারও কোন দাম নেই।

ভাণ্ডী। শুনে সুখী হলুম।

বিরূপাক্ষ। তুমি সুখী হলে আর আমার দুঃখে বুকটা ফেটে যাচ্ছে।

ভাণ্ডী। ফাটা বুক নিয়ে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন।

বিরূপাক্ষ। এমন একটা রাজ্যকে এই ছোকরা ধ্বংস করে ফেললে হে?

ভাণ্ডী। ধ্বংস হয়ে গেছে?

বিরূপাক্ষ। হতে আর বাকী কি? এমন উন্মাদের হাতে কুবেরের ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে যায়, এ ত একটা রাজকোষ! দেশ বিদেশ থেকে গাড়ী গাড়ী সোনা মুক্তো হীরে মাণিক এনে তুমি পাহাড় জমিয়েছিলে, ছ মাসের মধ্যে সব হাওয়ায় উড়িয়ে দিলে

ভাণ্ডী। আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝি?

বিরূপাক্ষ। হবে না? রাজ্যটা আমার বুকের পাঁজর দিয়ে গড়া, তা জান?

ভাণ্ডী। আপনি ত সেদিন এলেন, পাঁজরটা দিলেন কবে হয়েছে কি বলুন দেখি।

বিরূপাক্ষ। হয়েছে কি? দেখতে পাচ্ছ না, আজ একে ভূমি দান কচ্ছে, কাল ওকে মুঠো মুঠো মোহর ছুঁড়ে দিচ্ছে, পরশু আর একজনের রাজস্ব ক্ষমা করে দিচ্ছে, এসব কি ব্যাপার?

ভাণ্ডী। সেই ভাবনায় আপনি অস্থির হয়ে উঠেছেন দেখছি।

বিরূপাক্ষ। অস্থির কি বলছ? ছ মাস আমার চোখে ঘুম নেই।

ভাণ্ডী। না ঘুমিয়েই এত নাক ডাকে? ঘুমুলে না জানি কি সাংঘাতিক ব্যাপার হত।

বিরূপাক্ষ। তুমি নিতান্ত ছেলেমানুষ।

ভাণ্ডী। আপনি নিতান্ত মেয়েমানুষ। যার পাঁঠা, সে যদি ল্যাজের দিকে কাটে, তাতে আপনার কি?

বিরূপাক্ষ। তোমার কথা শুনে আমার মরতে ইচ্ছে হচ্ছে।

ভাণ্ডী। মরার বয়সও ত হয়েছে।

বিরূপাক্ষ। তোমরা তাহলে এই রাজ্যবর্ধনকেই সিংহাসনে বসিয়ে রাখতে চাও?

ভাণ্ডী। আপনি চান না?

বিরূপাক্ষ। ক্ষেপেছ? রাজা হবার যোগ্যতা ওর কিছুমাত্র নেই। লোকটা কিনা আমার কাছে হিসেব চায়!

ভাণ্ডী। কি অন্যায়!

বিরূপাক্ষ। অন্যায় যদি বুঝে থাক, তার প্রতিকার কর। এস, আমরা রাজ্যবর্ধনকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দিয়ে হর্ষবর্ধনকে বসিয়ে দিই।

ভাণ্ডী। আমরা বসিয়ে দিলেও যদি তিনি উঠে পড়েন, তাহলে?

বিরূপাক্ষ। তাহলে বৌরাণীকে বসাব।

ভাণ্ডী। তাহলে বৌরাণীকে সামনে রেখে রাজ্যটা আপনিই শাসন করতে পারবেন, আর কেউ হিসেবও চাইবে না। বৌরাণী যেন আপনার কে হন? ভাগ্নী না?

বিরূপাক্ষ। গ্রামতুত ভাগ্নী, আত্মীয়-টাত্মীয় নয়। আমার আত্মীয় একমাত্র ধর্ম।

ভাণ্ডী। ধর্মকে সম্বল করে আর ভার্যাকে সংগে নিয়ে এবার বৌদ্ধবিহারে গিয়ে উঠুন। দেখবেন, দুটো পেটের জন্যে শাঠ্য প্রবঞ্চনা আর পরস্বাপহরণের কোন প্রয়োজন নেই; ধর্মকে যে রাখে, ধর্মই তাকে রাখে।

বিরূপাক্ষ। তুমি তাহলে ওই অপোগণ্ড রাজ্যবর্ধনের সেবা করেই জীবনটা কাটিয়ে দিতে চাও?

ভাণ্ডী। কথাটা জিজ্ঞাসা করতে আপনার লজ্জা হচ্ছে না? মহারাজ প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে আমরা কি শপথ করিনি যে আকাশ ভেঙে মাথায় পড়লেও আমাদের রাজভক্তিতে ভাঁটা পড়বে না? থানেশ্বরের রাজসিংহাসনে রাজবংশের যে কেউ বসুক, আমরা জীবনপণ করে-তাঁর রাজ্যরক্ষা করব। মনে আছে?

বিরূপাক্ষ। তা আছে।

ভাণ্ডী। রাজ্যবর্ধনের অপরাধ, আপনাদের কথায় তিনি প্রজাদের শোষণ করতে জানেন না, মানুষের অশ্রুজলে তাঁর বুক ঠেলে দীর্ঘ-শ্বাস ওঠে; তাঁর অপরাধ—তিনি মনে করেন, প্রজার জন্যই রাজা, রাজার জন্য প্রজা নয়। তাঁর হাত থেকে বেতন নিয়ে তাঁর অশুভ কামনা যদি করতে হয়, বাইরে গিয়ে করুন, পদত্যাগের পথ খোলাই আছে।

বিরূপাক্ষ। অবাক করলে ভায়া।

শুক্লার প্রবেশ।

শুক্লা। কি হয়েছে মামা?

বিরূপাক্ষ। কিছু হয়নি মা। ভাগ্নাকে পরীক্ষা করবার জন্যে ঝুটো কথা বলেছিলাম। শুনে তেড়ে আমায় মারতে আসছে।

শুক্লা। পিঁপড়ের পালক গজিয়েছে। আপনাকে না বলেছিলাম আমার ভাইয়ের সন্ধান করতে? করেছিলেন?

ভাণ্ডী। না।

শুক্লা। কেন করেননি?

ভাণ্ডী! কি হবে সন্ধান করে? ও ত জানা কথা। তিনি নিশ্চয়ই আমাদের কোন শত্রুর দাসত্ব গ্রহণ করেছেন। নইলে অমন গুণধরকে আর কে আশ্রয় দেবে?

শুক্লা। থামুন। তাকে তাহলে আপনিই সরিয়েছেন। কোথায় সে? কেন আমার সংগে দেখাটা পর্যন্ত করে গেল না?

ভাণ্ডী। দেখা করতে আপনার স্বামীর নিষেধ ছিল। তাঁরই আদেশে আমি আপনার ভাইকে থানেশ্বরের সীমানা পার করে দিয়েছি।

শুক্লা। এতদূর গড়িয়েছে, আর আমি কিছুই জানি না? কেন? কি তার অপরাধ?

ভাণ্ডী। সেকথা আপনিও জানেন, আর এই বৃদ্ধ মহামাত্যও জানেন।

বিরূপাক্ষ। কি বলতে চাও তুমি?

ভাণ্ডী। বলতে চাই এই যে—বৃদ্ধ বলে একটা বিষকুম্ভকে একবার ক্ষমা করা যায়, দ্বিতীয়বারও সহ্য করা যায়, কিন্তু তৃতীয়-

বারের পুরস্কার বিজয়গুপ্তের মত পদচ্যুত আর অর্ধচন্দ্র। আর আপনিও শুনুন দেবি! বিজয়গুপ্ত যদি আপনার সংগে সাক্ষাৎ করতে আসে, তাকে আমি মাথা নিয়ে ফিরে যেতে দেব না।

[প্রস্থান।

বিরূপাক্ষ। কথাটা শুনলে? আমি এসব সহ্য করব না।

শুক্লা। কথাটা কি বললে মামা? দাদাকে এরা পদচ্যুত করেছে?

বিরূপাক্ষ। আমি ত এই প্রথম শুনলাম।

শুক্লা। প্রথম শুনলেন? আপনি মহামাত্য, রাজ্যের কোথায় কি হচ্ছে আপনি জানেন না?

বিরূপাক্ষ। আগে ত সবই জানতুম মা। এখন কোন কাজে হাত দিতে গেলেই হর্ষ বাবাজী বাধা দিয়ে বলেন—থাক থাক, আপনি বিশ্রাম করুন, আমি দেখছি। ফলও হচ্ছে ঠিক তেমনি। রাজকোষ ত নিঃশেষ করে দিয়েছে, রাজ্যের এককণা মাটিও থাকবে না, সব দানধ্যান করে উড়িয়ে দেবে।

শুক্লা। তাহলে কি হবে মামা? রাজার আর কি। স্ত্রী নেই, পুত্র নেই, রাজ্যটা ছারখার হয়ে গেলেই বা তাঁর কি? ক্ষতি যা হবার, আমারই হবে। হাজারবার বললুম তাঁকে সিংহাসনে বসতে দিও না। কথা শুনলে আমার?

বিরূপাক্ষ। শুনবে না। বাবাজীকে ভাই-রোগে ধরেছে।

শুক্লা। ভাই-রোগ! সে আবার কি?

বিরূপাক্ষ। ত্রেতাযুগে লক্ষ্মণের যা হয়েছিল। অমন রূপবতী গুণবতী স্ত্রী, তার দিকে ফিরেও চাইলে না, সোজা চলে গেল ভাইয়ের সংগে দণ্ডকারণ্যে। এ রোগ যার হয়, স্ত্রী তার চক্ষুশূল,

সম্বন্ধী তার চোখের বালি, এমন কি পরম পরমাত্মীয় মামাশ্বশুর পর্যন্ত তার বিরাগভাজন।

শুক্লা। তাহলে কি হবে মামা? আপনি মহামাত্য, এর কোন প্রতিকার করতে পারবেন না?

বিরূপাক্ষ। আমার সব অধিকারই ত হরণ করে নিয়েছে মা। তোমার কল্যাণে অবশ্য আমি সোনার বিল্বপত্র দিয়ে শান্তিস্বস্ত্যয়ন করিয়েছি।

শুক্লা। শান্তিস্বস্ত্যয়ন! সে ত হিন্দুরা করে।

বিরূপাক্ষ। দায়ে পড়লে বৌদ্ধরাও করে। চেপে যাও না। অবশ্য খুবই ব্যয়সাধ্য ব্যাপার।

শুক্লা। হক, সব ব্যয়ভার আমি বহন করব। বলুন কত অর্থ চাই।

বিরূপাক্ষ। যত অর্থ দেবে, তত তাড়াতাড়ি কাজ হবে।

শুক্লা। এই নিন পাঁচ হাজার মুদ্রা। [হার দিল]

বিরূপাক্ষ। তুমি কিছু ভেব না শুক্লা। প্রয়োজন হয়, আমি মুণ্ডমেধ যজ্ঞ করব। রাজ্যবর্ধনকে শুধু থানেশ্বর থেকে নয়, পৃথিবী থেকেই সরে যেতে হবে।

হর্ষবর্ধনের প্রবেশ।

হর্ষ। মহামাত্য—

বিরূপাক্ষ। এই যে বাবা। তোমার কথাই মাকে বলছিলাম—তুমি দেখো মা, এই হর্ষবর্ধন একদিন ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট যদি না হয়, তুমি আমাকে কুকুর বলে ডেকো। প্রজারা সবাই বলছে, থানেশ্বরের সিংহাসনে আমরা সর্বগুণবান হর্ষবর্ধনকে চাই।

হর্ষ। প্রজারা না চাইলেও আপনি নিশ্চয়ই চান।

বিরূপাক্ষ। আহা-হা, ভাগ্নীজামাইকে সিংহাসনে দেখতে কার না সাধ হয়?

হর্ষ। কেন, মহারাজ রাজ্যবর্ধন কি আমার পাকা ধানে মই দিয়েছেন, না তিনি অযোগ্য?

বিরূপাক্ষ। এই দেখ, অযোগ্য কেন হবে? তবে কি জান, বড় দয়ার শরীর।

হর্ষ। তাই ত অকর্মণ্য হয়েও আপনি পেয়েছেন মহামাত্যের পদ, আর এখনও সে পদে নির্বিঘ্নে বসে আছেন। আর কেউ হলে কবে আপনাকে আসনসুদ্ধ বিসর্জন দিত।

বিরূপাক্ষ। তুমি জান না কুমার, রাজকোষে অর্থের পাহাড় জমেছিল, ছ মাসের মধ্যে সব নিঃশেষ হয়ে গেছে।

শুক্লা। যাবে না? শত শত দীঘি খনন করলে আর নির্বিচারে মুঠো মুঠো সোনা যাকে তাকে দান করলে রাজভাণ্ডার শূন্য হতে কদিন লাগে?

হর্ষ। কটা রাজভাণ্ডার তুমি দেখেছ চাষীর মেয়ে?

শুক্লা। কুমার!

বিরূপাক্ষ। আমি দিব্যচক্ষে দেখছি হর্ষ, থানেশ্বরের ঘোর দুর্দিন সমাসন্ন। রাজা যদি এমনি অমিতব্যয়ী হয়, আর এমনি করে দুহাতে রাজকোষের অর্থ বিলিয়ে দেয়—

হর্ষ। তাতে আপনার কি?

বিরূপাক্ষ। আমার আর কি। আমি ভাবছি তোমারই জন্য।

হর্ষ। আমার জন্য মহামাত্যকে ভাবতে হবে না, তার ভাগ্নীরও

নয়। আমার ভাবনা যদি আমি ভাবতে নাও পারি, আমার দাদা আছেন।

শুক্লা। এই দাদাই তোমার সর্বনাশ করবে।

হর্ষ। তাহলে আমি মনে করব, সর্বনাশেই আমার মংগল।

শুক্লা। তোমার যা ইচ্ছা মনে করতে পার, কিন্তু তোমার ভাগ্যের সংগে যে আমার ভাগ্য জড়িত, সেকথা তুমি ভুলে যেতে পার না।

হর্ষ। তুমিও ভুলে যেও না যে, স্ত্রীকে আমি দাসী বলে যেমন মনে করি না, তেমনি প্রভু বলেও স্বীকার করব না। রাজ-বংশধরের পাশে তুমি স্থান পেয়েছ, তাই থাক ; মাথায় উঠতে যেও না, পড়ে চূর্ণ হয়ে যাবে। মহামাত্য, আপনার বোধ হয় মনে আছে, কাল আপনার হিসাব দেবার দিন।

বিরূপাক্ষ। দেখ বাবাজি,—

হর্ষ। আপনাকে দেখে আমার লাভ নেই। আমি হিসাব দেখতে চাই।

বিরূপাক্ষ। হেঃ—হেঃ।

হর্ষ। হাসি দিয়ে রাজ্যবর্ধনকে ভোলানো যায়, হর্ষবর্ধনকে নয়।

বিরূপাক্ষ। আমি তা বলে রাগ করিনি বাবা। ভগবান তথা-গত তোমার মংগল করবেন। [প্রস্থান।

হর্ষ। তুমি সংগে গেলে না ?

শুক্লা। কোথায় যাব ?

হর্ষ। অসমাপ্ত কথা সমাপ্ত করতে।

শুক্লা। কিসের অসমাপ্ত কথা ? আমি ওসব রহস্য মোটেই ভালবাসি না।

হর্ষ। আমিও বৌদ্ধনারীর শান্তিস্বস্ত্যয়ন ভালবাসি না।

শুক্লা। আমি জানতে চাই, আমার ভাই কি পদচ্যুত?

হর্ষ। হ্যাঁ।

শুক্লা। কোন অপরাধে?

হর্ষ। বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে।

শুক্লা। আমার ভাই বিশ্বাসঘাতক?

হর্ষ। সেকথা আমার চেয়ে তুমি বেশী জান।

শুক্লা। কোথায় আছে সে?

হর্ষ। কুকুর ছাগলের খবর আমি রাখি না।

শুক্লা। আমার ভাই তোমার কাছে কুকুর ছাগল?

হর্ষ। সেকথা কি আজ বুঝলে?

শুক্লা। তোমার রন্ধ্রগত শনি।

হর্ষ। শনিকে আমি তত ভয় করি না, যত ভয় করি আমার ধর্মপত্নীকে আর তার আত্মীয়স্বজনদের। দাদা যে কথা শুনলেন না, নইলে এইসব মামা-পিসের দলকে আমি কবে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদেয় করে দিতাম।

রাজ্যবর্ধনের প্রবেশ।

রাজ্য। কি মা? কি হয়েছে? কি বলছ তুমি?

হর্ষ। বলছে, আমি অত্যন্ত দয়ালু। বিজয়গুপ্তের মত ভাই বেঁচে থাকার চেয়ে মরাই ভাল।

শুক্লা। আমি একথা—

হর্ষ। একথা তোমাকেই বলতে যাচ্ছিল, আমি যেতে দিইনি তাই আমার উপর রাগ।

রাজ্য। কি করেছে বিজয়গুপ্ত? কেন তোমরা তার উপর এত বিরূপ, কিছুই আমি জানি না। কোথায় গেল সে হতভাগ্য?

শুক্লা। আপনার ভাইকে জিজ্ঞাসা করুন।

[প্রস্থান।

রাজ্য। আমার ত এসব ভাল লাগছে না হর্ষ। মায়ের চোখে কেন এ বিষাদের ছায়া! একদিনও ত তোমাকে হাসিমুখে তার সংগে কথা বলতে দেখিনি। আদর করে এমন লক্ষ্মীপ্রতিমা ঘরে নিয়ে এলাম, আর তুমি তাকে ভালবাসতে পারলে না?

হর্ষ। কি বলছ তুমি গুরুজন। অমন গুণবতী স্ত্রীকে কে না ভালবাসে। আমার এ কি হল দাদা? দিবানিশি আমার যে স্ত্রী ছাড়া আর কিছুই ভাল লাগে না। ·

রাজ্য। তবে কেন তার মুখে হাসি নেই?

হর্ষ। হাসি নেই কি বলছ? রাজ্যশ্রীর হাসিতে প্রাসাদ ফেটে যায়, আর এর হাসিতে পায়ের তলার মাটি ফুঁড়ে জলের ফোয়ারা ছোটে।

রাজ্য। রাজ্যশ্রীর ত কোন সংবাদ এল না হর্ষ। কি জানি কেমন আছে রাজ্যশ্রী।

হর্ষ। ভালই আছে দাদা। সে এখন স্বামীর স্নেহে বিশ্বসংসার ভুলে আছে। তোমার আমার কথা তার মনেও নেই।

রাজ্য। না হর্ষ, তুমি একজন দূত পাঠিয়ে দাও। কাল রাত্রে গ্রহবর্মার সম্বন্ধে বড় দুঃস্বপ্ন দেখেছি। মনে হল যেন রাজ্যশ্রী দূর থেকে আর্তস্বরে "দাদা দাদা" বলে ডাকছে। শুনে আমি পাগল হয়ে ছুটে গেলাম কনোজের দিকে। রাজধানীতে প্রবেশ করে দেখলাম, গাছের পাতা ঝরে পড়ছে, কেউ কথা বলছে না, কেউ

নিশ্বাস ফেলছে না। বুকটা এক অজানা আতংকে কেঁপে উঠল। "গ্রহবর্মা গ্রহবর্মা" বলে আর্তস্বরে চীৎকার করে এগিয়ে গেলাম। একটা কুকুর আমার উত্তরীয় কামড়ে ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল এক শ্মশানে।

হর্ষ। শ্মশানে!

রাজ্য। হ্যাঁ ভাই। দেখলাম শ্মশানচিতায় গ্রহবর্মার সারথি অর্জুন লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদছে। কি হল? তুমি গ্রহবর্মাকে খবর পাঠিয়ে দাও, রাজ্যশ্রীকে নিয়ে যেন অবিলম্বে একবার থানেশ্বরে আসে।

অর্জুনের প্রবেশ।

অর্জুন। আর তিনি আসবেন না সম্রাট।

রাজ্য। কেন অর্জুন, কেন?

হর্ষ। কি অপরাধ করেছে থানেশ্বর? তোমার চোখে জল কেন অর্জুন? কেন? কেন? কি হয়েছে?

অর্জুন। মহারাজ গ্রহবর্মা নেই।

রাজ্য ও হর্ষ। নেই!

হর্ষ। এ তুমি কি বলছ অর্জুন? রাজ্যশ্রী বিধবা! ওরে, বিবাহের পর ছ'মাস যে পেরিয়ে যায়নি। লৌহমানব গ্রহবর্মা জীবিত নেই! কেন, কেন? কি রোগ হয়েছিল তার?

অর্জুন। কোন রোগ হয়নি। কনোজরাজ নিহত।

রাজ্য ও হর্ষ। নিহত!

রাজ্য। কার হাতে?

অর্জুন। মালবরাজ দেবগুপ্তের হাতে।

। দেবগুপ্ত !

হর্ষ। সেই মানুষ নামধারী পশুটার হাতে গ্রহবর্মার মৃত্যু হয়েছে ?

অর্জুন। সম্রাট, আপনার ভগ্নীর পদার্পণে কনোজরাজপ্রাসাদে আনন্দের জোয়ার বয়ে গিয়েছিল। মা-লক্ষ্মীর আগমনে শুকনো গাছে ফুল ফুটল, মরা গাঙে যৌবনের প্লাবন বয়ে গেল, কনোজ-বাসীরা বহুদিন পরে মায়ের স্নেহে অবগাহন করে শীতল হল।

হর্ষ। হবে, হবে, ও ত জানা কথা।

অর্জুন। অকস্মাৎ একদিন অকারণ মালবরাজ দেবগুপ্ত কনোজ আক্রমণ করলে।

রাজ্য। অকারণ নয়, এ ভয় আমি আগেই করেছিলাম।

হর্ষ। তারপর অর্জুন, তারপর ?

অর্জুন। মহারাজ গ্রহবর্মা তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়ে মালববাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সে আক্রমণের বেগ মালবের ফেরুপাল সহ্য করতে পারলে না। রণস্থলে মালবসৈন্যের পাহাড় তৈরী হল। এমনি সময়ে গৌড়ের রাজা শশাংক এসে মালবের সংগে যোগ দিলে।

রাজ্য। গৌড়ের রাজা শশাংক ?

হর্ষ। শশাংকও এর মধ্যে ! মালবরাজ তাঁর জ্ঞাতি না ? শশাংকের মরার পালক উঠেছে।

অর্জুন। দু'দিক থেকে দুই শক্তির আক্রমণ কনোজ সইতে পারলে না। মহারাজ আমাকে রথ নিয়ে রাজপ্রাসাদে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর কনোজের আকাশ শেষবারের মত রক্তিমাভায় উদ্ভাসিত করে সূর্য অস্ত গেল সম্রাট। মহারাণীর জয়মাল্য নিতে রাজা গ্রহবর্মা আর এলেন না, এল তাঁর ছিন্নমুণ্ড।

হর্ষ। ওঃ—বুকটা কি পাথর দিয়ে গড়া? রাজ্যশ্রী কোথায়?

অর্জুন। রাণীমা তারই কারাগারে বন্দিনী।

হর্ষ। কি বললে? সম্রাট রাজ্যবর্ধনের ভগ্নী বন্দিনী!

রাজ্য। কে তাকে বন্দী করলে?

অর্জুন। পাপিষ্ঠ দেবগুপ্ত।

হর্ষ। দেবগুপ্ত—দেবগুপ্ত!

রাজ্য। দু' দুটো রাজা কনোজ আক্রমণ করেছে, আর থানেশ্বরে কোন সংবাদ এল না?

অর্জুন। সংবাদ আমি পাঠিয়েছিলাম সম্রাট। শত্রুরা দূতকে বন্দী করেছে।

হর্ষ। কোথায় দেবগুপ্ত, কোথায় শশাংক?

অর্জুন। দেবগুপ্ত কনোজের সিংহাসনে, শশাংক বাংলার পথে।

রাজ্য। ছ'টা মাস গেল না হর্ষবর্ধন? শোকললামভূতা রাজ্যশ্রীর সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল? সংসারের ভোগসুখ থেকে নিষ্ঠুর নিয়তি তাকে চিরদিনের জন্য নির্বাসন দিলে? আর সে হাসবে না? আর সে গাইবে না? কবে কার ভরাডুবি করেছিলাম আমরা, তারই কি এই শাস্তি?

হর্ষ। স্থির হও দাদা। কান্নার সময় নেই, বিলাপের অবসর নেই। নরপশু দেবগুপ্ত বলে গিয়েছিল, রাজ্যশ্রী যখন পত্নীরূপে তার ঘরে গেল না, তখন দাসীরূপে যেতে হবে। আদেশ দাও দাদা, আমি এই মুহূর্তে সসৈন্যে কনোজে উড়ে যাব।

রাজ্য। না না, তুমি নও হর্ষ। শশাংক থানেশ্বরের দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। তুমি আমার প্রতিনিধি হয়ে রাজ্যরক্ষা কর। ক্ষুদ্র মালবরাজকে চূর্ণ করতে আমার একপক্ষও লাগবে না।

হর্ষ। আবার আমার হাতে রাজ্যভার তুলে দেবে? না দাদা, এ ভার আমি বইতে পারব না। তুমি জান না আমার পক্ষে এ কি গুরুভার। তোমার রাজ্য তুমিই রক্ষা কর, আমি একটু বাইরে যেতে চাই। হতভাগী এ রাজপ্রাসাদ হাসি দিয়ে ভরিয়ে রেখে গেছে। এ আমি সইতে পাচ্ছি না। আমি যাচ্ছি দেবগুপ্তকে চূর্ণ করতে।

রাজ্য। অবুঝ হয়ো না ভাই! আমি যাব আর আসব।

অর্জুন। বিলম্বে সর্বনাশ হবে মহারাজ। আমি দেবগুপ্তের চোখে লালসার বহ্নিশিখা দেখে এসেছি। আমি আগে আগে ছুটে যাচ্ছি, পাখীর মুখে মাকে সংবাদ পাঠিয়ে দেব যে থানেশ্বর আসছে তাকে উদ্ধার করতে। জয় সম্রাট রাজ্যবর্ধনের জয়।

[প্রস্থান।

রাজ্য। হর্ষ, আমি তবে আসি ভাই! সাবধানে থেকো, ভুলেও মাকে গঞ্জনা দিও না। শশাংক যদি আসে, আমাকে সংবাদ দিও।

হর্ষ। দাদা, জানি না তোমাকে ছেড়ে দিতে কেন চোখ দুটো জলে ভরে আসছে। এ চোখে এর আগে কেউ কখনও জল দেখেনি। তুমি যেও না দাদা। তুমি বীর, তুমি দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, তুমি ক্ষত্রিয় সন্তান—কখনও তোমার যাত্রাপথে বাধা দিইনি। আজ মনে হচ্ছে, আর আমাদের দেখা হবে না। আমি থাকতে তুমি কেন যুদ্ধে যাবে?

রাজ্য। বড় যুদ্ধ তোমার জন্যই ত রেখে গেলাম। আমার স্থির বিশ্বাস, শশাংক এবার এইদিকে আসবে। শশাংকের প্রতিদ্বন্দ্বী তুমি—আমি নই। আসি ভাই। দুঃখ কর না, আমি অচিরেই অভাগিনী রাজ্যশ্রীকে নিয়ে ফিরে আসব। [প্রস্থান।

হর্ষ। এ কি! পাখী বলছে, ফিরে আয়! স্তম্ভগুলো নড়ে উঠছে! সমগ্র রাজপ্রাসাদ যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। না না, তোমার যাওয়া হবে না। দাদা, দাদা—

শুক্লার প্রবেশ।

শুক্লা। কেন পিছু ডাকছ? অমংগল হবে।

হর্ষ। দাদার অমংগলের চিন্তায় তোমার চোখে যে ঘুম নেই, তা আমি জানি। আর না জানালেও চলবে।

শুক্লা। কেন বাজে কথা বলছ?

হর্ষ। কাজের কথা আমি জানি না।

শুক্লা। দুঃখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, আর তুমি রহস্য কচ্ছ?

হর্ষ। ওই আমার স্বভাব। দুঃখ যদি তোমার সত্যই হয়ে থাকে, তাহলে দাদাকে ফিরিয়ে আন।

শুক্লা। ফিরিয়ে আনব কেন? রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করতে হবে না?

হর্ষ। আমি উদ্ধার করতে যাব। দাদা আমার কথা শুনলেন না; তোমার কথা হয়ত শুনবেন। যাও যাও—মরতে হয় আমি মরব, বিপদের মুখে মাথা গলিয়ে দিতে হয়, আমি দেব; দাদা দীর্ঘজীবী হন, অমর অজর অক্ষয় হয়ে থানেশ্বরের সিংহাসনে বিরাজ করুন।

শুক্লা। [স্বগত] জোড়া পাঁঠা দেব ঠাকুর, পথের কাঁটা সরিয়ে দাও।

হর্ষ। দাড়িয়ে রইলে যে? যাবে না?

শুক্লা। তুমি পাগল হয়েছ বলে আমি ত আর পাগল হইনি।

হর্ষ। তা বটে শুক্লা। ও আমার বলাই ভুল। আমার ভগ্নী বিধবা হলে তোমার পাগল হবার কথা নয়। তুমি পাগল হবে তোমার ভাইয়ের রক্ত দেখলে।

শুক্লা। কথায় কথায় আমার ভাইকে টেনে আন কেন?

হর্ষ। [কোষ হইতে তরবারি বাহির করিয়া] তোমার ঘরে মালবের নামাংকিত এই তরবারি কোথা থেকে এল? আমার অনুপস্থিতিতে মালবের কোন হিতৈষী বন্ধু তোমার ঘরে এসেছিল? যাবার সময় তরবারি বদল হয়ে গেছে, না?

শুক্লা। এ কি অবাক কাণ্ড! আমি ত এর বিন্দুবিসর্গও জানি না।

হর্ষ। জান না? আমি না থাকলে তোমার ঘরে মালবের দূত আসে যায় কি তোমার শিয়রে ঘুম পাড়ানির গান গাইতে?

শুক্লা। কি যা তা রহস্য কর? ভাল লাগে না।

হর্ষ। হর্ষবর্ধনের দশটা চোখ। এখনও যদি তা না বুঝে থাক, মৃত্যু দিয়ে বুঝতে হবে। মনে রেখো।

[তরবারি ফেলিয়া প্রস্থান।

শুক্লা। একি সত্যি? দাদা এসেছিল? কখন এল, কেন পালিয়ে গেল। তাই ত—

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কনোজ রাজপ্রাসাদ

বিশ্বমর্দনের প্রবেশ।

বিশ্ব। এই, কে আছ বাড়ীতে? কে আছ? ওরে ও বিজয়, ওরে ব্যাটা বিজয়—

বিজয়গুপ্তের প্রবেশ।

বিজয়। এ কি, বাবা? তুমি কোথা থেকে আসছ?

বিশ্ব। বাড়ী থেকেই আসছি।

বিজয়। এখানে এলে কি মনে করে?

বিশ্ব। কি মনে করে জানিস না? তুই এখানে কেন এলি, সেই কথাটা বল। তুই থানেশ্বরের মানুষ, এই হারামজাদা দেবগুপ্ত তোর কে?

বিজয়। যা তা বলো না। শুনতে পেলে তোমার ত মাথা যাবেই, আমারও মাথা থাকবে ন

বিশ্ব। ওঃ—মাথা থাকবে না! মাথার ভয়ে এই বিশ্বমর্দন বাপকেও ছেড়ে কথা কয়নি, আর এ ত কোথাকার কে দেবগুপ্ত না ছাবা। হারামজাদা শুধু শুধু আমাদের রাজকন্যের রাজ্যি আক্রমণ করেছে, আর আমি ওকে ফুল চন্দন দিয়ে পুজো করব? ও ব্যাটা পাজি, নচ্ছার, চোর—

বিজয়। বাবা!

বিশ্ব। কি করেছিল তোর কনোজের রাজা? কি করেছিল

তোর রাজকন্তে রাজ্যশ্রী? কেন তুই স্থাবা শূয়োরের সংগে যোগ দিয়ে তাদের এতবড় সর্বনাশ করলি?

বিজয়। সে তুমি বুঝবে না।

বিশ্ব। বুঝব না? আমি তোর মাথাটা ছাতু করব। রাজ্যশ্রীর ভাজ তোর বোন না রে নচ্ছার? তার বাপ তোকে জামাই-আদরে প্রীতিপালন করেনি? রাজ্যিবর্ধন তোকে কোন স্বগ্‌গে তুলে দিয়েছিল, সবই কি ভূলে গেলি?

বিজয়। না, ভুলিনি। আর এও ভুলিনি যে হর্ষবর্ধন আমাকে শুধু পদচ্যুত করেনি, কুকুরের মত রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

বিশ্ব। বেশ করেছে। তোর মত উল্লুককে তাড়াবে না ত কি? তুই যার খাস, তারই বুকে বসে দাড়ি ওপড়াস হতভাগা! আমি কিছু জানিনে?

বিজয়। ছাই জান তুমি।

বিশ্ব। ছাই জানি? একে কুটুম্ব, তার উপর দেশের লোক, তার উপর মেয়েছেলে। তার কপালটা তুই ঝরঝরে করে দিলি শূয়ার? তোর ভগ্নীপতি যদি তোকে ইট মেরে থাকে, তুই তাকে পাটকেল মারলিনি কেন? তার জন্তে রাজকন্তের সিঁথির সিঁদুর মুছে দিলি? নিজের হাতে তুই অমন একটা মানুষের মাথা কেটে ফেললি? ওরে, এ দুঃখু আমি রাখব কোনখানে? রাজ্যশ্রী হল তোর পর, আর আপন হল ওই গিধ্বোড় ব্যাটা স্থাবা?

বিজয়। স্থাবা স্থাবা করো না বলছি। সে এখন কনোজের রাজা।

বিশ্ব। রাজা হক আর গজা হক, ও ব্যাটা লুচ্চার সংগে তুই জুটতে গেলি কিসের জন্তে? তুই থানেশ্বরের রাজার কুটুম, তুই নিলি কি না মালবের চাকরি?

বিজয়। কে বলেছে তোমায় আমি মালবের চাকরি নিয়েছি?

বিশ্ব। তবে তুই এখানে মরতে এলি কেন?

বিজয়। মহানায়ক শশাংকের আদেশে।

বিশ্ব। শশাকংক আবার কোন শূয়ার?

বিজয়। মহানায়ক শশাংক গৌড়ের রাজা। আমি তাঁরই সৈনিক।

বিশ্ব। সে ত আরও খারাপ! কোথাকার কে শশাকংক না শেশো, তুই তার দাসত্বি কচ্ছিস?

বিজয়। শশাকংক নয়, শশাংক—বাংলার স্বনামধন্য রাজা।

বিশ্ব। ভেতো বাঙালীর দাসত্বি করবে মোড়ল বিশ্বমর্দনের ব্যাটা?

বিজয়। তাতে হয়েছে কি?

বিশ্ব। হয়েছে কি? তোকে ছুঁতে আমার ঘেন্না হচ্ছে, নইলে এতক্ষণ তোর মাথাটা ছাতু হয়ে যেত। ওরে, তারা যে হিন্দু, তার উপর কালো, তার উপর দেশের শত্তুর। এর পর আমি কেমন করে জামাইকে মুখ দেখাব?

বিজয়। জামাই তোমার মুখ দেখার জন্যে হাঁপিয়ে মরছে। তোমার ঘরে সে এসেছে কোনদিন? শুক্লাকে একদিনও পাঠিয়েছে? নাতীর মুখ দেখেছ কখনও? তোমার মেয়েকে হর্ষবর্ধন কথায় কথায় শুনিয়ে দেয় যে সে ছোটলোকের মেয়ে।

বিশ্ব। ছোটলোককে ছোটলোক বলবে না ত কি বলবে রে ছুঁচো? তাই বলে তুই রাগ করে দেশের শত্তুরের সাথে ভিড়ে যাবি?

বিজয়। আমি এ অপমান নীরবে সইব না।

বিশ্ব। ওঃ—অপমান! এই হ্যাবা হারামজাদা যখন রাজবাড়ীতে দাঁড়িয়ে রাজকন্যেকে গালাগাল দিয়ে এল, তখন তোর অপমান হয়নি? পারিসনি তার মাথাটা ছাতু করতে? এই শশাকংক বার-বার আমাদের রাজার সংগে শত্রুতা করেছে, তখন অপমান হয়নি? নয়া সাজ পরেছে! খুলে ফেল সাজ, ফেলে দে তরোয়াল। চল থানেশ্বরে।

বিজয়। থানেশ্বরে যাব! তারপর মাথাটা যদি যায়?

বিশ্ব। যায় যাবে। তাই বলে তুই ভেতো বাঙালীর চাকরি করবি? চলে আয় বলছি।

বিজয়। না, যাব না। মরতে হয় তুমি মর, আমি বাঁচতে চাই, অদৃষ্টের দেওয়া দুঃখ-দুর্দশার মাথায় পা তুলে দিয়ে মানুষের মত বাঁচতে চাই।

[প্রস্থান।

বিশ্ব। মাথা ছাতু করব।

দেবগুপ্তের প্রবেশ।

দেবগুপ্ত। কে এখানে চীৎকার কচ্ছে?

বিশ্ব। আমি বিশ্বমর্দন।

দেবগুপ্ত। কে বিশ্বমর্দন?

বিশ্ব। বিশ্বমর্দন মোড়লের নাম শোননি? কি রকম লোক তুমি? হ্যাবা শূয়ারকে ডেকে দাও দেখি। দশটা কথা শুনিয়ে দিয়ে যাই। ব্যাটা ভেবেছে কি? মরার পালক গজিয়েছে? মাথা ছাতু—

দেবগুপ্ত। কাকে চাও তুমি?

বিশ্ব। হ্যাবা—হ্যাবা, তোমরা যাকে দেবগুপ্ত বল।

দেবগুপ্ত। কি চাই তার কাছে?

বিশ্ব। চাইব আবার কি? ওর আছে কি? মনের ভেতর জিলিপীর প্যাঁচ, আর মাথাভরা কুবুদ্ধি। রাজ্যশ্রীকে বিয়ে করতে গিয়েছিল, তা জান? তার ভাইয়েরা ওকে জুতোপেটা করে তাড়িয়ে দিয়েছে।

দেবগুপ্ত। সাবধান বাচাল।

বিশ্ব। খবরদার! বিশ্বমর্দনকে চেন না? একদম মাথা ছাতু। ডাক তোমাদের রাজাকে।

দেবগুপ্ত। আমিই মহারাজ দেবগুপ্ত।

বিশ্ব। তুমি! দেখতে ত নিপাট ভদ্রলোকের মত। স্বভাবটা এমন ইতরের মত কেন?

দেবগুপ্ত। আবার?

বিশ্ব। ওঃ—ভয়ে মাটির ভেতর সেঁধিয়ে গেলাম। কোথায় আমাদের রাজকন্যে? কেন তুমি তার এ সর্বনাশ করলে? তোমার তালপুকুরে কি ঘটি ডোবে না? মরতে এসেছ হেথায়? আমার ছেলেটাকে কেন তুমি তোমার পাপের সাথী করেছ? আমি তাকে গলা টিপে মারব, তবু তোমার সংগে আর হাত মেলাতে দেব না।

দেবগুপ্ত। কে তোমার ছেলে?

বিশ্ব। কে আমার ছেলে! চেন না? ন্যাকা? আমার ছেলে ওই পাজি নচ্ছার বিজয়গুপ্ত।

দেবগুপ্ত। বিজয়গুপ্তের পিতা তুমি!

বিশ্ব। আরে সে ত ছোট কথা। এর চেয়েও সাংঘাতিক কথা আছে। আমি হর্ষবর্ধনের শ্বশুর। কি, এবার ভয় হচ্ছে?

দেবগুপ্ত। ভয়ে আমার সর্বাংগ শিউরে উঠছে।

বিশ্ব। পালাও ছোকরা, পালাও। হাজার হাজার সৈন্য নিয়ে রাজ্যবর্ধন আসছে।

দেবগুপ্ত। আসতে দাও—প্রভাকরবর্ধনের বংশে বাতি দিতে আমি কাউকে রাখব না। রাজ্যবর্ধন মরবে, হর্ষবর্ধন মরবে, আর রাজ্যশ্রী হবে আমার দাসী।

বিশ্ব। তবে রে আটকুঁড়ির ব্যাটা, আমি তোর মাথা ছাতু—

বিজয়গুপ্তের প্রবেশ।

বিজয়। বাবা—আমার মানমর্যাদা সবই কি তুমি ধূলিসাৎ করতে এসেছ? চলে যাও বলছি।

বিশ্ব। তুই যাবি না?

বিজয়। মহারাজ শশাংকের প্রত্যাদেশ না পেলে আমি যাব না।

বিশ্ব। ওঃ—শশাকংকের পেত্যাদেশ! যাচ্ছি আমি সে ব্যাটার কাছে। দেখি সে কোন মায়ের দুধ খেয়েছিল। ভেতো বাঙালী আমার ছেলেকে আটকে রাখবে? তার মাথা ছাতু করব। [প্রস্থানোদ্যোগ]

বিজয়। বাংলায় যেও না বলছি।

বিশ্ব। যাব না বই কি? একবার তোকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারলে হয়। আমি নিজের হাতে তোর গর্দান যদি না নিয়েছি ত আমার নাম বিশ্বমর্দন নয়। [প্রস্থানোদ্যোগ]

দেবগুপ্ত। পিঠে কুলো বেঁধে যেও বৃদ্ধ।

বিশ্ব। ফাজলামো করো না বলছি। সোজা মাথা ছাতু—হাঁ।

[প্রস্থান।

দেবগুপ্ত। এমন পিতা যার, তার গলায় দড়ি দেওয়া উচিত।

বিজয়। আপনার পিতাকেও দেখেছি রাজা। গলায় দড়ি আগে আপনারই দেওয়া উচিত।

দেবগুপ্ত। এই বাচালতার জন্যেই হর্ষবর্ধন তোমার কান ধরে তাড়িয়েছে।

বিজয়। আমার কান ধরেছে কি না, আপনিই জানেন। কিন্তু আপনাকে যে জুতোপেটা করেছে, সেকথা সবাই জানে।

দেবগুপ্ত। তুমি অত্যন্ত সত্যবাদী।

বিজয়। আপনার সংগে আছি কি না।

দেবগুপ্ত। তুমি অতি অকর্মণ্য। এখনও তুমি বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজ্যশ্রীকে আমার বশে আনতে পারলে না?

বিজয়। আর পারবও না। মেয়েটা একে দিনরাত চোখের জলে ভাসছে; তার উপর আপনি যা চরিত্রবান, একটা ভিখিরীর মেয়েও আপনাকে পছন্দ করে না।

দেবগুপ্ত। আমার অন্ন ধ্বংস করে তুমি আমাকে এতবড় কথা বলতে সাহস কর?

বিজয়। আপনার এককণা অন্নও আমি ধ্বংস করিনি মালব-রাজ। আপনি কনোজের সিংহাসনে বসে যার অন্ন ধ্বংস কচ্ছেন, আমিও তাঁরই অন্ন গ্রহণ কচ্ছি। আমরা উভয়েই মহানায়ক শশাংকের ভৃত্য, আপনি বড় ভৃত্য আর আমি ছোট ভৃত্য। বিষ্ঠার এপিঠ আর ওপিঠ।

দেবগুপ্ত। বেরিয়ে যাও তুমি আমার রাজ্য থেকে।

বিজয়। রাজ্যটা যে আপনার নয়, তা আপনিও জানেন, আর আমিও জানি। বৃথা রক্তচক্ষু দেখিয়ে লাভ নেই। আমাকেও

আপনি চেনেন, আপনাকেও আমি চিনি। মহানায়ক শশাংকের আদেশ অমান্য করে রাজ্যশ্রীকে আপনি তাঁরই ঘরে আবদ্ধ করে রেখেছেন।

দেবগুপ্ত। আর তুমি আমাকে সাহায্য করেছ।

বিজয়। কাজেই কথাটা গোপন রাখায় আমারও স্বার্থ। কিন্তু আর বেশীদূর অগ্রসর হবেন না রাজা। রাজ্যবর্ধন সসৈন্যে ছুটে আসছে। রাজ্যবর্ধন যদি সত্যিই এসে পড়ে, তাহলে আপনাকে জীবন্ত সমাধি দেবে। [প্রস্থান।

দেবগুপ্ত। বটে! তোমাকেও গ্রহবর্মার কাছে পাঠাতে হবে দেখছি। [উপবেশনের উদ্যোগ]

রাজ্যশ্রীর প্রবেশ।

রাজ্যশ্রী। খবরদার, বসো না ওই কনকাসনে। জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। ও আসনে বসতেন কনোজরাজ গ্রহবর্মা, পাশে বসত রাণী রাজ্যশ্রী। আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হত, ময়ূরী পেখম তুলে কেকারবে নৃত্য করত, বন্দীরা গাইত গান, প্রজাপুঞ্জ দুহাত তুলে আশীর্বাদ করত। আজও তাঁর অশরীরী আত্মা মিলিয়ে যায়নি, ওই কনকাসনে আজও আমি দেখতে পাচ্ছি সেই দিব্যকান্তি শালপ্রাংশু মানবদরদী মহারাজকে। বক্ষে করুণা, চোখে দীপ্তি, মুখে মধুর হাসি। ভুলতে পারি না, এক মুহূর্তও ভুলতে পারি না।

দেবগুপ্ত। কথা শোন রাজ্যশ্রী,—

রাজ্যশ্রী। অনেকবার শুনেছি, আর কত শুনব তোমার প্রেম-সম্ভাষণ? আমার দেবতা আমার বুক জুড়ে বসে আছে। তোমার কথা শুনে সে নিরুপায় আক্রোশে গর্জন কচ্ছে।

দেবগুপ্ত। তোমার দেবতাকে আমি তোমার বুক থেকে উপড়ে ফেলে দেব।

রাজ্যশ্রী। জোর করে? তবে তুমি রাজ্যবর্ধন-হর্ষবর্ধনের ভগ্নীকে চেন না। যদি সাহস থাকে, একখানা তরবারি আমায় দাও; তারপর এস শক্তির পরীক্ষা দিতে। আমি মরব, তবু যে উপচার দেবতাকে নিবেদন করেছি, কুকুরকে তা স্পর্শ করতে দেব না।

দেবগুপ্ত। দিতে হবে নারি, তোমার জন্য আমার সর্বস্ব পণ।

রাজ্যশ্রী। কেন দস্যু, কেন? রূপের জন্য? পণ্যশালায় যাও, একমুঠো টাকা ছড়িয়ে দিলে একশো রূপসী পায়ে এসে লুটিয়ে পড়বে। নাও তুমি কনোজের রাজ্য, কণ্ঠায় কণ্ঠায় ভোগ কর আমার স্বামীর রক্তসিক্ত, রাজ্যশ্রীর তপ্তঅশ্রুমাখা অভিশপ্ত ভোগ্যসম্ভার। যদি বাঁচতে চাও, আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। নইলে তোমার ধ্বংস কেউ রোধ করতে পারবে না।

[প্রস্থান।

দেবগুপ্ত। ধ্বংস! কে আছিস, সুরা। এই যে। [আসনে রক্ষিত পাত্র হইতে সুরা পান] হ্যাঁ, যাচ্ছি আমি এই মুহূর্তেই ধ্বংসগহ্বরে গলা বাড়িয়ে দিতে। ধর্মরাজ, নিয়ে এস তোমার জয়-ডংকা; সূর্যদেব, বর্ষণ কর তোমার লক্ষ আগ্নেয় শায়ক। কে আছ, বাধা দিতে এগিয়ে এস। আজ আমার মরণোৎসব। কে?

সশস্ত্র রাজ্যবর্ধনের প্রবেশ।

রাজ্য। আমি যম, আমি মহাকাল, আমি হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষের অন্তিম অভিশাপ। চেন আমায়?

দেবগুপ্ত। চিনি। সৈন্যগণ,—

রাজ্য। চুপ। ভাণ্ডি, প্রাসাদময় ছড়িয়ে পড়। রক্তের প্লাবন বইয়ে দাও। বাংলার আর মালবের একটা কুকুরও যেন প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে না পারে। গ্রহবর্মা নিহত, রাজ্যশ্রী বিধবা; ক্ষমা নেই, দয়া নেই, মমতার স্থান নেই। স্ত্রী পুরুষ বালক বৃদ্ধ যুবা, যাকেই সম্মুখে পাবে—সংহার, শুধু সংহার! [নেপথ্যে আর্তনাদ— "রক্ষা কর, রক্ষা কর"] না না, একটা মাথার বিনিময়ে দশটা মাথা চাই, এক ফোঁটা রক্তের বিনিময়ে এক ভাণ্ড রক্ত চাই। রাজ্যশ্রী বিধবা। সংহার, সংহার!

দেবগুপ্ত। রাজ্যবর্ধন! [উভয়ের যুদ্ধ ও দেবগুপ্তের পলায়ন] হত্যা কর ভাণ্ডি, মহাশত্রু পালিয়ে গেল। সংহার, সংহার!

রাজ্যশ্রীর পুনঃ প্রবেশ।

রাজ্যশ্রী। দাদা!

রাজ্য। ভগ্নি!

[হাতের তলোয়ার খসিয়া পড়িল। নির্নিমেষে একজন রক্তবসন বীরের দিকে, আর একজন নিরাভরণা বিধবার দিকে চাহিয়া রহিল। প্রকৃতি হাহাকারে কাঁদিয়া উঠিল]

রাজ্য। আয় দিদি, আয়। এ শুভ্রবাস ছেড়ে আবার থানেশ্বরের আদরের দুলালী কুমারী কন্যার মত সেজে আয়। ওরে, এ দৃশ্য যে আমি সইতে পাচ্ছি না। কোন নিষ্ঠুর শাস্ত্রকার বিধবার এ বেশ কল্পনা করেছিল! ওঃ—

রাজ্যশ্রী। কেঁদো না দাদা, প্রতিশোধ নাও। সে যায়নি, আমার কাছে কাছে আছে। দিবারাত্রি সে আমার কাছে অঞ্জলি পেতে এসে দাঁড়ায়। রক্ত দাও, স্বামীর ছিন্নমুণ্ড বুকে করে আমি

কেঁদেছি, স্বামিহন্তার ছিন্নমুণ্ডে পদাঘাত করে আমি কনোজের রাজ-প্রাসাদ হাসি দিয়ে ভরিয়ে দেব।

রাজ্য। কান্নার অবসর নেই। অশ্রুজল, রুদ্ধ হয়ে থাক ; হৃদয়, পাষাণ হও। দেবগুপ্তের মাথা চাই, শশাংকের তাজা রক্ত চাই। [তরবারি তুলিয়া লইলেন] যা দিদি, থানেশ্বরের মেয়ে থানেশ্বরেই যা। তোর স্বামীকে ফিরিয়ে আনতে পারব না সত্য, কিন্তু দেব-গুপ্তের বংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে না। তার ছিন্নমুণ্ড তোকে আমি নিশ্চয়ই উপহার দেব।

অর্জুনের প্রবেশ।

অর্জুন। সম্রাট, আমাদের সৈন্যবাহিনীর হাতে মালবসৈন্যের অধিকাংশই পশুর মত প্রাণ দিয়েছে। যারা জীবিত, তারা উর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে যাচ্ছে।

রাজ্য। দেবগুপ্ত কোথায় ?

অর্জুন। দেবগুপ্ত আর বিজয়গুপ্ত বাংলার দিকে ছুটে যাচ্ছে।

রাজ্য। ভাণ্ডি, তুমি মালব ধ্বংস করবে, আমি যাচ্ছি বাংলায়। অর্জুন, রাজ্যশ্রীকে নিয়ে থানেশ্বরে ফিরে যাও। পঞ্চাশজন সৈনিক তোমাদের সংগে যাবে। প্রতিশোধ, প্রতিশোধ ! [প্রস্থানোদ্যত]

রাজ্যশ্রী। কাক ডাকছে দাদা।

রাজ্য। ডাকুক ; মহাপ্রলয় এলেও আমি ফিরব না। আয় বোন, এখনি তোকে যেতে হবে। এস অর্জুন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কর্ণসুবর্ণ—রাজপ্রাসাদ

শিলাসনে বুদ্ধমূর্তি স্থাপিত, পদতলে বসিয়া বিষাদ গাহিতেছিল।

বিষাদ।—

গীত

তথাগত ভগবান!
নির্মল কর কল্যাণ করে বিশ্বমানবপ্রাণ!
তথাগত ভগবান!

রত্নাবলীর প্রবেশ।

রত্না। কি সর্বনাশ! ওরে চুপ কর সর্বনাশি, চুপ কর।

বিষাদ। বাধা দিও না দিদিমা। আমি স্বপ্ন দেখেছি, সৃষ্টির অপরূপ সুষমা বিনষ্ট করতে হাজার হাজার ধ্বংসপাগল মানুষ ছুটে আসছে মারণাস্ত্র নিয়ে। আবার রক্তের নদী বয়ে যাবে, আবার হিংসার বিষবাষ্পে সোনার ভারত জর্জরিত হবে।

রত্না। কি তুই বলছিস পাগলের মত? কোথায় মারণাস্ত্র, কোথায় রক্তের নদী?

বিষাদ। এই ভারতের মাটিতে। উঃ, শবের পাহাড় দেখলাম দিদিমা। কত ছিন্নমুণ্ড দেখলাম তার সংখ্যা নেই। এখনও কানে আমার অশ্বখুরধ্বনি ভেসে আসছে।

রত্না। মেয়েটা কি শোকে দুঃখে পাগল হয়ে গেল?

বিষাদ। হে অমিতাভ, হে অহিংসার দেবতা বুদ্ধদেব, হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে আবার তুমি এস।

রত্না। চুপ—চুপ।

বিষাদ।—

পূর্ব গীতাংশ

তথাগত ভগবান!
নির্মল কর কল্যাণ করে বিশ্বমানবপ্রাণ।
মানুষে মানুষে কেন হানাহানি কেন অবিরত দ্বন্দ্ব,
চোখে আসে জল, ভাঙিয়া গেল যে মানবজীবনে ছন্দ;
জাগ্রত প্রেমময় হে,
পশুবল কর ক্ষয় হে,
প্রেম পরশে কর বসুধায় নবীন জীবন দান।

মৃগাংকের প্রবেশ।

মৃগাংগ। আবার গাও দিদি, আবার গাও। [সুরে] তথাগত ভগবান!

রত্না। থামো। একে মনসা, তার উপর ধুনোর গন্ধ!

মৃগাংক। এই দেখ; তোমার গানটা ভাল লাগছে না? কি রকম বেরসিক লোক তুমি? অহিংসার দেবতা বুদ্ধদেব—

রত্না। চুপ কর।

মৃগাংক। কেন চুপ করব? শান্তির মূর্ত বিগ্রহ ভগবান তথাগত—

রত্না। আবার?

মৃগাংক। আরে বাবা, তুমি এত ক্ষেপে উঠলে কেন? মেয়েটা চুরিও করেনি, ডাকাতিও করেনি। কচ্ছে উপাসনা! ভূতের উপাসনা নয়, পেত্নীর পুজো নয়, অমিতাভ ভগবান বুদ্ধদেবের—

রত্না। তবু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার ওই একটা নাম উচ্চারণ

করবে ? মহারাজ শুনতে পেলে মেয়েটার ত মাথা যাবেই, তোমার মাথাটাও অক্ষত থাকবে না।

বিষাদ। কেন দিদিমা ?

রত্না। কেন জানিস না ? এ যে হিন্দুর বাড়ী।

বিষাদ। হিন্দুর বাড়ীতে বৌদ্ধরা উপাসনা করতে পাবে না ? তবে আমায় আশ্রয় দিলে কেন ?

রত্না। আশ্রয় দিয়েছেন বলে তুই এমনি করে প্রকাশ্যে উপাসনা করবি ? মনে মনে উপাসনা করলে কি ধর্ম হয় না ?

মৃগাংক। খুব হয়।

বিষাদ। তোমরা তবে কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে পূজো কর কেন ? মনে মনে ভগবান ভগবান করলেই ত পার। তাতে পূজো হয় না ?

মৃগাংক। পূজো আর উপাসনা এক হল ? রামে আর রাম-ছাগলে ?

বিষাদ। তুমি যে ধারেও কাটছ, ভারেও কাটছ। খুব ভদ্রলোক ত !

মৃগাংক। দেখেছ, কি রকম আমায় অপমান কচ্ছে ? লোকে নিজের স্বামীকেও এরকম চোখ রাঙায় না। আমি পুরুষমানুষ, তা জান ? বেশী বাড়াবাড়ি করলে আড়ি করে দেব।

বিষাদ। কর না আড়ি। তুমিই ঘুরে ঘুরে গান শুনতে আস, আমি তোমার কাছে যাই না।

মৃগাংক। ওই গানের আবার অহংকার ! প্রেম ছাড়া গান হয় ? দিনরাত খালি "দঁয়া কঁর ভঁগবান বুঁদ্ধ—"

রত্না। চুপ কর বলছি। একশোবার খালি বুদ্ধ আর বুদ্ধ। আর কোন কথা নেই ?

মৃগাংক। দুদিক থেকে খিঁচুচ্ছ কেন? পালা করে নাও, এ বেলা একজন, ও বেলা একজন। ভগবান বুদ্ধের ছিরি দেখেছ? হাতখানা তুলে রেখেছে; মনে হচ্ছে যেন যে কাছে আসবে, তাকেই চড়িয়ে দেবে।

বিষাদ। অত তুচ্ছ যখন, তখন কেন বিগ্রহ কিনে আনলে?

রত্না। তুমি? হিন্দুর ঘরে বুদ্ধমূর্তি নিয়ে এসেছ তুমি!

মৃগাংক। না এনে কি উপায় ছিল? বিধুমুখী পা দুটো জড়িয়ে ধরে কি কান্না! যত বলি পা ছেড়ে হৃদয়ে এস, ততই কাঁদে, আর চিমটি কাটে। বলে, বুদ্ধমূর্তি না এনে দিলে প্রেম দেব না।

বিষাদ। বলেছি, বেশ করেছি।

মৃগাংক। বেশ করেছ? এখন মহারাণীর হাতে আমার মাথাটা যাক।

রত্না। তুমি অতি নির্বোধ।

মৃগাংক। আমার কথা বলছ?

রত্না। মহারাজ যদি একথা শুনতে পান, তোমার দেহে প্রাণ থাকবে ভেবেছ?

মৃগাংক। যায় প্রাণ ভিক্ষে মেগে খাব।

রত্না। বিষাদ,—

বিষাদ। কি বলছ?

রত্না। বুদ্ধমূর্তি নিয়ে যাও, এখনি জলে ফেলে দাও বলছি।

বিষাদ। আগে তোমাদের বিষ্ণুমূর্তিকে জলে ফেলে দাও, তারপর আমাকে বলো বুদ্ধবিগ্রহ জলে ফেলে দিতে।

রত্না। এতবড় কথা বলছিস তুই হতভাগি?

বিষাদ। ছোট কাজ আমি করি না, ছোট কথাও আমি জানি না।

রত্না। তোর কপালে দুঃখ আছে, আমি কি করব? এই প্রাসাদ থেকে একদিন তোর মাকে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে স্বামীর হাত ধরে বেরিয়ে যেতে হয়েছিল। তাকে একদিন না দেখতে পেলে যে চোখে অন্ধকার দেখত, ষোল বছর সে মেয়ের জন্যে একটা নিঃশ্বাসও ফেলেনি। সংসারে তার সবচেয়ে প্রিয় হিন্দুধর্ম।

মৃগাংক। আর সব চেয়ে চক্ষুশূল বৌদ্ধধর্ম।

রত্না। হবার নয়, হবার নয়। ভেবেছিলাম—আত্রেয়ীর শোক তোকে বুকে করে ভুলে যাব। মানুষ গড়ে, দেবতা ভাঙে। গা, ভাল করে গা, আকাশ ফাটিয়ে বুক চাপড়ে বুদ্ধ বুদ্ধ করে কাঁদ। মাথাটা যদি কাঁধ থেকে খসে পড়ে, সেজন্যে কেউ দায়ী হবে না, দায়ী তোর কর্মফল।

[প্রস্থান।

মৃগাংক। ভয় পেয়েছিস সই?

বিষাদ। না বন্ধু। ভয় পাবার মেয়ে আমি নই।

মৃগাংক। ব্যস, ব্যস, এই ত বীরপুরুষের মত কথা। রাখে কৃষ্ণ মারে কে? ভুল বললাম; রাখে বুদ্ধ মারে কে, মারে বুদ্ধ রাখে কে? কথাটা কিন্তু বেশ মিষ্টি লাগছে না। তুই কিছু ভাবিসনি সই। এরা যদি তোকে তাড়িয়ে দেয়, দিক; আমি তোকে নিয়ে ঘর বাঁধব।

বিষাদ। তোমার জন্যেই ত আমি এতদিন ধরে তপস্যা করে আসছি। তোমার গলায় মালা দেওয়ার চেয়ে গলায় দড়ি দেওয়া ভাল।

মৃগাংক। এত নিষ্ঠুর হয়ো না সই। এই বেড়ালই বনে গেলে বাঘ হয়। [সুরে] বাঙালী বলিয়া করিও না হেলা, অমি পথের কাঙালী নহি গো।

শশাংকের প্রবেশ।

শশাংক। মৃগাংক—

মৃগাংক। [স্বগত] যা বাবা, নন্দনকাননে ঐরাবতের প্রবেশ! [বিগ্রহ আড়াল দিয়া দাঁড়াইয়া প্রকাশ্যে] তুমি যে এত শীগগির ফিরে আসবে, তা ত ভাবিনি দাদা। থানেশ্বরের মাটি দলে চষে দিয়ে এসেছ না কি?

শশাংক। থানেশ্বর নয়, আমি কনোজ জয় করে ফিরে এসেছি। কনোজরাজ গ্রহবর্মা নিহত।

মৃগাংক। কথাটা কি রকম হল? তোমার জামাইকে হত্যা করলে থানেশ্বর, আর তুমি হত্যা করলে কনোজকে? বলে, এখান থেকে মারলাম তীর, লাগল কলাগাছে, হাঁটু বেয়ে রক্ত পড়ে, চোখ গেল রে দাদা।

শশাংক। তুমি নিতান্ত নির্বোধ।

মৃগাংক। সে ত সবাই জানে, তার পর থেকে বল।

শশাংক। এই কনোজ কুমারগুপ্তকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দিয়েছিল। তার উপর কনোজরাজ থানেশ্বরের জামাতা।

মৃগাংক। সেদিন না মেয়েটার বিয়ে হল? এর মধ্যেই তুমি তার শাঁখা সিঁদুর ঘুচিয়ে দিয়ে এলে? খুব ভাল কাজ করেছ দাদা। রাবণ চুরি করলে সীতাকে, আর বাঁধা পড়ল সমুদ্র ব্যাটা।

শশাংক। তোমার সে গবেষণায় প্রয়োজন নেই। তোমাকে

এখনই কনোজে যাত্রা করতে হবে। দেবগুপ্তকে আমি সিংহাসনে বসিয়ে রেখে এসেছি। কিন্তু তাকে আমি তিলার্ধ বিশ্বাস করি না। তুমি কনোজে গিয়ে—

মৃগাংক। সিংহাসনে চেপে বসব?

শশাংক। না না; কনোজে গিয়ে আমাকে সংবাদ পাঠাবে, দেবগুপ্ত আমার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে কি না। যাও, রথ প্রস্তুত, এখনি যাত্রা কর।

বিষাদ। যাও না; আমার দিকে তাকাচ্ছ কেন?

মৃগাংক। সেকথা তুমি কি বুঝবে পাষাণি? আমি যাচ্ছি দাদা, তুমি আগে যাও, মহারাণী তোমার চিন্তায় শয্যা গ্রহণ করেছেন।

শশাংক। সেজন্যে তোমার ভাবনা নেই। তুমি যাও।

মৃগাংক। তুমি আগে যাও।

শশাংক। বিলম্বে বিপদ হতে পারে।

মৃগাংক। এদিকেও যে বিপদ!

বিষাদ। তোমার মত ভীরু লোকের নারী হয়ে জন্মানোই উচিত ছিল। [মৃগাংকের হাত ধরিয়া টান মারিল, বুদ্ধমূর্তি শশাংকের দৃষ্টিগোচর হইল]

শশাংক। এ কি! বুদ্ধমূর্তি! আমার রাজপ্রাসাদে! কে এনেছে এ বিগ্রহ?

বিষাদ। আমি।

মৃগাংক। না, আমি।

শশাংক। বেরিয়ে যাও তুমি অপদার্থ।

বিষাদ। কেন শুধু শুধু ওঁকে দোষারোপ কচ্ছেন মহারাজ?

আপনি ত জানেন আমি বৌদ্ধ। এ বিগ্রহ আমার, আমি প্রত্যহ এইখানে এই বিগ্রহের পূজো করি।

শশাংক। বিগ্রহের পূজো কর আমার প্রাসাদে!

মৃগাংক। না মহারাজ।

বিষাদ। হ্যাঁ মহারাজ।

মৃগাংক। চুপ কর মিথ্যাবাদী।

বিষাদ। তুমি মিথ্যাবাদী।

শশাংক। এতবড় স্পর্ধা তোমার যে আমার প্রাসাদে বুদ্ধমূর্তির পুজো কর, আর তুমি এতবড় জাতিদ্রোহী যে জেনেশুনে যার তার মূর্তি নিয়ে এসেছ হিন্দুর গৃহে! এই অসার ক্লীবের ধর্মকে আমি ভারতের মাটি থেকে উচ্ছেদ করবার জন্য জীবনপণ করেছি, বুদ্ধ গয়ার বোধিবৃক্ষ সমূলে ছেদন করেছি, আর আমারই ঘরে নির্বীর্য দেবতার উপাসনা!

বিষাদ। কে নির্বীর্য দেবতা?

শশাংক। তোমাদের আরাধ্য এই সিদ্ধার্থ গৌতম।

বিষাদ। তুমি কূপমণ্ডুক, সমুদ্রের খবর কি জানবে?

মৃগাংক। কেন রহস্য কচ্ছ?

শশাংক। তোমার মা একদিন এ প্রাসাদে দাঁড়িয়ে এমনি ফণা তুলে দাঁড়িয়েছিল, তার পরিণাম কি হয়েছিল, শুনেছ?

বিষাদ। শুনেছি মহারাজ। আমি সেই মায়েরই মেয়ে।

শশাংক। শোন বালিকা।

মৃগাংক। যেতে দাও দাদা।

শশাংক। না; রাজা শশাংক কারও ঔদ্ধত্য সহ্য করে না। তোমাকে পিতৃমাতৃহীনা বলে দয়া করে আশ্রয় দিয়েছি বলে

আমার প্রাসাদে বিধর্মী দেবতার উপাসনা করবার অধিকার দিইনি।

বিষাদ। তাহলে তোমার আশ্রয়ও আমি চাই না।

মৃগাংক। কোন চুলোয় যাবি শুনি।

বিষাদ। উদার আকাশের নীচে আমার বিশ্বরাজের সীমাহীন ধূলির প্রাসাদ। তোমার এ অহংকারের অট্টালিকার চেয়ে তার মূল্য এতটুকু কম নয়।

শশাংক। গৌড়েশ্বরকে এতবড় কথা বলতে সাহস হল তোমার?

বিষাদ। কেন হবে না? কে তুমি? কতটুকু তুমি? আমার দেবতা তোমার কাছে নির্বীর্য, ক্লীব? আমার পিতামাতার ছবি পড়ে থাকে তোমার আবর্জনা স্তূপে, আর তার উপর চিহ্নিত আছে তোমার গর্বিত পদচিহ্ন? চাই না আমি তোমার আশ্রয়। আমার অহিংসার দেবতাকে নিয়ে আমি পথের মেয়ে পথেই চলে যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

শশাংক। চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? মেয়েটা চলে গেল দেখতে পাচ্ছ না?

মৃগাংক। যেতে দাও। অমন অভদ্র মেয়ের যাওয়াই ভাল। হতভাগীর এতবড় সাহস যে তোমাকে অপমান করে!

শশাংক। অপমান ঠিক নয়। আমার মনে হয়, শোকে দুঃখে ওর মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে।

মৃগাংক। তাহলেই কি তোমাকে অপমান করতে পারে?

শশাংক। বলছি ত অপমান করেনি। মেয়েটা হয়ত থানেশ্বরে চলে যাবে। সেখানে যদি ও আশ্রয় নেয়, তাহলে আমার মাথা

হেঁট হবে। লোকে না বুঝে বলবে যে মহানায়ক শশাংক একটা পিতৃমাতৃহীনা বালিকাকে অসুস্থ অবস্থায় প্রাসাদ থেকে বের করে দিয়েছে।

মৃগাংক। বলুক।

শশাংক। তোমার আর কি? মাথা যার আছে, তারই মাথা কাটা যাবে। হতভাগা মেয়েটাকে ফিরিয়ে এনে চিকিৎসার ব্যবস্থা কর।

মৃগাংক। চিকিৎসার ব্যবস্থা করব? তোমাকে যে অপমান করে—

শশাংক। আবার অপমান! তুমি অত্যন্ত অবাধ্য। আমি ত বলছি, যতদিন সে রোগমুক্ত না হয়, ততদিন আমি তাকে আশ্রয় দিতে বাধ্য।

মৃগাংক। এখানে বসে সে ওই বুদ্ধমূর্তির উপাসনা করবে?

শশাংক। উপায় কি? চোখ কান বুজে সহ্য করতেই হবে। আগে সুস্থ হক, তারপর তাকে নির্বাসন দেব, আর তার বিগ্রহকে মুষ্ট্যাঘাতে চূর্ণ করব।

মৃগাংক। দাদা, তোমার কি দয়া! এত অপমানের পরও—

শশাংক। তুমি বড় বাচাল। দয়া আমার নেই।

মৃগাংক। তা ত দেখতেই পাচ্ছি। চোখদুটো ছলছল কচ্ছে রাগে বই ত নয়। কিচ্ছু ভেব না দাদা। পৃথিবী রসাতলে যাক, তবু থানেশ্বরের কাছে তোমাকে মাথা হেঁট করতে দেব না।

[প্রস্থান।

শশাংক। দয়া! কিসের দয়া? দয়ার আর এক নাম কাপুরুষতা। কে?

দেবগুপ্তের প্রবেশ।

দেবগুপ্ত। আমি মহারাজ।

শশাংক। এ কি? দেবগুপ্ত? কনোজ অরক্ষিত রেখে তুমি আমার কাছে ছুটে এলে যে?

দেবগুপ্ত। কনোজ আমি হারিয়ে ফেলেছি মহারাজ।

শশাংক। হারিয়ে ফেলেছ? কি বলছ তুমি উন্মাদ?

দেবগুপ্ত। উন্মাদ আমি নই পিতৃব্য। আপনার নির্দেশ মত সিংহাসনে বসে আমি রাজ্যশাসন কচ্ছিলাম। কনোজের প্রজারা শতমুখে আমার জয়গান করেছে। অকস্মাৎ একদিন থানেশ্বরের বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে রাজ্যবর্ধন অতর্কিতে রাজধানী আক্রমণ করলে।

শশাংক। আর তুমি রাজ্যরশ্মি ফেলে প্রাণভয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে বাংলায় চলে এলে! একটা দেশের রাজা যে এমনি কাপুরুষ হতে পারে, আমার তা জানা ছিল না। তুমি পার পেছন থেকে শরাঘাত করতে, সম্মুখ যুদ্ধ তোমার কাজ নয়।

দেবগুপ্ত। আপনি বৃথাই আমাকে দোষারোপ কচ্ছেন। কাপুরুষ আমি নই। আমাদের সৈন্যরা অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রান্ত হয়ে ছত্রভংগ হয়ে পড়েছিল। তবু সম্মুখ যুদ্ধে রাজ্যবর্ধনকে আমি প্রায় নিস্তেজ করে এনেছিলাম। এমনি সময়ে কাপুরুষের দল আমাকে একসংগে আক্রমণ করলে। উপায়ান্তর না দেখে আমি আপনার কাছে এসেছি।

শশাংক। তোমাকে দশবার সাহায্য করলে দশবারই তুমি তার অপব্যবহার করবে। কোথায় রাজ্যবর্ধন?

বিজয়গুপ্তের প্রবেশ।

বিজয়। রাজ্যবর্ধন দশ হাজার সৈন্য নিয়ে বাংলায় প্রবেশ করেছে।

শশাংক। বাংলায় প্রবেশ করেছে থানেশ্বরের সৈন্যদল?

বিজয়। আর একদল সৈন্য নিয়ে ভাণ্ডী মালব অধিকার করেছে।

শশাংক ও দেবগুপ্ত। মালব অধিকার করেছে!

দেবগুপ্ত। রাজপরিবার! রাজপরিবার কোথায়?

বিজয়। পরলোকে।

দেবগুপ্ত। পরলোকে! ওঃ—মহারাজ, আমায় সৈন্য সাহায্য দিন, আমি এই মুহূর্তে মালব উদ্ধার করতে যাব।

বিজয়। পথ নেই রাজা। রাজ্যবর্ধন আর ভাণ্ডীর সম্মিলিত সৈন্যদল কর্নসুবর্ণের সব বহির্গমনের পথ আগলে বসে আছে।

শশাংক। সে কি! কবে কখন কেমন করে? [নেপথ্যে জয়ধ্বনি—জয় সম্রাট রাজ্যবর্ধনের জয়, জয় সম্রাট রাজ্যবর্ধনের জয়] এতবড় দুঃসাহস এই রাজ্যবর্ধনের! মহানায়ক শশাংকের রাজ্য আক্রমণ করতে এসেছে থানেশ্বরের মূষিকের দল! শশাংককে চেনে না? ভাল করে চিনিয়ে দেব। বুক বাঁধ দেবগুপ্ত, বর্মচর্মে সজ্জিত হও বিজয়গুপ্ত—মালব ধ্বংসের প্রতিশোধ নেব, কনৌজের মাটিতে আবার আমাদের বিজয় নিশান প্রোথিত করব। সৈন্যগণ, জাগো; বৌদ্ধ তস্করের দল তোমাদের স্বাধীনতা হরণ করতে এসেছে। তাকে চূর্ণ কর, ধ্বংস কর, নিশ্চিহ্ন কর।

[প্রস্থান।

দেবগুপ্ত। মালবরাজবংশের কেউ জীবিত নেই বিজয়গুপ্ত ?

বিজয়। কেউ নেই রাজা। আপনার নিমন্ত্রণ পেয়ে কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মা আপনার সাহায্যে এসেছিলেন।

দেবগুপ্ত। কোথায় ভাস্করবর্মা ?

বিজয়। কনোজে এসে যখন শুনলেন যে, সব শেষ হয়ে গেছে, তখন তিনি সসৈন্যে থানেশ্বরের দিকে ছুটে গেছেন। এতদিনে থানেশ্বর বোধহয় তাঁর পদানত হয়েছে।

দেবগুপ্ত। জ্বলুক আগুন, দাউ দাউ করে জ্বলুক। হর্ষবর্ধন মরবে ভাস্করবর্মার হাতে, আর রাজ্যবর্ধন মরবে আমাদের হাতে। রাজ্যশ্রী কোথায় ?

বিজয়। আমি তাকে ভাস্করবর্মার শিবিরে পৌঁছে দিয়েছি।

দেবগুপ্ত। উত্তম করেছ। প্রভাকরবর্ধনের বংশে বাতি দিতে কাউকে রাখব না। রাজ্যবর্ধন আর হর্ষবর্ধনের মানমর্যাদা ধুলোয় মিশিয়ে দেব। চল। জয় মহানায়ক শশাংকের জয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

———

তৃতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য

থানেশ্বরের রাজপ্রাসাদ

শুক্লার প্রবেশ।

শুক্লা। আজও ত ফিরল না। আদরের বোনের খোঁজে কোথায় গিয়ে বিপদে পড়ল, কে জানে? কড়ে রাঁড়ীর মরণ হল না? মালবের রাজা সাপ মেরে ল্যাজে বিষ রেখে দিলে? হতভাগী রাজ্যশ্রীটার মাথা কেটে নিতে পারলে না? আর এই এক মহাপুরুষ! ভাইবোন নিয়েই সারা হয়ে গেল, আর যেন সংসারে কেউ নেই। কবে ওর ভাইবোন মরবে, কবে আমার হাড়ে বাতাস লাগবে।

গীতকণ্ঠে সহচরীগণের প্রবেশ।

সহচরীগণ।—

গীত

বেশী আশা সর্বনাশা, ডুববে তরী কূলে।
থাকতে সুধা খাসনে ধনি বিষের বড়ি গুলে।
দিসনে থুথু আকাশ পানে,
গিলে খা সই মনে মনে,
পরের বুকে মারিসনে বাজ, বসবি নিজের শূলে!
বাঘ হয়েছিস ইঁদুর ছানা,
যার বরে তায় মারতে মানা,
হালুম করে এগিয়ে গেলে হারাবি লাভে মূলে।

শুক্লা। যা যাঃ, উপদেশ দিতে হবে না। বেরো বলছি।

[সহচরীগণের প্রস্থান।

অর্জুনের প্রবেশ।

অর্জুন। মা, কুমার ত আজও ফিরলেন না।

শুক্লা। না ফিরলে আমি কি করব?

অর্জুন। আমায় কি করতে বলেন?

শুক্লা। গলায় দড়ি দেবে।

অর্জুন। কেন মা, আমার কি অপরাধ?

শুক্লা। না না, তোমার কেন অপরাধ হবে? অপরাধ আমার। একটা নয়, দুটো নয়, পঞ্চাশজন সৈন্য নিয়ে তুমি তোমাদের রাণীকে নিয়ে এসেছিলে। আর মাঝপথে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল? তোমরা কি সব ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পথ চলছিলে?

অর্জুন। না দেবি। সৈন্যরা পান্থশালায় রন্ধনের আয়োজন কচ্ছিল। এমনি সময় একদল সশস্ত্র দস্যুর অতর্কিত আক্রমণে তারা নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ পেলে না। মহারাণীকে রক্ষা করতে যার হাতে যা ছিল, তাই দিয়ে যুদ্ধ করে সবাই বীরের মত প্রাণ দিয়েছে।

শুক্লা। তুমি মরনি কেন ভীরু?

অর্জুন। ভীরু আমি নই, আর মরতেও জানি। শুধু থানেশ্বরে সংবাদ দেবার জন্য আমি প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি।

শুক্লা। আমার মাথাটা না খেয়ে তোমার শান্তি হচ্ছে না, না? তোমাকে না বলেছিলাম, এ অশুভ সংবাদ কুমারকে জানিও না।

অর্জুন। আপনার কথা শুনলে কনোজের মানসম্ভ্রম রসাতলে যেত।

শুক্লা। তাতে থানেশ্বরের কি ?

অর্জুন। ভগ্নীর বিপদে ভাইয়েরা পাগল হয়ে ছুটে যায়, কিন্তু ভ্রাতৃবধূর নিঃশ্বাসও পড়ে না—এ দৃশ্য থানেশ্বরে দেখব বলে আশা করিনি।

শুক্লা। চুপ কর বাচাল।

অর্জুন। আপনি বৃথাই আমাকে রক্তচক্ষু দেখাচ্ছেন বৌরাণী। আমি থানেশ্বরের রাজকন্যার ভৃত্য, রাজবধূর ভৃত্য নই। মহারাণী ফিরে এলে তাঁকে আমি কনোজে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। যে ঘরে এমন মমতাময়ী ভ্রাতৃবধূ আছে, সে ঘর সোনার অট্টালিকা হলেও আমার মায়ের পা রাখবার যোগ্য নয়।

শুক্লা। বেরিয়ে যাও তুমি আমার বাড়ী থেকে।

অর্জুন। বাড়ীটা আপনার যেদিন হবে, সেদিন আর আসব না, আমার মাকেও আর এ ঘরে জলস্পর্শ করতে দেব না। কোথায় গেল মা আমার ?

শুক্লা। কার সংগে পালিয়ে গেছে, দেখগে যাও।

অর্জুন। কি, আমার মা পালিয়ে গেছে ? আর একথা উচ্চারণ কচ্ছেন তারই ভ্রাতৃবধূ ? আর কেউ যদি বলত, তাহলে একথা আমি তাকেই ফিরিয়ে দিয়ে যেতাম।

বিরূপাক্ষের প্রবেশ।

বিরূপাক্ষ। এত সাহস তোমার ? একটা সামান্য সারথি হয়ে তুমি বৌরাণীকে অপমান কর ?

অর্জুন। অপমান আমি করিনি। কিন্তু যার ভাই শত্রুর সংগে যোগ দিয়ে আমাদের বুকে মই দিয়েছে, আমাদের মহারাণীকে দেব-

গুপ্তের হাতে তুলে দেবার জন্য যার চেষ্টার বিরাম ছিল না, তিনি থানেশ্বরের রাজবধূ হলেও আমার মাথা তার কাছে নত হবে না।

[প্রস্থান।

বিরূপাক্ষ। আমি এ পাষণ্ডকে কারারুদ্ধ করব।

নক্ষত্রের প্রবেশ।

নক্ষত্র। থাক দাদামশায়, উত্তেজিত হবেন না।

বিরূপাক্ষ। কি বলছ তুমি ভায়া? একটা সামান্য সারথি বাড়ী বয়ে তোমার মাকে অপমান করে যাবে?

নক্ষত্র। মায়ের অপমানে ছেলের চেয়ে মামারই বেশী বেজেছে দেখছি! বাবা কি বলেছেন জানেন? মান যে দিতে জানে না, অপমানই তার প্রাপ্য।

শুক্লা। বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা আমার সামনে থেকে।

নক্ষত্র। বেরিয়ে আর কোথায় যাব মা? এ আমার বাবার বাড়ী। তুমি বরং তোমার বাবার বাড়ী থেকে দিন কতক ঘুরে এস। মামার সংগে যদি দেখা হয়, আবার কিছু কূটবুদ্ধি নিয়ে আসতে পারবে।

শুক্লা। হতভাগার কথা শুনছেন?

বিরূপাক্ষ। কলি, ঘোর কলি।

নক্ষত্র। অন্যায় কিছু বলিনি মা। বাবা চলে যাবার পর তোমার জ্বালায় দাসদাসীদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। জগতের সবাই কি তোমাকে শুধু শুধু অপমান করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে? তোমার কি কেউ আপনার হবে না?

শুক্লা। দেখেছেন, পেটের ছেলেটাকে পর্যন্ত পর করে দিয়েছে।

রাজকর্মচারীরা কেউ আমার আদেশ মানে না। এ বাড়ীর মানুষগুলো সব ছোটলোক।

নক্ষত্র। ভদ্রলোক শুধু তুমি আর তোমার ভাই। মামা কেন চলে গেল মা? পুকুর চুরি করেছিল, না সিংহাসনের দিকে হাত বাড়িয়েছিল?

শুক্লা। চুপ কর ছোটলোকের ছেলে।

নক্ষত্র। ছোটলোকের ছেলে নই, ছোটলোকের ভাগ্নে।

শুক্লা। যেমন বাপ, তার তেমনি ছেলে।

নক্ষত্র। যেমন ভাই, তার তেমনি বোন।

বিরূপাক্ষ। এসব কি বলছ কুমার? মা বলে কথা! ছিঃ-ছিঃ, ধর্ম কি রসাতলে গেল?

নক্ষত্র। না, পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। নইলে রাজবধূ রাজবাড়ীতে শ্মশানের আগুন জ্বালাতে চাইবে কেন?

শুক্লা ও বিরূপাক্ষ। নক্ষত্র!

নক্ষত্র।—

গীত

ভুলের পথে বাসনে ছুটে, আয় মা ফিরে আয়,
ভুল করে তুই এলি যে মা মরণ খাদের কিনারায়!
ভালবেসে দেখ মা জগত আপন জনে ভরা,
রূপের খনি আনন্দ হাট বিশাল বসুন্ধরা;
দীপ জ্বালো মা অন্ধকারে,
বিষের জ্বালায় জ্বলিস না রে,
দীঘির ছলে মরীচিকা ডাকছে তোরে, আয় রে আয়॥

বিরূপাক্ষ। এসব কি বলছ ভাই?

নক্ষত্র। বলছি, আপনি মরবেন কবে? সারাজীবন চুরি করে টাকার পাহাড় জমিয়েছেন, যমরাজ এসে চুলে ধরে টানাটানি কচ্ছে, তবু আপনার অর্থলোভ গেল না? আর কত চাই আপনার বলুন, আমি তার বেশী দেব; দোহাই আপনার, আমার মায়ের মাথাটা আর চিবিয়ে খাবেন না। তাহলে আর সবাই আপনাকে ক্ষমা করলেও আপনার এই সুযোগ্য নাতি ক্ষমা করবে না।

[প্রস্থান।

বিরূপাক্ষ। এইটুকু ছেলে আমাকে চোখ রাঙিয়ে কথা বলে! বরাত, বুঝলে মা!

শুক্লা। বরাতের দোহাই দিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না মামা। রাজ্যটা আমার চাই। রাজরাণী আমাকে হতেই হবে। এর জন্য যে কোন মূল্য দিতে হয়, আমি দেব।

বিরূপাক্ষ। তুমি নিশ্চিন্ত থাক মা, আমি সব ঠিক করে দেব। একবার শান্তিস্বস্ত্যয়ন করে রাজ্যবর্ধনকে দেশছাড়া করেছি, আর একবার স্বস্ত্যয়ন করে তাকে যমালয়ে পাঠাব। আর হর্ষবর্ধন যাতে—

হর্ষবর্ধনের প্রবেশ।

হর্ষ। হর্ষবর্ধন যাতে কি?

বিরূপাক্ষ। যাতে রাজ্যশ্রীকে নিয়ে নির্বিঘ্নে ঘরে ফিরে আসতে পারে।

হর্ষ। আর সেজন্য আপনি সোনার বিল্বপত্র দিয়ে শান্তিস্বস্ত্যয়ন করিয়েছেন। সব বৃথা হয়ে গেছে মহামাত্য। ভগবান তথাগত মুখ তুলে চাননি। কোথায় গেল রাজ্যশ্রী? স্বর্গে, মর্ত্তে, না রসাতলে? সাতদিন সাতরাত্রি অনাহারে অনিদ্রায় তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি, কোথাও

তার সন্ধান পেলাম না। এক চাষী বললে, রাজ্যশ্রী ভাস্করবর্মার শিবিরে।

বিরূপাক্ষ। বল কি হে?

হর্ষ। যান মহামাত্য, সৈন্যসামন্ত পাত্রমিত্র দূত প্রহরী সবাইকে প্রাসাদ প্রাংগণে আহ্বান করুন। রাজকার্য রসাতলে যাক, সমগ্র দেশময় পথে প্রান্তরে পল্লীতে নগরে আমি দূত পাঠিয়ে দেব। রাজ্যশ্রীকে চাই, রাজ্যশ্রীকে চাই।

বিরূপাক্ষ। তা ত বটেই, তা ত বটেই। আহা, ভগ্নী বলে কথা। তাই ত মাকে বলছিলুম, বাবাজী আমার ভাইভগ্নীঅন্ত প্রাণ। আমি এখন যাচ্ছি বাবা।

হর্ষ। হিসেবটা কিন্তু এখনও পাইনি।

বিরূপাক্ষ। আমি ত সব হিসেব রাজ্যবর্ধনকে বুঝিয়ে দিয়েছি। সে তোমায় বলেনি?

হর্ষ। কথাটা সত্য হলে অবশ্যই বলতেন।

বিরূপাক্ষ। বাবাজী বড় রসিক। হেঃ-হেঃ! [প্রস্থান।

শুক্লা। ভগ্নী ভগ্নী করে তুমি কি পাগল হবে?

হর্ষ। হব না? কোন জন্মে কার ভরাডুবি করেছি আমরা? কেন এ আকস্মিক বজ্রাঘাত? বলে দাও হে বিশ্বনিয়ন্তা, এর কি শেষ নেই? জাগো থানেশ্বরের যে যেখানে আছ। রাজ্যশ্রীকে যদি না পাই, বিধাতার সৃষ্টি রসাতলে দেব।

শুক্লা। পাবে না রাজ্যশ্রীকে।

হর্ষ। কেন, কেউ কি কোন সংবাদ এনেছে? দুঃখের জ্বালায় হতভাগিনী মরে যায়নি ত?

শুক্লা। মরে যায়নি, উড়ে গেছে।

হর্ষ। [সগর্জনে] শুক্লা! তোমাকে দণ্ড দিলে দাদা আমার মুখ দেখবেন না; নইলে যে রসনায় তুমি আমার ভাগ্যবিড়ম্বিতা ভগ্নীর নামে কটূক্তি করেছ, এই মুহূর্তে তোমার সে রসনা ছেদন করে নর্দমায় ফেলে দিতাম। মনে রেখ, ধৈর্যেরও সীমা আছে।

শুক্লা। সীমা শুধু তোমার নয়, আমারও আছে।

[প্রস্থান।

হর্ষ। কোথায় সম্রাট রাজ্যবর্ধন, কেউ জানে না। ঘুমের মানুষ, জাগো; থানেশ্বরের সর্বস্ব পণ রইল, রাজ্যশ্রীকে চাই, রাজ্যশ্রীকে চাই। ভাস্করবর্মাকে চূর্ণ করব, কামরূপ ধ্বংস করব।

ভাস্করবর্মার প্রবেশ।

ভাস্কর। থানেশ্বরের জয় হক।

হর্ষ। কে?

ভাস্কর। ভাস্করবর্মা।

হর্ষ। কোন ভাস্করবর্মা?

ভাস্কর। কামরূপের রাজা।

হর্ষ। কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মা থানেশ্বরের রাজপ্রাসাদে! এত দুঃসাহস তোমার রাজা?

ভাস্কর। কেন কুমার? দুঃসাহসের কাজ ত আমি কিছু করিনি।

হর্ষ। রাজ্যশ্রী কোথায়? আমার ভগ্নী রাজ্যশ্রী? একথা সত্য যে তোমার অনুচরেরা তাকে পথ থেকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে তোমার হাতে সমর্পণ করেছে?

ভাস্কর। সত্য। তবে সে আমার অনুচরেরা নয়, মহানায়ক শশাংকের অনুচর।

হর্ষ। মহানায়ক শশাংক, মহানায়ক শশাংক। আমি তার দেহ শতখণ্ড করে মাটির সংগে মিশিয়ে দেব। আর দেবগুপ্তকে জীবন্ত সমাধি দেব। কোথায় রাজ্যশ্রী? সে কি জীবিত, না মৃত?

ভাস্কর। জীবিত। শোন রাজকুমার, থানেশ্বরের সংগে কামরূপের দীর্ঘকালের মর্মান্তিক শত্রুতার কথা তুমি সবই জান। আমি এসেছিলাম মালবরাজের অনুরোধে সসৈন্যে কনোজ আক্রমণ করতে। পথে এসে শুনলাম, রাজ্যবর্ধন কনোজ পুনরধিকার করে বাংলার দিকে ছুটে গেছে, আর তোমাদের সেনাপতি ভাণ্ডী মালব ধ্বংস করতে এগিয়ে গেছে। উর্ধ্বশ্বাসে আমি তখন মালবের দিকে সৈন্যবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলাম। এমনি সময়ে একদিন আমার শিবিরে এক যুবক নিয়ে এল এক অলোকসামান্যা যুবতীর মূর্ছিত দেহ।

হর্ষ। রাজ্যশ্রী কোথায়, সেই কথা বল।

ভাস্কর। যার পাণি প্রার্থনা করে সম্রাট প্রভাকরবর্ধনের কাছে আমি পেয়েছি প্রত্যাখ্যানের সংগে তিরস্কার, যার হাস্যময় মুখ ছিল আমার দিবসের চিন্তা—নিশীথের স্বপ্ন, অবাক বিস্ময়ে দেখলাম, সেই দেবীপ্রতিমা বিধবার বেশে আমার পদতলে লুন্ঠিত। বহুদিন সাধনার অমৃত ফল আমার মুঠোর মধ্যে।

হর্ষ। তারপর কি? তারপর?

ভাস্কর। তারপর কি তুমি অনুমান করতে পাচ্ছ না? তোমার পিতা বলেছিলেন, কামরূপ সভ্য জগতের বাইরে, কামরূপের রাজার গায়ে মানুষের চামড়া নেই। অসভ্য বর্বর কামরূপ অধিপতির সম্মুখে এতবড় একটা শত্রুর সুন্দরী কন্যা যদি বিধাতার আশীর্বাদের মত উপস্থিত হয়, কি করবে সে হর্ষবর্ধন? পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পুজো করবে, না তার অপরূপ সৌন্দর্যে অবগাহন করবে?

হর্ষ। তোমার শিরশ্ছেদ করব পাষণ্ড। [তরবারি নিষ্কাসন]

রাজ্যশ্রীর প্রবেশ।

রাজ্যশ্রী। কর কি দাদা? স্বর্গ হতে দেবতা নেমে এসেছে তোমাদের মাটির ঘরে। পুষ্পার্ঘ্য নিয়ে এস, শংখঘণ্টা বাজাও, দীপালোকে নগরী উদ্ভাসিত কর। তুমি জান না, এতবড় শত্রু আমাদের কেউ নেই, কিন্তু এতখানি সম্মানও তোমাদের ভগ্নীকে কেউ দেয়নি।

হর্ষ। রাজ্যশ্রী, এ তুমি কি বলছ?

রাজ্যশ্রী। শোকে দুঃখে উপবাসে মূর্ছিত হয়েছিলাম আমি। যখন জ্ঞান হল, সভয়ে চেয়ে দেখলাম, অপরিচিত এক শিবিরের হর্ম্যতলে পড়ে আছি, আর আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে সেই মহাশত্রু, পিতা যাকে অসভ্য বর্বর বিশেষণ দিয়ে কন্যাদান করতে অসম্মত হয়েছিলেন। পরিচয় পেয়ে সর্বাংগ শিউরে উঠল। নিজের অসহায় অবস্থা ভেবে বিষের বড়ি পান করতে গেলাম। রাজা আমার হাত ধরে বললেন—

ভাস্কর। বললাম—ভয় কি ভগ্নি? তোমার পিতা আজ জীবিত নেই। তাঁর মৃত্যুর সংগে সংগে আমাদের শত্রুতার অবসান হয়ে গেছে। নারীর সংগে আমার কোন শত্রুতা নেই। ভাইয়ের ঘরেই এসেছ তুমি, এক ভাইয়ের হাত ধরে আর এক ভাইয়ের ঘরে যাবে চল। বিপদসংকুল পথে যদি আবার কোন বিপদ হয়, তাই সংগে করে নিয়ে এসেছি। এইবার বল, কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মা পশু, না মানুষ?

হর্ষ। অপরাধী করবেন না মহারাজ! আমাদের পরলোকগত

পিতা ভুল বুঝে আপনার উপর যে অবিচার করেছেন, সেজন্য আমরা তাঁর পুত্রকন্যা নতজানু হয়ে আপনার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা কচ্ছি। আজ হতে আমাদের দুই দেশের বৈরিতার চির অবসান হক।

ভাস্কর। ওঠ ভাই হর্ষবর্ধন, ওঠ ভগ্নি রাজ্যশ্রী. আজ হতে আমরা পরমাত্মীয়। তোমরা বৌদ্ধ, আমরা হিন্দু—এস দেশবাসীকে আমরা দেখিয়ে দিই যে, ধর্মের বিভেদ সত্ত্বেও মানুষ মানুষের আত্মীয় হতে পারে, রক্তের সম্বন্ধ না থাকলেও ভাইভগ্নীর সম্পর্ক গড়ে উঠতে বাধা নেই।

হর্ষ। তাহলে আসুন মহারাজ ভাস্করবর্মা, যে দস্যু হিন্দু আর বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে আজ প্রাচীর তুলে দিতে চায়, এ দেশের যত গৌরবস্তম্ভ—সব ভেঙে চুরমার করে দিতে যে মানবদ্বেষী আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছে, যার প্ররোচনায় আমার ভগ্নী আজ সংসারের ভোগসুখ থেকে চিরবঞ্চিত—সেই গৌড়াধিপতি মহানায়ক শশাংককে আমরা হিমাদ্রির উচ্চ শিখর থেকে টেনে ভূপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করি।

ভাস্কর। জয় সম্রাট রাজ্যবর্ধনের জয়।

[প্রস্থান।

হর্ষ। জয় মহারাজ ভাস্করবর্মার জয়।

রাজ্যশ্রী। পিপাসিত কণ্ঠে শূন্যে শূন্যে বিচরণ কচ্ছ স্বামি? অপেক্ষা কর, রক্তের বন্যা বয়ে যাবে। সেই বন্যার স্রোতে ভেসে যাবে দেবগুপ্তের ছিন্নশির, বিজয়গুপ্তের নিষ্প্রাণ দেহ, আর কনৌজের ধ্বংস-যজ্ঞের হোতা মহানায়ক শশাংক। দুদিন অপেক্ষা কর।

হর্ষ। রাজ্যশ্রী!

রাজ্যশ্রী। দাদা—

হর্ষ। কাঁদিসনে বোন। তোর দুঃখ আমরা সবাই ভাগ করে নেব। তুই চোখের জল ফেলিসনে দিদি। প্রাসাদের ইটপাথর পর্যন্ত কেঁদে উঠবে। আয় দিদি আয়, এ শুভ্রবাস ছেড়ে, কুমারীর বেশে আমার কাছে এসে দাঁড়া। ওরে, এ আমি সইতে পাচ্ছিনে।

রাজ্যশ্রী। সব হারিয়ে গেল দাদা?

হর্ষ। কিছুই হারায়নি বোন। তোর কনোজ তোরই আছে। প্রজাদের অন্তরে অন্তরে ভাস্বর জ্যোতিতে বিরাজ কচ্ছেন মহারাজ গ্রহবর্মা। দেবগুপ্ত মরবে, তার তাজা রক্তে তোর পা ধুইয়ে দেব। ততদিন তুই এইখানে থাক। তারপর তোর সিংহাসনে আমরা তোকে অভিষিক্ত করে আসব। আয় দিদি, আয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

শিবির

[নেপথ্যে কলরব—আগুন আগুন, জ্বলে গেল, রক্ষা কর]

রাজ্যবর্ধনের প্রবেশ।

রাজ্য। রক্ষা করব? কেন রক্ষা করব? তোমাদের রাজা যখন বিনা অপরাধে কনোজের পথে প্রান্তরে রক্তের স্রোত বইয়ে দিয়েছিল, তখন তোমরা তার কোটি কোটি প্রজা কি তার হাত থেকে তরবারি কেড়ে নিয়েছিলে?

ভাণ্ডীর প্রবেশ।

ভাণ্ডী। না।

রাজ্য। হাসিতে যার মুক্তো ঝরত, কান্নায় ঝরত মাণিক, জীবনে যে কখনও একটা পিপীলিকারও পক্ষচ্ছেদ করেনি, আমার সেই নিষ্পাপ আনন্দপ্রতিমা রাজ্যশ্রীকে দাম্পত্য জীবনের প্রভাতে যখন সে বৈধব্যের পাহাড় ছুঁড়ে মেরেছিল, তখন কি তোমরা গৌড়বাসী প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিলে?

ভাণ্ডী। না সম্রাট।

রাজ্য। কামান্ধ পশু মালবরাজ যখন একজনের বিবাহিতা পত্নীকে করায়ত্ত করবার জন্য তোমাদের সাহায্য ভিক্ষা করেছিল, আর তোমাদের পরম শ্রদ্ধেয় মহানায়ক সসৈন্যে তাকে সাহায্য করেছিল, তখন কি তোমরা তার পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিলে?

ভাণ্ডী। কখনও নয়।

রাজ্য। তবে কেন আমি তোমাদের রক্ষা করব? রাজ্যশ্রীকে চিররাত্রির নিঃসীম অন্ধকারে ফেলে-রেখে গ্রহবর্মা চলে গেছে; সমগ্র বাংলা, সমগ্র মগধ—শশাংকের গোটা সাম্রাজ্য তার পেছনে পেছনে যাবে। যদি তোমার দেখবার চোখ থাকে গ্রহবর্মা—তাহলে দুচোখ মেলে চেয়ে দেখ ওই যোজনবিস্তৃত মহাশ্মশান।

ভাণ্ডী। সম্রাট—

রাজ্য। কে? ভাণ্ডী? তিনদিন ধরে কি করলে তুমি? কর্ণসুবর্ণের পথে প্রান্তরে কেন এখনও আর্তনাদ? দগ্ধ কর, নিশ্চিহ্ন কর, একটা পিপীলিকাও যেন বাঙালীর পরিচয় নিয়ে বেঁচে থাকতে না পায়। কর্ণসুবর্ণ প্রজাশূন্য কর।

ভাণ্ডী। প্রজাদের কি অপরাধ সম্রাট?

রাজ্য। গ্রহবর্মার কি অপরাধ ছিল ভাণ্ডি? রাজ্যশ্রীকে বিবাহ করে এতই কি অপরাধী যে প্রাণ দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হল?

ভাণ্ডী। সেজন্য মালবরাজ্যে আমি থানেশ্বরের পতাকা প্রোথিত করে এসেছি, দেবগুপ্তের বংশে বাতি দিতে কাউকে জীবিত রাখিনি। অসংখ্য মালবসৈন্য আজ মৃত্যুর কোলে নীরব, অগণিত গৌড়সৈন্যের মৃতদেহে পাহাড় জমে উঠেছে। শশাংক, দেবগুপ্ত আর বিজয়-গুপ্তের মৃত্যুসংবাদ না নিয়ে আমরা ক্ষান্ত হব না। কিন্তু—

রাজ্য। কিন্তু! এতদিন ত থানেশ্বরের সেনাপতির মুখে 'কিন্তু' শুনিনি। এতকাল আমি যাকে ধরে আনতে বলেছি, তুমি তাকে বেঁধে এনেছ। আজ আমি তোমার 'কিন্তু' শুনব না। সংহার কর, ধ্বংস কর, দয়া নেই, বিচার বিবেচনা নেই।

ভাণ্ডী। চেয়ে দেখুন সম্রাট, সমগ্র রাজধানী জ্বলছে, নিরীহ প্রজাদের আর্তনাদে বুঝি ভগবান তথাগতের আসন টলে উঠেছে। কর্নসুবর্ণের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত সবার মুখে আজ ধ্বনিত হচ্ছে—সম্রাট রাজ্যবর্ধনের ধ্বংস হক।

রাজ্য। অভিশাপ ভাণ্ডি? কনৌজের প্রজারাও এমনি অভিশাপ দিয়েছিল; তবু দেবগুপ্তের দেহ ছাই হয়ে যায়নি, শশাংক এখনও অক্ষত শরীরে উদ্ধত মস্তকে দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিশোধ নাও, প্রতিশোধ নাও। গ্রহবর্মা নিহত, রাজ্যশ্রী বিধবা, কিসের মমতা ভাণ্ডি? জীবে দয়া!

ভাণ্ডী। জীবে দয়া যদি আমার থাকত, তাহলে কুমারগুপ্তের স্ত্রী যখন তার স্বামীর প্রাণ রক্ষার জন্য আকুল আবেদন জানিয়েছিল, তখন আমার হাত থেকে অস্ত্র খসে পড়ত। পতিহারা সতী—

পুত্রহারা মাতাপিতা—গৃহহীন দরিদ্র নাগরিকের চোখের জলও আমায় পিছু হটাতে পারেনি। কিন্তু—

রাজ্য। আবার কিন্তু? দেবালয়ে অগ্নিসংযোগ করেছ?

ভাণ্ডী। করেছি সম্রাট। তবে আপনার অশুভ আশংকা আমায় ব্যাকুল করে তুলেছে। আমি দেখতে পাচ্ছি, হাজার হাজার নির্যাতিত মানুষের অন্তিম নিঃশ্বাসে ভর দিয়ে ধ্বংস আপনার দিকে এগিয়ে আসছে। চলুন সম্রাট, থানেশ্বরে ফিরে চলুন।

রাজ্য। না। ইচ্ছা হয় তুমি ফিরে যাও। আমি যাব সেদিন; যেদিন বাংলা বলে কোন দেশ থাকবে না, শশাংক নামে কোন রাজার অস্তিত্ব আর থাকবে না। আমার ধ্বংসের রথ দুর্বার বেগে ছুটেছে, যে বাধা দেবে, তাকে আমি মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেব।

গীতকণ্ঠে ভৈরবের প্রবেশ।

গীত

মরে নাই ভগবান!
ভেবেছিস তুই মাটির পুতুল অজেয় শক্তিমান!
চোখ থাকে যদি, দেখ রে চাহিয়া,
ন্যায়ের দণ্ড আসিছে নামিয়া,
মহা অম্বরে উঠিছে বাজিয়া শিবের মহাবিষাণ!
কত মাথা গেছে লেখা-জোখা নাই,
কত গৃহ তুই করেছিস ছাই,
সকল পাপের হিসাব রেখেছে আদিপিতা মহীয়ান।

রাজ্য। কে তুমি?

ভৈরব। আমি হাজার হাজার বাঙালীর মিলিত দীর্ঘশ্বাস, আমি

পুত্রহীন পিতামাতা—গৃহহীন নাগরিক—পতিহীনা সতীর তপ্ত অশ্রুজল, আমি অগ্নিদগ্ধ বিগ্রহের অনলোদ্গারী অভিশাপ!

ভাণ্ডী। ব্রাহ্মণ! অপরাধী আমি, আমাকে অভিশাপ দাও।

ভৈরব। মনে করেছ, আমার ঠাকুর কাঠের পুতুল? আমি আজ বিশ বছর তার মধ্যে দেবতাকে প্রত্যক্ষ করেছি। তুমি তার হেম অংগ আগুনে দগ্ধ করেছ। আমারও মৃত্যু এগিয়ে আসছে। যাবার আগে তোমার মৃত্যুদণ্ডে আমি স্বাক্ষর দিয়ে গেলাম দস্যু। [উপবীত ছিন্ন করিয়া রাজ্যবর্ধনের গায়ে ছুঁড়িয়া দিল] থানেশ্বরের মাটি আর তুমি স্পর্শ করতে পাবে না।

[প্রস্থান।

ভাণ্ডি। ভাবছেন কি সম্রাট? চলুন, থানেশ্বরে ফিরে যাই।

রাজ্য। কেন? ব্রাহ্মণের অভিশাপের ভয়ে? রাজ্যবর্ধন পুরুষকারের রত্নবেদীর উপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। অদৃষ্ট আর অভিশাপ সে গ্রাহ্য করে না।

[বিষাদের প্রবেশ।

বিষাদ। কোথায় সম্রাট রাজ্যবর্ধন? কোথায় থানেশ্বরের সে রক্তপায়ী রাক্ষস? তুমি? তুমিই রাজ্যবর্ধন? থানেশ্বরের মাটিতে কি তোমার মরবার স্থান ছিল না? কেন গিয়েছিলে অশোক-নগরে? কনৌজের মাটি তুমি লালে লাল করে দিয়ে এসেছ, মালবে জ্বালিয়ে এসেছ মহাশ্মশানের বহ্নিশিখা, আজ আবার বাংলাদেশটাকে ধ্বংস করতে সহস্র প্রহরণ নিয়ে ছুটে এসেছ দস্যু?

রাজ্য। শুধু বাংলা নয়, শশাংকের শাসনরশ্মি যতদূর প্রসারিত, ততদূর আমি ধ্বংসের বীজ ছড়িয়ে যাব।

বিষাদ। কেন?

রাজ্য। কেন? এই শশাংক বিনা দোষে গ্রহবর্মাকে মৃত্যু দিয়েছে।

বিষাদ। বুকে বড় বেজেছে, না? বিনা দোষে রাজা কুমার-গুপ্তকে মৃত্যু দিয়েছিল কোন জল্লাদ?

ভাণ্ডী। বালিকা!

বিষাদ। চুপ। বিষবৃক্ষ রোপন করলে ফল খেতে হয় জান না? কি অপরাধ করেছিলেন মহারাজ কুমারগুপ্ত? মরণাপন্ন শরণাগত এক হুণ যুবককে আশ্রয় দিয়ে এতই কি তিনি অপরাধী যে প্রাণ দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হল?

ভাণ্ডী। তাই ত হয় বালিকা। এর নাম রাজধর্ম।

বিষাদ। মহাভারত পড়েছ সেনানি? তুমি পড়েছ সম্রাট পাণ্ডবের মহাপ্রস্থানের কাহিনী? একটা পথের কুকুর যুধিষ্ঠিরের পিছু নিয়েছিল। শরণাগত কুকুরকে সংগে না নিয়ে যুধিষ্ঠির স্বর্গেও যেতে চাননি। এই ভারতের ধর্ম। এই ধর্ম পালন করে রাজা কুমারগুপ্ত এতবড় অপরাধী, আর বৌদ্ধধর্মের অপমান করে তুমি অপরাধী নও? বল ঘাতক, বল।

ভাণ্ডী। আমি তোমার শিরশ্ছেদ করব নারি। [তরবারি নিষ্কাসন]

রাজ্য। না ভাণ্ডি, ক্ষান্ত হও। কে তুমি মেঘাচ্ছন্ন সবিতা?

বিষাদ। আমি? আমি তোমার দুরাকাঙ্ক্ষার বলি রাজা কুমার-গুপ্তের কন্যা।

রাজ্য। কুমারগুপ্তের কন্যা! তাই ত, স্বামী মরেছে অস্ত্রাঘাতে, স্ত্রী তার মৃতদেহ আঁকড়ে ধরে বুক ফেটে মরেছে। কোথায় গেল

তাঁদের পরিত্যক্ত সন্তান, আমি ত সন্ধান করিনি। দেখ ভাণ্ডি দেখ—দুঃখের হিমালয় বুঝি আমাদের সম্মুখে। কি নাম মা তোমার ?

বিষাদ। আমার নাম বিষাদ।

রাজ্য। হ্যাঁ হ্যাঁ, ও ত তোমার মুখেই লেখা আছে। ভুল হয়ে গেছে মা, বড় ভুল হয়ে গেছে। যাবি মা, থানেশ্বরে যাবি ? তোর পিতার রাজ্য তোকে ফিরিয়ে দেব। তোর মাকেও তোর কাছে ফিরিয়ে আনব! আমার রাজ্যশ্রী হাসির রাজ্য থেকে অকালে নির্বাসিত হয়েছে। তোকে নিয়ে তার কোলের উপর ফেলে দেব। আবার তার কলহাস্যে রাজপ্রাসাদ মুখরিত হবে। তাই না ভাণ্ডি ?

ভাণ্ডী। এসব কি বলছেন আপনি ?

রাজ্য। তোমার মায়া হচ্ছে না ? অশোকনগর থেকে অনাথা বালিকা বাংলায় ছুটে এসেছে তার পিতৃহন্তাকে শাসন করতে। তুমি সরে যাও ভাণ্ডি। আয় মা আয়, প্রতিশোধ নিবি আয়। আগে বল, আমার মৃত্যুর পর তুই রাজ্যশ্রীর কাছে চলে যাবি। তারপর এই তরবারি আমার বুকে বিঁধিয়ে দিয়ে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নে। [তরবারি খুলিয়া বিষাদকে দিলেন]

ভাণ্ডী ও বিষাদ। সম্রাট !

রাজ্য। থাক বৈর নির্যাতন, বেঁচে থাক মহানায়ক শশাংক। হান মা তরবারি।

বিষাদ।—

গীত

ক্ষম মোরে ভগবান।
ধর্মে তোমার যে মাখিল মসী, লহ তার বলিদান।

অসীম শূন্যে হে বিদেহি পিতা, তুমি কি মাগিছ বারি?
অরাতিরক্ত ঢালিব ধারায়, পান কর আগুসারি;
এস পিশাচিনী মোর বুকে নামি,
দেহ অভিশাপ বিশ্বের স্বামী,
তপ্ত ধরণি, হও সুশীতল, কর মা রক্তস্নান।

[তরবারি দ্বারা আঘাতের উদ্যোগ]

মৃগাংকের প্রবেশ।

মৃগাংক। ক্ষান্ত হ দিদি, ক্ষান্ত হ। যে হাত শিশুকে দোলা দেবে, রোগীকে করবে সেবা, আহতকে দেবে স্নেহের প্রলেপ, সে হাতে অস্ত্র সাজে না ভাই।

বিষাদ। কেন তুমি বাধা দিলে বন্ধু? এ সুযোগ জীবনে আর আসবে না।

মৃগাংক। চোখের জল মুছে ফেল সই। সমগ্র ভারত আজ দাবানলে জ্বলে উঠেছে। আগুনে তুই আর ইন্ধন দিসনে বোন। আয় দিদি আয়, আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে এই অশান্তির মহা-শশ্মানে শান্তিবারি সিঞ্চন করি। সম্রাট রাজ্যবর্ধন, আমার অভি-বাদন গ্রহণ করুন।

ভাণ্ডী। কে তুমি?

মৃগাংক। আমি মহানায়ক শশাংকের ভাই মৃগাংক সেন। তাঁর আদেশেই আপনার কাছে এসেছি।

রাজ্য। শশাংকের ভাই! আমার শিবিরে আসতে তোমার সাহস হল? তোমার অগ্রজ বিনা দোষে আমার পরমাত্মীকে মৃত্যু দিয়েছে।

মৃগাংক। তার আগে আপনিও ত তার জামাতার শিরশ্ছেদ করেছেন সম্রাট।

রাজ্য। জামাতা!

ভাণ্ডী। কে জামাতা?

বিষাদ। অশোকনগরের অধিপতি মহারাজ কুমারগুপ্ত।

রাজ্য। তুমি তাহলে মহানায়ক শশাংকের—

মৃগাংক। দৌহিত্রী।

রাজ্য। তাই ত—দেখ ত ভাণ্ডি, দেখ ত—পৃথিবীটা ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে না কি? আকাশটা কি নেমে আসছে? কেন এসেছ তোমরা? কি চাও আমার কাছে?

মৃগাংক। চাই শান্তি, চাই যুদ্ধের অবসান, চাই সন্ধি।

রাজ্য। সন্ধি! শুনছ ভাণ্ডি? বলদৃপ্ত শশাংক আজ সন্ধি চায়!

ভাণ্ডী। আমিও চাই সম্রাট। যত শীঘ্র সম্ভব, চলুন থানেশ্বরে ফিরে যাই।

মৃগাংক। মহিমান্বিত সম্রাট, অহিংসার দেবতা ভগবান বুদ্ধদেবের পূজারী আপনি, ক্ষমা আপনার ধর্ম, মমতা আপনার নিত্যসংগী; এ মারণযজ্ঞ আপনার সাজে না। চেয়ে দেখুন, সমগ্র কর্নসুবর্ণ আজ এক দিগন্তবিস্তৃত ভয়াল মহাশ্মশান! যুদ্ধে যারা প্রাণ দিয়েছে, তাদের মৃতদেহ পচে গলে সমগ্র দেশের বাতাস বিষাক্ত করে তুলেছে। তারা শুধু হিন্দু নয়, তাদের মধ্যে বৌদ্ধও আছে হাজার হাজার। তবু তাদের জন্য দুঃখ নেই। কিন্তু অগ্নিদাহে যারা প্রাণ দিয়েছে, তাদের কোন অপরাধ ছিল না। অর্ধদগ্ধ বিকলাংগ হয়ে যারা এখনও বেঁচে আছে, তাদের মিলিত আর্তনাদ কি আপনার কানে ভেসে আসছে না? এত নিষ্ঠুর ত আপনি নন। সমগ্র ভারত জানে সম্রাট রাজ্যবর্ধনের মহানুভবতার

ইতিহাস। ভগবান তথাগতের নামে আপনাকে অনুরোধ কচ্ছি, হে বিজয়ি, এ মারণযজ্ঞের অবসান করুন। [নতজানু]

বিষাদ। আমারও এই অনুরোধ। আমি তোমার সব অপরাধ ক্ষমা করব পিতৃহন্তা, এ মারণযজ্ঞের অবসান কর। [নতজানু]

ভাণ্ডী। এ আবেদন শুধু এদের নয়, আমারও। [নতজানু]

রাজ্য। ওঠ ভাণ্ডি, ওঠ রাজভ্রাতা, ওঠ মা আমার! আমি সবাইকে বিমুখ করতে পারি, কিন্তু আমারই জন্য যে সর্বহারা, তাকে আমি বিমুখ করতে পারি না। অভিযোগ আমারও ছিল মা। আজ সে কথায় কাজ নেই। সন্ধি আমি করব মা। তারপর থানেশ্বরে যাবার সময় তোমাকে আমি সংগে করে নিয়ে যাব। যাবি মা?

বিষাদ। যাব সম্রাট!

রাজ্য। অগ্নি নির্বাণ কর ভাণ্ডি। যারা বেঁচে আছে, তাদের ক্ষতিপূরণ কর; যারা আহত, তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা কর।

মৃগাংক। তাহলে আসুন সম্রাট কর্নসুবর্ণের রাজসভায়।

ভাণ্ডী। কি, সম্রাট রাজ্যবর্ধন যাবেন কর্নসুবর্ণের রাজসভায়? কেন? মহানায়ক শশাংক আসতে পারবেন না বিজয়ীর শিবিরে?

রাজ্য। অভিমান ত্যাগ কর ভাণ্ডি। মানের কান্না নিয়ে সন্ধি চলে না। আমিই যাব মহানায়কের রাজপ্রাসাদে।

ভাণ্ডী। না, তা হতে পারে না। আপনাকে মুঠোর মধ্যে পেয়ে তারা হয়ত—

মৃগাংক। হত্যা করবে? আমাকে বন্দী করে রাখ, তোমার সম্রাটের একটা কেশ যদি বিচ্ছিন্ন হয়, তুমি আমার শিরশ্ছেদ করো।

রাজ্য। না রাজভ্রাতা, তোমার কথাই তোমার প্রতিভূ। চল। ভয় নেই ভাগ্নি, এক প্রহরের মধ্যে আমি ফিরে আসব। ফিরে এসে যেন দেখতে পাই অগ্নির চিহ্নও আর নেই। কোন ভয় নেই বন্ধু, কেউ সম্রাট রাজ্যবর্ধনের গায়ে কাঁটার আঁচড় দিতে সাহস করবে না। মরেই যদি যাই, তাতেই বা দুঃখ কি? দশটা রাজ্য-বর্ধনের শক্তি নিয়ে একটা হর্ষবর্ধন বেঁচে থাকবে। চল রাজভ্রাতা, চল মা, কোথায় নিয়ে যাবে তোমার অপরাধী সন্তানকে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কর্ণসুবর্ণ—রাজপ্রাসাদ

রত্নাবলীর প্রবেশ।

রত্না। কেউ নেই? এই সৃষ্টিবিধ্বংসী মহাপ্রলয় রোধ করতে তোমরাও কি অক্ষম দেবসমাজ? নেমে এস ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, নেমে এস ইন্দ্র-চন্দ্র-বায়ু-বরুণ, নিভিয়ে দাও এই মহামারণযজ্ঞ। উঃ—এ যে আর আমি সইতে পাচ্ছি না। অভাগী মেয়েটাই বা কোথায় গিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল? আর ভাবতে পারি না। যাক, সর্বস্ব যাক।

মৃগাংকের প্রবেশ।

মৃগাংক। বিষাদকে ফিরিয়ে এনেছি মহারাণি।

রত্না। এনেছ? কোথায় সে হতভাগিনী? কেন আবার তাকে আদর করে নিয়ে এলে? গলা টিপে মেরে ফেললে না কেন? কি হবে ও মা-বাপখেকো মেয়ের বেঁচে থেকে?

মৃগাংক। কিছু না। ওর মরাই ভাল।

রত্না। মরবেই ত। বাংলায় যখন এসেছে, তখন মরা ছাড়া আর কি গতি আছে বল। কেউ বাঁচবে না। অহিংসার দেবতা রুষ্ট হয়েছেন; বাংলার একটা কাকপক্ষীও জীবিত থাকবে না। মহারাজ বোধিবৃক্ষের মূলোচ্ছেদ করেছেন, যে বোধিবৃক্ষের পায়ে সমগ্র বৌদ্ধ ভারত মাথা নত করে, তাকে ছেদন করবার সময় তোমরা বাধা দিতে পারলে না?

মৃগাংক। বাধা দিয়েছিলাম মহারাণি। দাদা আমাকে পাগল বলে দূরে সরিয়ে দিলেন।

রত্না। তা দেবে না? অশিব যখন মানুষকে আশ্রয় করে, তখন সুবুদ্ধি এমনি করেই পালিয়ে যায়। বৌদ্ধধর্ম কি ধর্ম নয়?

মৃগাংক। সব ধর্মই মূলে এক বৌদি। খাল বিল নালা ডোবা সবারই জল গিয়ে মহাসাগরে মিশে যায়।

রত্না। তবে কেন তোমার দাদা বৌদ্ধধর্ম ধ্বংস করতে এমনি করে আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছেন? তুমি বাধা দিতে পার না?

মৃগাংক। তুমি ত জান, আমার কথা তিনি গ্রাহ্যই করেন না।

রত্না। তবে তুমি কি রকম ভাই?

মৃগাংক। তুমিই বা কি রকম স্ত্রী?

রত্না। রাজার পাপে শুধু কি রাজাই শাস্তি ভোগ করবে? প্রজাদের সর্বনাশ হবে না?

মৃগাংক। চোখেই ত দেখতে পাচ্ছ। দশ হাজার বাঙালী সৈন্য যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে, আর দশ হাজার আগুনে পুড়ে মরেছে।

রত্না। এরা বেঁচে থাকলে বাংলার মাটিতে স্বর্গ রচনা করতে পারত। কোন দোষে দোষী ছিল না এরা। তবু প্রাণ দিয়ে এদের রাজার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হল। এ অনাচার আর কতদিন তোমরা সহ্য করবে?

মৃগাংক। কি করব বল।

রত্না। একথা তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা কচ্ছ? তুমি পুরুষ, না নারী?

মৃগাংক। এতবড় একটা কাজ করে এলাম, আর তুমি বলছ আমি নারী?

রত্না। তা যদি না হবে, কেন তবে রাজার এই বল্গাহীন অনাচার মুখ বুজে সহ্য কচ্ছ? রাজার পাপে প্রজারা এমনি করে ছাই হয়ে যাবে, তবু তাকে সিংহাসনে বসিয়ে রাখতে হবে? যারা বেঁচে আছে, তাদের ডেকে আন, মন্ত্রী সেনাপতি পাত্রমিত্র সবাইকে নিয়ে দাবী জানাও যে, কর্ণসুবর্ণের সিংহাসনে মানববিদ্বেষী ধর্মদ্রোহী অনাচারী রাজার স্থান হবে না।

মৃগাংক। তবে কার স্থান হবে? তোমার?

রত্না। আমার কেন নির্বোধ? বাংলার রাজমুকুট কি তোমার মাথায় মানায় না?

মৃগাংক। যাও মহারাণি, যাও। একথা দ্বিতীয়বার আর উচ্চারণ করো না। আমি দাদার পাদুকা কেড়ে নিয়ে মাথায় তুলতে পারি, কিন্তু তাঁর রাজমুকুট নিজের মাথায় তুলে দিতে পারব না।

রত্না। ভক্তি ভাল, কিন্তু তার আতিশয্য ভাল নয়। [প্রস্থান।

মৃগাংক। রাগ করো না হে ভগবান বুদ্ধদেব, দাদা তোমায় আঘাত করেছে, আমি তোমায় বারবার প্রণাম কচ্ছি। শাস্তি দিতে হয় আমাকে দাও, দাদার অপরাধ নিও না দেবতা। আমি বলছি, তোমার মত দেবতা হয় না, আর বৌদ্ধধর্মই একমাত্র ধর্ম—হিন্দু-ধর্ম একদম বাজে। এই চেয়ে দেখ, প্রণাম কচ্ছি। এই রাম, এই দুই, এই তিন।

বিশ্বমর্দনের প্রবেশ।

বিশ্ব। মাথা ছাতু করব।

মৃগাংক। কে? দেখে মনে হচ্ছে, ভগবান তথাগত আমার সম্মুখে। কি রূপ রে বাবা!

বিশ্ব। তথাগত আবার কোন আটকুঁড়ির ব্যাটা? আমি হচ্ছি বিশ্বমর্দন।

মৃগাংক। সে আপনার চেহারা দেখেই বুঝতে পাচ্ছি। প্রহরীরা আপনাকে অমনি ছেড়ে দিলে? ঘা কতক দিয়ে দেয়নি ত?

বিশ্ব। কি? ঘা দেবে বিশ্বমর্দনকে? মাথাটা ছাতু করব না? তুমি ভেবেছ কি?

মৃগাংক। কিচ্ছু ভাবিনি, আপনি একটু দূর থেকে কথা বললে বাধিত হব। কিন্তু আমি বুঝতে পাচ্ছি না, আপনি সর্বাংগে সৃষ্টি-সংসার বেঁধে নিয়ে এসেছেন কেন?

বিশ্ব। আসব না? ছোটলোক ভেতো বাঙালীর ভাত জল খেয়ে জাত দেব না কি? বাঙালীর ছোঁয়া জল খেলে সাত জন্ম নরক, তা জান?

মৃগাংক। শাস্ত্রে এইরূপই লিখেছে বটে। এত জেনেশুনে আপনি বাঙালীর ঘরে এলেন কেন?

বিশ্ব। এসেছি কি অমনি? আমি তোমার মাথাটা ছাতু করব।

মৃগাংক। কেন প্রভু? অধমের উপর এত অনুগ্রহের কারণ?

বিশ্ব। বলি তুমিই ত শশাকংক?

মৃগাংক। শশাকংক!

বিশ্ব। মুখ ভেটকে রইলে কেন? বলি তুমি ত বাংলার রাজা? আমি তোমার মাথা ছাতু করব। তবে আমার নাম—

মৃগাংক। বিশ্বগর্দভ।

বিশ্ব। গর্দভ বললুম? তুমি ভয়ংকর পাজী লোক।

মৃগাংক। সে ত সবাই জানে। কিন্তু মশাইয়ের এখানে কি উদ্দেশ্যে আগমন? ভিক্ষে-সিক্ষে চাই না কি?

বিশ্ব। ভিক্ষে? আমি ভিখিরী? জান এই বিশ্বমর্দন মোড়লের সাতটা ধানের মরাই, দশজোড়া হালের গরু, তিন-তিনটে পুকুরে মাছ কিলবিল করে, চারটে গাইয়ের বাঁট দিয়ে দুধ গড়িয়ে পড়ে—

মৃগাংক। আর আটটা পরিবার অষ্টপ্রহর গায়ে সুড়সুড়ি দেয়।

বিশ্ব। এই, ভাল হবে না। এখনও সব কথা বলিনি, বললে তোমার চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবে।

মৃগাংক। চেহারা দেখেই এক চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে। আর একটা চোখ বাকি ছিল, তাও নাম শুনে ট্যারা হয়ে গেছে। ঢের ঢের লোক দেখেছি, কিন্তু তোমার মত বিশ্বগর্দভ আর দেখিনি।

বিশ্ব। ফের বিশ্বগর্দভ? আমি ব্যক্তিটা কে জান?

মৃগাংক। জানি। তুমি ত্রেতায় ছিলে কুম্ভকর্ণ, দ্বাপরে ছিলে ঘটোৎকচ, আর কলিযুগে বিশ্বগর্দভ।

বিশ্ব। থামো। এতবড় বাড় বেড়েছে তোমার ? তুমি ভেতো বাঙালী হয়ে আমার ছেলেকে চাকরিতে বহাল কর ?

মৃগাংক। কে তোমার ছেলে ?

বিশ্ব। আমার ছেলে বিজয়গুপ্ত। কোথায় সে শূয়ার ? বের করে দাও ব্যাটাকে। তাকে ত যা করব করবই ; তোমাকেও আমি খাব।

বিজয়গুপ্তের প্রবেশ।

বিজয়। আবার তুমি এখানেও এসেছ ?

বিশ্ব। ওরে শূয়ার, তুই আবার হেথায় এয়েছিস ? মাথা মুড়িয়ে গোবর খাইয়ে আমি তোকে ঘরে নিয়ে যাব।

বিজয়। বেরিয়ে যাও বলছি। আমি যাব না।

বিশ্ব। যাবি না ? এরা দেশের শত্তুর, এরা বোধিবিক্ষ কেটে ফেলে দিয়েছে—তুই আমার ছেলে হয়ে এদের চাকরি করবি, আর আমি তাই সহ্যি করব ? শোন ব্যাটা গিধ্বোড় ; তোর রক্তে চান না করে আমি ঘরে ফিরে যাব না।

বিজয়। বাবা—

বিশ্ব। চুপ, কে তোর বাবা ? তোর মা তোকে কুড়িয়ে এনেছেল, শেয়ালের দুধ খেয়ে তুই মানুষ হয়েছিস। ধম্ম যদি থাকে, এ অধম্মের ফল তুই পাবি ; আর কারও হাতে না হক, আমার হাতে, আমার হাতে।

[প্রস্থান।

মৃগাংক। যাও বাবা রাহু, থানেশ্বরের মুখ উজ্জ্বল করেছ, এবার বাপের সংগে ঘরের ছেলে ঘরে যাও।

বিজয়। ঘরে যাব? থানেশ্বরের রাজবংশ নির্মূল না করে আমি ঘরে ফিরে যাব না।

মৃগাংক। বেশ বেশ, এই ত পুরুষের মত কথা। কিন্তু এখানে ত আর সুবিধে হবে না বাবাজি। সম্রাট রাজ্যবর্ধন আসছেন। আর এক প্রহরের মধ্যে বাংলার সংগে থানেশ্বরের সন্ধি হবে। তারপর তোমাদের দুই রাহু-কেতুর কি দশা হবে ভেবে দেখেছ?

বিজয়। দেখেছি; আপনি এখন নিজের কাজে যান।

মৃগাংক। চটছ কেন বাবা রাহু? ভাল কথাই বলছি। যদি বাঁচতে চাও, কেতুরামকে নিয়ে পালিয়ে যাও।

বিজয়। কেন বিরক্ত কচ্ছেন?

মৃগাংক। হ্যাঁ হে ছোকরা, রাজ্যশ্রীকে ভাস্করবর্মার শিবিরে তুমিই না পৌঁছে দিয়েছিলে?

বিজয়। সে কথায় আপনার কি প্রয়োজন?

মৃগাংক। ভাস্করবর্মা তোমাকে খুব ধোলাই দিয়েছে বুঝি? কিন্তু এই বুড়ো লোকটা কি তোমার আপন বাপ, না সৎবাপ?

বিজয়। আমি তোমার শিরশ্ছেদ করব।

মৃগাংক। গুষ্টীর মাথা করবে ব্যাটা। যদি বাঁচতে চাও, পালাও। ওই রাজ্যবর্ধন আসছে। সাবধান, সাবধান। [প্রস্থান।

বিজয়। নির্বোধ ভাস্করবর্মা। পারিজাত হার হাতে তুলে দিতে গেলাম, স্পর্শ ই করলে না, উপরন্তু আমারই পেছনে ঘাতক লেলিয়ে দিলে। আচ্ছা, অপেক্ষা কর। যম তোমায় স্মরণ করেছে।

দেবগুপ্ত ও শশাংকের প্রবেশ।

শশাংক। না দেবগুপ্ত, না। বাংলা নিশ্চিহ্ন হক, কর্ণসুবর্ণের

মাটি অগ্নিদাহে দগ্ধ হয়ে যাক, রাজ্যহারা হয়ে বরং বৃক্ষতলে গিয়ে বাস করব, তবু এতবড় অধর্ম আমি করতে পারব না।

দেবগুপ্ত। কিসের অধর্ম পিতৃব্য? রাজনীতির সংগে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই।

বিজয়। এ সুযোগ একবার গেলে আর আসবে না মহানায়ক।

শশাংক। নাই আসুক। তাই বলে গুপ্তহত্যা!

দেবগুপ্ত। শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।

বিজয়। রাজনীতি ক্ষেত্রে অধর্ম কিছু নেই।

শশাংক। চুপ চুপ; দেওয়ালগুলো ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। আকাশটা সশব্দে ভেঙে মাথার উপর পড়বে। সন্ধির জন্য ডেকে এনে মহামান্য অতিথিকে হত্যা করব, মহানায়ক শশাংক এতই কি কাপুরুষ?

দেবগুপ্ত। এর নাম কাপুরুষতা নয়, প্রতিহিংসা। আপনি কি ভুলে গেছেন, এই রাজ্যবর্ধন বিনা দোষে আপনার জামাতাকে হত্যা করেছে?

শশাংক। ভুলিনি দেবগুপ্ত। তারই নিষ্ঠুরতায় আমার কন্যা-জামাতা আজ পরলোকে, তাদের অনাথিনী কন্যা আজ স্রোতের তৃণের মত ঘাটে ঘাটে আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছে। কোথায় গেল সে ভাগ্যহীনা বালিকা?

বিজয়। বোধহয় রাজ্যবর্ধন তাকেও জীবন্ত দগ্ধ করেছে।

শশাংক। কে বললে? না না, তা কি হয়? সে মুখের দিকে চাইলে বাঘের থাবাও স্তব্ধ হয়ে যায়।

দেবগুপ্ত। রাজ্যবর্ধন বাঘের চেয়েও ভয়ংকর। বিনা দোষে তার অনুচরেরা কর্ণসুবর্ণের দশ হাজার অধিবাসীকে জীবন্ত দগ্ধ করেছে।

শশাংক। তা করেছে সত্য।

বিজয়। যারা পালিয়ে যেতে চেয়েছিল, তাদের জোর করে ধরে এনে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছে।

শশাংক। ওরে, আমি পাগল হয়ে যাব।

দেবগুপ্ত। শিশু-বৃদ্ধ-নারী কাউকে ওরা ক্ষমা করেনি, আর আপনি ক্ষমা করতে চান এতবড় জল্লাদকে? ভারতের এতবড় শত্রু, বাংলার এতবড় জল্লাদ, হিন্দুধর্মের এতবড় বিদ্বেষীকে আপনি মুঠোর মধ্যে পেয়ে ছেড়ে দিতে চান?

শশাংক। ওরে, সে যে পরম বিশ্বাসে সন্ধি করতে আমার প্রাসাদে আসছে। আমি তার বুকে ছুরি বিঁধিয়ে দেব? সমগ্র ভারত ধিক্কার দেবে, তেত্রিশ কোটি দেবতা অভিশাপ দেবে, বন্ধুরা সরে যাবে, শত্রুদের রসনা বিষোদ্গার করবে, মহানায়ক শশাংকের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় মসীলিপ্ত হয়ে থাকবে।

বিজয়। কিন্তু বিনা দোষে যারা প্রাণ দিয়েছে, তারা স্বর্গ থেকে আপনাকে আশীর্বাদ করবে। তাদের মৃত্যুর প্রতিশোধ যদি আপনি না নেন, তাহলে অপঘাতে মৃত সেই হতভাগ্যরা চিরদিন শূন্যে বিচরণ করবে।

শশাংক। তা বটে। তারা আমারই অক্ষমতার বলি। কিন্তু—

দেবগুপ্ত। এর পরেও 'কিন্তু'? এই হিন্দুবিদ্বেষী রাজ্যবর্ধন ভগবান বিষ্ণুর দারুমূর্তি দগ্ধ করেছে।

শশাংক। কি বললে? ভগবান বিষ্ণুর দারুমূর্তি দগ্ধ করেছে?

দেবগুপ্ত। শুধু তাই নয়। পূজারী পুজোয় বসেছিল, তার কি করেছে দেখবেন?

শশাংক। কি করেছে?

বিজয়। ওই চেয়ে দেখুন।

গীতকণ্ঠে মৃতপ্রায় ভৈরবের প্রবেশ।

ভৈরব।—

গীত

কোথায় মানুষ, কোথায় মানুষ, বাংলা কি মেষে ভরা?
বীর বাঙালীর বাহুতে কি এল অকালে আজিকে জরা?
দেবতারে যারা করে দিল ছাই,
তার মাথা নিতে হিন্দু কি নাই?
কারে এত ভয়, কর অরি লয়, জাতি কি জ্যান্তে মরা?

শশাংক। ব্রাহ্মণ!

ভৈরব। প্রতিশোধ নাও রাজা, প্রতিশোধ নাও।

[প্রস্থান।

শশাংক। ধর্ম নেই, মমতা পুঁথির পাতায় আত্মগোপন করেছে, সৌজন্যের স্থান পৃথিবীর মাটিতে নেই। শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ। ঠিক বলেছ চাণক্য। আজ যদি তাকে সরিয়ে না দিই, তাহলে একদিন ভারতের মাটি থেকে হিন্দুধর্ম বিলুপ্ত হয়ে যাবে। শত শত বিগ্রহ এমনি করে ছাই হয়ে যাবে। সমগ্র হিন্দু ভারত তার মৃত্যু চায়।

দেবগুপ্ত ও বিজয়। নিশ্চয়।

শশাংক। কে বলছে, অতিথি নারায়ণ?

বিজয়। অতিথি সে নয়। সে বিজয়ীর দর্প নিয়ে মাথা উঁচু করে আপনার প্রাসাদে আসছে।

শশাংক। দেখ ত, তেত্রিশ কোটি দেবতা স্বর্গের দোর খুলে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে না?

দেবগুপ্ত। না পিতৃব্য! ওরা দেবতা নয়, আপনার নির্যাতিত দশ হাজার ভাগ্যহীন প্রজা। স্বর্গদ্বার ওদের কাছে রুদ্ধ হয়ে আছে। রাজ্যবর্ধনের রক্ত দিয়ে ওদের তর্পণ করে আসুন।

শশাংক। তাই কর, যা হয় হক।

দেবগুপ্ত। আশা করি এ আদেশ আর প্রত্যাহার করবেন না।

শশাংক। যদি করি, তোমরা গ্রাহ্য করো না। ওই আসছে রাজ্যবর্ধন। ওরে তোরা ভেরী বাজা, ওরে তোরা শংখধ্বনি কর, মহানায়ক শশাংকের আজ সমাধি।

রাজ্যবর্ধনের প্রবেশ।

রাজ্য। মহানায়ক শশাংকের জয় হক।

শশাংক। জয়! হ্যাঁ, তা ত হবেই। বিশ হাজার বাঙালীর মৃতদেহের উপর দিয়ে তুমিই ত আমার বিজয়রথ টেনে এনেছ রাজ্যবর্ধন।

রাজ্য। মহারাজ শশাংক, অপরাধ আপনিও করেছেন, আমিও করেছি। আজ সেকথা থাক। আজ সৌহার্দ্যের ডাক এসেছে। অতীতের জঞ্জাল আজ অতীতে বিলীন হয়ে যাক। ভারতের দুই শক্তি—বৌদ্ধ থানেশ্বর আর হিন্দু বাংলার মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে যে বিদ্বেষ ভারতের সমৃদ্ধির পথে বাধা সৃষ্টি করেছে, আজ তার অবসান হক।

বিজয়। সাধু—সাধু।

রাজ্য। মহানায়ক, আপনি বয়সে প্রবীণ, আমি আপনাকে কি বলে বোঝাব? আমাদের এই বৈরিতায় শুধু শত্রুর শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে। কামরূপ থেকে ভাস্করবর্মা লুব্ধ দৃষ্টিতে বাংলা আর

থানেশ্বরের দিকে চেয়ে আছে। আসুন, আমরা আজ মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে শত্রুর কণ্ঠরোধ করি।

দেবগুপ্ত। উত্তম প্রস্তাব। সম্রাট রাজ্যবর্ধনকে আমরা অভিবাদন জানাচ্ছি। [দেবগুপ্ত ও বিজয়গুপ্ত তরবারি বাহির করিয়া অভিবাদন করিল]

শশাংক। তুমি আজ ফিরে যাও রাজ্যবর্ধন। আজ দিনটা ভাল নয়।

রাজ্য। কেন মহারাজ, আজ বুদ্ধপূর্ণিমা, অতি শুভদিন।

শশাংক। শুভদিন বটে। কিন্তু আমি বড় অসুস্থ।

দেবগুপ্ত। আপনি যান পিতৃব্য। যা করতে হয় আমরাই করব।

শশাংক। না না, তোমরা যাও, তোমরা যাও।

রাজ্য। মহানায়ক শশাংক, আমার ভগ্নী রাজ্যশ্রীর অকাল বৈধব্য আমাকে পাগল করে তুলেছিল। শোকে দুঃখে উন্মাদ হয়ে মালব আর বাংলায় মহাশ্মশান জ্বালিয়েছি আমি। মালবের জন্য আমি অনুতপ্ত নই। কিন্তু নিরীহ বাঙালীর এই শোচনীয় মৃত্যুর কথা মনে করে আজ আমার চোখের জল বাধা মানে না। যত গৃহ আমি ভস্মসাৎ করেছি, সব আমিই আবার বেঁধে দিয়ে যাব; যত নারীকে আমি বৈধব্য দিয়েছি, তাদের সবারই ক্ষতি পূরণ করব। যে রক্তপায়ী রাক্ষস আমার মনে বাসা বেঁধেছিল, সে আজ পালিয়ে গেছে। অনুশোচনার আগুনে পরিশুদ্ধ হয়ে আজ আমি আপনার কাছে এসেছি মহারাজ; আমায় বন্ধু বলে গ্রহণ করুন।

বিজয় ও দেবগুপ্ত। বন্ধু! বন্ধু! [দুই দিক হইতে তরবারি দ্বারা আক্রমণ]

রাজ্য। এ কি! প্রবঞ্চনা! [উঠিয়া তরবারি নিষ্কাসন] ভীরু কাপুরুষ বিশ্বাসঘাতক, সন্ধির জন্য নিমন্ত্রণ করে এনে গুপ্তহত্যার আয়োজন! বাংলা রসাতলে যাক, হিন্দুধর্ম নিশ্চিহ্ন হক।

[বিজয়গুপ্ত ও দেবগুপ্তের সহিত যুদ্ধ]

শশাংক। ক্ষান্ত হও দেবগুপ্ত, ক্ষান্ত হও বিজয়। ওরে, সমগ্র ভারতে সমরাগ্নি জলে উঠবে, পৃথিবীর বুক থেকে সভ্যতার আলোক চিরদিনের জন্য মুছে যাবে। ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, মহানায়ক শশাংকের আদেশ।

দেবগুপ্ত। মহানায়কের আদেশই আমরা পালন কচ্ছি।

শশাংক। ওঃ—মুখ ঢাকো সূর্যদেব, চোখ বুজে থাক তেত্রিশ কোটি দেবতা।

দেবগুপ্ত ও বিজয়। জয় মহানায়ক শশাংকের জয়।

[দুই দিক হইতে দুইজনে তরবারি বিঁধাইয়া দিল, রাজ্যবর্ধন ভূপতিত হইলেন দেবগুপ্ত ও বিজয়গুপ্তের প্রস্থান]

রাজ্য। আঃ—মহানায়ক শশাংক, তুমি গুপ্তঘাতক।

দ্রুত মৃগাংকের প্রবেশ।

মৃগাংক। এ কি! সম্রাট রাজ্যবর্ধন আহত, মরণাপন্ন? আর সে তোমারই প্রাসাদে? এ মহামান্য অতিথিকে মৃত্যুর অর্ধপথে টেনে আনলে কে দাদা?

শশাংক। আমি।

রত্নাবলীর প্রবেশ।

রত্না। তুমি! এও তোমার পক্ষে সম্ভব হল? তোমার বীরত্ব

আমি দেখেছি, নিষ্ঠুরতার পরিচয়ও অসংখ্য পেয়েছি, তোমার ধর্মান্ধতারও অসংখ্য দৃষ্টান্ত আমার চোখের উপর ভাসছে। কিন্তু এ মূর্তি ত কখনও দেখিনি। তুমি বিশ্বাসঘাতক, তুমি গুপ্তঘাতক! ওঃ—তোমার এ কুৎসিত রূপ দেখবার আগে আমার মৃত্যু হল না কেন?

শশাংক। অভিশাপ দাও, সবাই অভিশাপ দাও।

বিষাদের প্রবেশ।

বিষাদ। আমি ত ক্ষমা করেছি আমার পিতৃমাতৃহন্তাকে। তুমি পারলে না? অপরাধ তুমিও ত কম করনি। তার জন্য গুপ্তহত্যা! ধিক তোমাকে হিন্দুকুলকলংক।

শশাংক। বল—আরও বল, যে যত পার তিরস্কার কর।

মৃগাংক। হিন্দুধর্মের রক্ষক না তুমি? হিন্দুধর্মে অতিথি যে নারায়ণ, এ কথাটাও কি তোমার জানা ছিল না? কি করলে তুমি দাদা?

শশাংক। ছুরি আছে, ছুরি? এই বুকটাতে বিঁধিয়ে দে।

রত্না। বাবা, কেন তুমি এসেছিলে এ শত্রুর প্রাসাদে?

মৃগাংক। সব আমারই দোষ।

রাজ্য। কারও দোষ নয়। এ আমারই কর্মফল। একদিন আমারই চোখের উপর কুমারগুপ্তের মৃতদেহ এমনি করে লুটিয়ে পড়েছিল। শক্তি থাকতেও আমি বাধা দিইনি। এ তারই প্রতিফল।

শশাংক। রাজ্যবর্ধন!

রাজ্য। মহানায়ক শশাংক, জীবনে আমরা কলহ করেছি।

মৃত্যুর সংগে বিরোধ নেই। বাংলার মাটিতে সম্রাট রাজ্যবর্ধনের চিতাশয্যার জন্য যেন স্থানাভাব না হয়। মা কই আমার? কাছে এস মা। আরও কাছে।

মৃগাংক ও বিষাদ। সম্রাট!

রাজ্য। কোন পাপ বৃথা যায় না মা। তোমার কাছে যে অপরাধ করেছিলাম, প্রাণ দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করে গেলাম। আশা ছিল মা, তোমাকে আমার ঘরে নিয়ে যাব। মানুষ গড়ে, দেবতা ভাঙে। হে অমিতাভ, হে জ্যোতির্ময়! ভারতের শান্তি হক, অহিংসার জয় হক। বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি

[মৃগাংক ও বিষাদের সাহায্যে প্রস্থান।

রত্না। তোমার চোখে জল! চমৎকার।

শশাংক। আমি মারিনি রাণী। রাজ্যবর্ধনকে মেরেছে কুমার-গুপ্তের অশরীরী আত্মা, দেবতার দগ্ধ বিগ্রহের অভিশাপ, আর দশ হাজার নির্যাতিত বাঙালীর মিলিত দীর্ঘশ্বাস। কে এল? আমার দেহের মধ্যে কে এসে প্রবেশ করলে? ব্যাধি, না জরা? এ কি! চারিদিক থেকে এ কারা আমায় ঘিরে ধরেছে? বোধিবৃক্ষ? একটা নয়, দুটো নয়, হাজার হাজার। বৃক্ষ কথা কয়? কি বলছে ওরা?

রত্না। বলছে—এতবড় পাপ প্রকৃতি সয় না। শুধু ওরা নয়, আমিও বলছি, তোমার ধ্বংস হক, ভারতের মাটি শীতল হক।

[প্রস্থান।

শশাংক। সত্যিই কি আমি এত অপরাধী! আমার মৃত্যুতে ভারতের মাটি শীতল হবে? কেন? হিন্দুধর্মকে এরা নিশ্চিহ্ন করতে সহস্র প্রহরণ নিয়ে ছুটে আসবে, আর আমি নির্বাক দর্শকের মত

চেয়ে থাকব? না, তা হবে না। হিন্দুধর্মের গায়ে যে কাঁটার আঁচড় দেবে, সে আমার শত্রু, আমি তাকে চূর্ণ করব। কে তুমি করুণ নয়নে চেয়ে আছ? বুদ্ধদেব? সরে যাও। কারা অট্টহাসি হাসছে? বোধিবৃক্ষের দল? চুপ, চুপ, একবার ছেদন করেছি, প্রয়োজন হয়, শেকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলব। বৌদ্ধধর্ম নিশ্চিহ্ন হক, হিন্দুধর্ম অমর অক্ষয় অজেয়।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অংক

প্রথম দৃশ্য

থানেশ্বর রাজপ্রাসাদ

দ্রুত রাজ্যশ্রীর প্রবেশ।

রাজ্যশ্রী। কে ডাকছে? কে? দাদা? কোথা থেকে ডাকছ তুমি? কই, কেউ ত কোথাও নেই।

নক্ষত্রের প্রবেশ।

নক্ষত্র। কি হয়েছে পিসীমা? কোথায় যাচ্ছ তুমি?

রাজ্যশ্রী। দোর খুলতে বল নক্ষত্র। দাদা ফিরে এসেছে। আমার নাম ধরে তিনবার ডাকলে।

নক্ষত্র। তুমি ভুল শুনেছ পিসীমা। কেউ ডাকেনি।

রাজ্যশ্রী। কেউ ডাকেনি? আমি যে স্পষ্ট শুনতে পেলাম। ওরে নক্ষত্র, তুই দ্বারীদের দোর খুলতে বল। আমি বলছি, দাদা এসেছে। কিন্তু এমন আর্তস্বরে ডাকলে কেন? তবে কি পরাজিত হয়ে ফিরে এল? বৈর নির্যাতন হল না? স্বামীর পিপাসিত আত্মার শান্তি হবে না? দেবগুপ্ত মরবে না? মহানায়ক শশাংক বেঁচে থাকবে? বিজয়গুপ্তের মাথাটা মাটিতে লুটিয়ে পড়বে না?

নক্ষত্র। কেঁদো না পিসীমা। তুমি ঠিক জেনো, যারা তোমার সর্বনাশ করেছে, তাদের মৃত্যুসংবাদ না নিয়ে সম্রাট ফিরবেন না।

রাজ্যশ্রী। তবে এমন আর্তস্বরে ডাকলে কেন?

নক্ষত্র। কেউ ডাকেনি।

রাজ্যশ্রী। তুই জানিস না।

নক্ষত্র। জানি পিসীমা। আমি জেগেই ছিলাম।

রাজ্যশ্রী। জেগেছিলি? ঘুমোসনি?

নক্ষত্র। কি করে ঘুমোব? তুমি এ ঘরে সারারাত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ, শুনে আমার চোখে ঘুম আসে না। যেদিন তুমি এসেছ, সেদিন থেকে আমি আর ঘুমোইনি পিসীমা।

রাজ্যশ্রী। ওরে আমার যাদু, ওরে আমার মাণিক, আমার দুঃখে তুইও কাঁদবি? না রে না, শোকের এ মহাসাগরে তুই আর অবগাহন করিসনে। সত্যই ত, কোথায় গেল সে মুক্তোঝরা হাসি? আমি কি সবাইকে পাগল করব? এমন অভিশপ্ত জীবন আমার? কি করব বল ত।

নক্ষত্র।—

গীত

ফেলিস না আর অশ্রুজল!
সার করে নে ত্রিতাপহরণ অমিতাভের পদতল!
শুনেছি সে পতিত পতি,
নিরুপায়ের পরম গতি,
পিতামাতা বন্ধুভ্রাতা সব পাওয়ার সে তীর্থস্থল।
কাঁদিস না আর, কাঁদিস না মা,
ব্যথার বোঝা সে পায় না মা
দুঃখে যে তোর পাগল হল আকাশ বায়ু ধরাতল!

[প্রস্থান।

রাজ্যশ্রী। ওরে দ্বারি, দোর খুলে দে, দাদা এসেছে, তোদের সম্রাট এসেছে।

শুক্লার প্রবেশ।

শুক্লা। হ্যাগা, তুমি ভেবেছ কি? দিনের পর দিন এমনি করে সবাইকে পাগল করবে? তোমার ভাই ত রাজকাজ শিকেয় তুলে বসে আছে। ওকে ত আমি খরচের খাতায় লিখেই রেখেছি। কিন্তু বংশের একটা মাত্র ছেলে ওই নক্ষত্র, তুমি তাকেও বাঁচতে দেবে না?

রাজ্যশ্রী। কেন? কেন? কি হয়েছে তার বৌদি?

শুক্লা। কি হয়েছে দেখতে পাচ্ছ না? তুমি সারারাত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ, আর সে ছোঁড়াও চোখের পাতা বোজে না। এমনি করে একটা শিশু কদিন বাঁচতে পারে?

রাজ্যশ্রী। কি করব বল? এ আমার দুর্ভাগ্য। তুমি আমাকে আর কোন ঘরে সরিয়ে দাও।

শুক্লা। তাহলে তোমার ভাই কি আমার ঘাড়ে মাথা রাখবে?

রাজ্যশ্রী। তুমি আমায় কি করতে বল।

শুক্লা। গলায় কলসী বেঁধে মরতে পারলে না?

রাজ্যশ্রী। স্বামিহন্তার মৃত্যু না দেখে আমি মরব না।

শুক্লা। থাক থাক, ওসব অভিনয় আমি খুব বুঝি।

রাজ্যশ্রী। অভিনয়!

শুক্লা। তবে কি? স্বামী ত কত লোকেরই মরে; কোন সতীসাধ্বী এমনি করে কেঁদে নদী বইয়ে দেয়? অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ! তোমার ভাই যখন চোখের জলে ভাসে, আমার তখন হেসে নাড়ী ছিঁড়ে যায়।

রাজ্যশ্রী। হাসির কথাই বটে বৌদি। এ মুখের হাসি তোমার

অক্ষয় হক। আমার মত দুর্ভাগ্য যেন তোমার ঘরের ত্রিসীমানায় না আসে।

শুক্লা। কেন তুই আমার ঘরে ফিরে এলি কালামুখি? তোর নিঃশ্বাসে কনোজের মাটি জ্বলে গেছে, আবার থানেশ্বরের মাটি জ্বালাতে এসেছিস?

রাজ্যশ্রী। বৌদি!

শুক্লা। স্বামী-পুত্র নিয়ে তুই আমায় সুখে ঘর করতে দিবি না? নিজের স্বামীর মাথাটা চিবিয়ে খেয়েছিস, আবার আমার স্বামীকে পাগল করতে এসেছিস? তোর নিঃশ্বাসে আমার ছেলে আধখানা হয়ে গেছে; এরপর মুখে রক্ত উঠে মরবে।

রাজ্যশ্রী। না না, সে আমি সইতে পারব না। আমার বুকের রক্ত দিলে যদি তার কল্যাণ হয়, বুক চিরে রক্ত নাও বৌদি।

শুক্লা। বেরিয়ে যা তুই আমার বাড়ী থেকে।

রাজ্যশ্রী। বেরিয়ে যাব! আমি যে শপথ করে বেরিয়েছি, শত্রুর মৃত্যুসংবাদ না নিয়ে কনোজে ফিরে যাব না। কোথায় যাব বল?

শুক্লা। যে নাগরের কাছে যাচ্ছিলি, তার কাছেই যা।

রাজ্যশ্রী। বৌদি! ওঃ—অদৃষ্টে এও ছিল? একদিন এ ঘরের আমিই ছিলাম সর্বময়ী কর্ত্রী; সেদিন এই রাজকন্যার মুখের কথায় তোমাদের মাথা হাওয়ায় উড়ে যেতে পারত। চাষীর মেয়েকে রাজপ্রাসাদে বরণ করে নিতে আমিই প্রথম এগিয়ে গিয়েছিলাম। আজ আমার পিতার প্রাসাদে আমি কেউ নই। তুমি শুনতে পাওনি ত সম্রাট প্রভাকরবর্ধন? অভিশাপ দিও না বাবা, অভিশাপ দিও না।

শুক্লা। চোখের জল ফেলিসনি বলছি। ঘরের লক্ষ্মীকে বিদেয় করার চক্র! বেরিয়ে যা কলংকিনি।

রাজ্যশ্রী। আর বলো না বৌদি। অনেকবার শুনেছি, আর ও কথা উচ্চারণ করো না। এখনও তাঁর অশরীরী আত্মা আমার কাছে কাছে আছে। একথা শুনলে সে ঘৃণায় সরে যাবে। এত-দিন কথাটা বলিনি, আজ বলছি শোন। আমায় পথ থেকে যে পাষণ্ড ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, সে তোমারই ভাই বিক্রমগুপ্ত।

শুক্লা। আমার ভাইয়ের নামে এতবড় অপবাদ!

রাজ্যশ্রী। সদ্যোবিধবা আমি, আমাকে দেবগুপ্তের হাতে তুলে দিতে তার চেষ্টার বিরাম ছিল না। তারই ভগ্নী তুমি, আমাকে কলংকিনী তুমিই ত বলবে।

শুক্লা। তুই বেরিয়ে যাবি কি না, তাই আমি জানতে চাই।

রাজ্যশ্রী। যাচ্ছি বৌরাণি। ভোর হয়েছে। আর যেতে বাধা নেই। আমি ইচ্ছা করলে এই মুহূর্তে তোমার স্বপ্নের প্রাসাদ ভেঙে দিয়ে যেতে পারতুম। কিছুই করব না। তুমি যে নক্ষত্রের মা। আমার জন্য নক্ষত্রের চোখে ঘুম নেই, আমার বিষাক্ত নিঃশ্বাসে সে জ্বলে যাবে, এ আমার সইবে না। সুখে থাক তোমরা। 'বাবা, তোমার ঘর ছেড়ে আমি জন্মের মত চলে যাচ্ছি বাবা! শোকে দগ্ধ হয়ে জুড়োতে এসেছিলাম। দিলে না তোমারই পুত্রবধূ।

অর্জুনের প্রবেশ।

অর্জুন। চল মা, ঘরে ফিরে চল। আর কতদিন পরের ঘরে পড়ে থাকবে মা? এরা লোক ভাল নয়। নইলে চাষার মেয়ে তোমাকে বলে কলংকিনী!

শুক্লা। কলংকিনীকে কি সতীসাধ্বী বলতে হবে?

অর্জুন। এও কি সয়? ও মা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, হয় তুমি ঘরে চল, না হয় আমাকে অনুমতি দাও, আমি এই চাষার বেটির মাথাটা ছাতু করে দিই, তারপর শূলে যেতে হয় যাব।

শুক্লা। এতবড় দুঃসাহস তোমার? কে আছ এখানে?

অর্জুন। ডাক তোমার স্বামীকে, ডাক আরও যে যেখানে আছে। আর মার কথা শুনব না। হাটে হাঁড়ি ভাঙব আমি। তোমার ভাইয়ের গুণপনা সব প্রকাশ করে দিয়ে যাব।

শুক্লা। আমি তোমার মাথাটা নামিয়ে দেব।

রাজ্যশ্রী। চুপ কর বৌদি। তোমারই এতে সর্বনাশ হবে। আমি তোমার সব আপদ বালাই নিয়ে চলে যাচ্ছি।

অর্জুন। চল মা। এ ছোটলোকের মেয়ে, এ অসভ্য ইতর অভদ্র। তুমি আর ওর ছায়া মাড়াতে পাবে না। জন্মের মত বাপের বাড়ী ছেড়ে চান করে ঘরে যাই চল।

রাজ্যশ্রী। তুমি কনৌজে ফিরে যাও অর্জুন। আমার নামে কনৌজের শোকাচ্ছন্ন প্রজাদের পালন করো। তাদের বলো—তাদের মা মরেনি, তিন শত্রুর মৃত্যুসংবাদ নিয়ে সে কানাজ ফিরে আসবে।

অর্জুন। কোথায় যাচ্ছ মা? এখনও যে রাত্রি ভাল করে ভোর হয়নি।

রাজ্যশ্রী। অষ্টপ্রহরই ত আমার রাত্রি বাবা। যেদিন ভোর হবে, সেদিন আবার তোমাদের মাঝখানে ফিরে যাব। বৌদি, তুমি গুরুজন, যাবার সময় প্রণাম করে যাচ্ছি। সুখে থাকো, সুখে থাকো।

[প্রস্থান।

অর্জুন। মা, মা—

শুক্লা। চেঁচিও না বলছি।

অর্জুন। আমার মাকে তুমি অপমান করে বিনা দোষে রাত্রির অন্ধকারে তাড়িয়ে দিলে, আমি মুখ বুজে সয়ে যাব? যাবার আগে আমি তোমাদের সুখের ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে যাব। কে আছ এখানে? কুমার হর্ষবর্ধনকে সংবাদ দাও। কুমার হর্ষবর্ধন, কুমার হর্ষবর্ধন, ওঠ—জাগো।

শুক্লা। চুপ কর বলছি।

অর্জুন। কেন চুপ করব? জ্বলুক আগুন, দাউ দাউ করে জ্বলে উঠুক।

হর্ষবর্ধনের প্রবেশ।

হর্ষ। কোথায় আগুন? কে—অর্জুন? কি বলছ তুমি? কোথায় আগুন লেগেছে?

অর্জুন। আপনাদের রাজপ্রাসাদে। আর সে আগুন জ্বালিয়েছে এই চাষার মেয়ে।

হর্ষ। স্তব্ধ হও বৃদ্ধ।

শুক্লা। মাথাটা নামিয়ে দাও।

অর্জুন। এস, নামাও মাথা। কি হবে মাথা নিয়ে ফিরে গিয়ে? আমার মাকে তুমি ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছ—

হর্ষ। কি বললে? কার কথা বলছ?

অর্জুন। আমার রাণীমা, আপনার বোন।

হর্ষ। রাজ্যশ্রী! কোথায় সে?

অর্জুন। তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে।

হর্ষ। তাড়িয়ে দিয়েছে রাজ্যশ্রীকে! কে?

অর্জুন। এই দেবী।

হর্ষ। সে কি!

অর্জুন। আর একটা কথা বলছি শোন। কি জানি কেন, মা এতদিন মুখে হাত চাপা দিয়ে রেখেছিল। তোমার বোনকে পথ থেকে কে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল জান?

হর্ষ। কে?

শুক্লা। বেরোবে ত বেরোও, নইলে—

অর্জুন। কনোজরাজের মাথাটা কোন জল্লাদের হাতে কাটা গেছ জান?

হর্ষ। কোন সে পাষণ্ড?

অর্জুন। এই ঠাকরুণের ভাই বিজয়গুপ্ত।

হর্ষ। বিজয়গুপ্ত!

শুক্লা। মিথ্যা কথা।

অর্জুন। না, সত্য। ভাই করেছে তাকে অপমান, আর বোন করেছে ঘরছাড়া। সুখে সংসার কর। আবার যদি বাপের বাড়ী আসতে চায়, মাকে আমি গলা টিপে মারব।

[প্রস্থান।

হর্ষ। শুক্লা।

শুক্লা। কি?

হর্ষ। কোথায় রাজ্যশ্রী?

শুক্লা। কি জানি কোন চুলোয় গেছে।

হর্ষ। একথা সত্য যে, তুমিই তাকে তাড়িয়ে দিয়েছ?

শুক্লা। আমি তাড়াব কেন? পা তুলেই সে বসেছিল, একটা

ছুতোনাতা করে বেরিয়ে গেল। তুমি ওকে চেন না, কিন্তু আমি চিনি।

হর্ষ। রসনা সংযত কর নারি। কি বলেছিলে তাকে?

শুক্লা। বলেছিলাম—তোমার নিঃশ্বাসে বিষ আছে, বিষের জ্বালায় আমার ছেলেটা আধখানা হয়ে গেছে। মিথ্যে বলেছি?

হর্ষ। না, সত্য বলেছ। তোমার কাছে যা সত্য, আমাদের কাছে তা মিথ্যা। যার দুশ্চরিত্র ভাই আমার সাধ্বী ভগ্নীকে পথ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বিদেশীর হাতে সমর্পণ করতে গিয়েছিল, সেই তাকে কটূক্তি করতে সাহস করে! দাসী হবার যোগ্যতা যার নেই, থানেশ্বরের রাজপ্রাসাদের সম্মানের উচ্চ আসন পেয়ে সে সর্বজনমান্যা রাজকন্যাকে তাড়িয়ে দিতে সাহস করে! কি করব তোমাকে আমি ভেবে পাচ্ছি না। তুমি এত নীচ যে, তোমাকে স্পর্শ করতেও আমার ঘৃণা হচ্ছে।

শুক্লা। কি বললে? আমি অস্পৃশ্য?

হর্ষ। কুষ্ঠরোগীর চেয়েও অস্পৃশ্য, মলমূত্রের চেয়েও ঘৃণ্য।

শুক্লা। নক্ষত্রকে নিয়ে আসছি। দেখে যাক, ছোটলোক তার মা, না বাবা। [প্রস্থানোদ্যোগ]

হর্ষ। ওদিকে নয়। যে পথে রাজ্যশ্রী গেছে, তুমিও সেই পথে যাও। রাজ্যশ্রীকে নিয়ে দন্তে তৃণধারণ করে যদি ফিরে আসতে পার, এ প্রাসাদে দাসীমহলে স্থান পাবে।

শুক্লা। দাসীমহলে!

হর্ষ। আর ওই সংগে তোমার ভাইয়ের মাথাটা এনে যদি আমায় উপহার দিতে পার, তাহলে আবার আমি তোমায় স্ত্রী বলে গ্রহণ করব। নইলে তোমার সংগে আজই আমার সম্পর্কচ্ছেদ।

বিরূপাক্ষের প্রবেশ।

বিরূপাক্ষ। এ তুমি কি বলছ বাবাজি?

হর্ষ। বলছি, আপনার ভাগ্নীটি যে ঘর থেকে এসেছে, সেই ঘরেই তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যান। এ রত্ন রাখবার স্থান আমাদের ঘরে নেই।

বিরূপাক্ষ। অ্যাঁ! এই কথা বলছ তুমি?

হর্ষ। হ্যাঁ, আমি। দেরী করবেন না। প্রজারা জেগে উঠলে পাথর ছুঁড়ে মারবে। সম্রাট রাজ্যবর্ধনের ভ্রাতৃবধূকে পথিকেরা অসম্মান করবে, এ আমি চাই না। আমি শিবিকা প্রস্তুত করতে বলে দিচ্ছি, আর সোনাদানায় শিবিকা পূর্ণ করে দিচ্ছি। প্রয়োজন হয় আরও দেব; কিন্তু আমার ভগ্নীকে যে সইতে পারলে না, তাকে প্রাসাদে স্থান দেব না। ভাগ্নী যখন পর হয়ে গেল, মামাকেও আর প্রয়োজন নেই।

বিরূপাক্ষ। ও শুক্লা, তুমি দেখছ কি? বাবাজী উন্মাদ হয়ে গেছে, বৈদ্যকে সংবাদ দাও। হা ঈশ্বর, শেষে এই করলে? আমার মনিবের বংশটাকে—

হর্ষ। বেরিয়ে যাও বৃদ্ধ শকুন। নইলে আমি তোমার শিরশ্ছেদ করব।

বিরূপাক্ষ। অ্যাঁ! আচ্ছা, তাহলে আসি। আমি তা বলে রাগ করিনি বাবাজি। তুমি সুস্থ হলে আবার আসব। এস মা, আমি সব গুছিয়ে নিইগে। [প্রস্থান।

শুক্লা। এ কি তুমি সত্যি বলছ, আমায় প্রাসাদ ত্যাগ করে চলে যেতে হবে?

হর্ষ। এখনও যাওনি কেন, তাই আমি বুঝতে পাচ্ছি না। দ্বারী এসে রাজপথে নামিয়ে দেবে, এই কি তুমি চাও? আমায় আর উত্তপ্ত করো না। আমি মরিয়া হয়েছি, এরপর হয়ত মাথাটা তোমার মাটিতে লুটিয়ে পড়বে।

শুক্লা। কুমার!

হর্ষ। কত অর্থ চাই বল? কত সোনা তুমি বয়ে নিতে পারবে নিয়ে যাও। অনেকদিন আমি তোমাকে সহ্য করেছি, আর আমার সইবার শক্তি নেই। দয়া করে আমায় নিষ্কৃতি দাও।

শুক্লা। দেব, আগে সম্রাট আসুন, তারপর।

হর্ষ। সে সুযোগ আমি তোমায় দেব না। তোমাকে এই মুহূর্তে প্রাসাদ ত্যাগ করতে হবে।

শুক্লা। তাই হক। দেখি তোমার ভাই তোমাকে কি পুরস্কার দেন। আমি তাঁর কাছেই যাচ্ছি। ভগ্নীর শোকে বুক চাপড়ে কাঁদ। আমি তার মৃত্যুসংবাদ নিয়ে এই প্রাসাদেই ফিরে আসব।

[প্রস্থান।

হর্ষ। রক্ষি, প্রহরি, সৈন্যগণ, জাগো; রাজ্যশ্রী চলে গেছে—

ভাস্করবর্মার প্রবেশ।

ভাস্কর। আবার চলে গেছে? কোথায় গেল হর্ষবর্ধন? আবার কে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল?

হর্ষ। কেউ ছিনিয়ে নেয়নি রাজা। আমার স্ত্রী তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

ভাস্কর। এরা ভাইবোন কি এক ছাঁচে ঢালা? আমি যাচ্ছি হর্ষবর্ধন। ঐ আমারই অপরাধ। শোকে দুঃখে সে বিষপান করতে

গিয়েছিল, আমি তার হাত থেকে বিষের বড়ি কেড়ে নিয়ে শপথ করেছিলাম—রাজা শশাংকের রক্ত এনে তার পা ধুয়ে দেব। মূর্খ আমি, তোমাদের আতিথ্যে ভুলে অকারণ বিলম্ব করেছি। তাই সে নিজেই বৈর নির্যাতন করতে ছুটে গেছে।

হর্ষ। কোথায় গেল হতভাগী?

ভাস্কর। আমি জানি; সে গেছে বাংলার পথে। তিন শত্রু কর্নসুবর্ণে মিলিত হয়েছে; তার উপর সেখানে আছে সম্রাট রাজ্যবর্ধন। আমি এই মুহূর্তে বাংলা অভিমুখে যাত্রা করব।

হর্ষ। একটা কথা মহারাজ। রাজ্যশ্রীকে আপনার শিবিরে নিয়ে গিয়েছিল কে?

ভাস্কর। বিজয়গুপ্ত।

হর্ষ। একথা আমাকে আগে বলেননি কেন?

ভাস্কর। রাজ্যশ্রীর অনুরোধে।

নেপথ্যে মৃগাংক। হর্ষবর্ধন! হর্ষবর্ধন!

হর্ষ। দ্বারি, সব দোর খুলে দাও! প্রহরি, কাউকে বাধা দিও না।

মৃগাংকের প্রবেশ।

মৃগাংক। তুমিই কুমার হর্ষবর্ধন?

হর্ষ। হ্যাঁ, কোথা থেকে আসছ তুমি?

মৃগাংক। কর্নসুবর্ণ থেকে।

হর্ষ। কর্নসুবর্ণ!

ভাস্কর। কেন? কেন? শশাংক কি মরেছে?

মৃগাংক। না।

হর্ষ। সম্রাট রাজ্যবর্ধন কি কর্ণসুবর্ণ অধিকার করেছেন?

মৃগাংক। না।

ভাস্কর। তোমার চোখে জল কেন? কে তুমি?

মৃগাংক। আমি মহানায়ক শশাংকের ভাই।

হর্ষ। কি সংবাদ এনেছ? সন্ধি?

মৃগাংক। সন্ধি নয়। দুর্ধর্ষ শক্তি সম্রাট রাজ্যবর্ধনের হাতে পর্যুদস্ত, সমগ্র কর্ণসুবর্ণ যখন অগ্নিদাহে দগ্ধপ্রায়, তখন মহানায়ক শশাংক সন্ধির প্রস্তাব করে সম্রাট রাজ্যবর্ধনের শিবিরে দূত পাঠিয়ে দিলেন। তারপর দূতের অনুরোধে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করতে তিনি একাকী কর্ণসুবর্ণের রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন।

ভাস্কর। তারপর?

হর্ষ। পরম শত্রু শশাংকের সংগে তাঁর সন্ধি হয়ে গেল?

মৃগাংক। না কুমার। কর্ণসুবর্ণের রাজপ্রাসাদে সম্রাট রাজ্যবর্ধন নিহত।

হর্ষ ও ভাস্কর। নিহত?

হর্ষ। সন্ধির জন্য সসম্ভ্রমে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে গুপ্তহত্যা। এত হীন এই শশাংক? রাজ্যশ্রী ঘরছাড়া, রাজ্যবর্ধন নেই—আর সে এই শশাংকের ষড়যন্ত্রের ফলে? কি করব, কি করব আমি রাজা?

ভাস্কর। এস, আমাদের সম্মিলিত শক্তি দিয়ে শশাংককে তার সাধের সাম্রাজ্যের সংগে চূর্ণ করে বংগোপসাগরে নিক্ষেপ করি। এ সমগ্র ভারতের অপমান, সমগ্র মানবজাতির গ্লানি। এই মানব-দ্বেষী জল্লাদকে বাঁচিয়ে রাখলে আরও অনেক রাজ্যশ্রী অকালে বিধবা হবে, অনেক রাজ্যবর্ধন গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ দেবে। এস, আমি হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করি, তুমি পূর্ণাহুতি দাও। [প্রস্থান।

হর্ষ। কি বলছিলে? তুমি শশাংকের ভাই?

মৃগাংক। শুধু তাই নয়। আমিই সে দূত, যার কথায় বিশ্বাস করে সম্রাট একা রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেছিলেন।

হর্ষ। আমি তোমার শিরশ্ছেদ করব। [তরবারি উত্তোলন]

বিষাদের প্রবেশ।

বিষাদ। আগে আমার শিরশ্ছেদ করুন। আমিই তাঁকে হাত ধরে প্রাসাদে নিয়ে গিয়েছিলাম।

হর্ষ। তুমিও কাঁদছ! কে তুমি?

বিষাদ। মহারাজ শশাংকের নাতনী।

মৃগাংক। আমরা দুজনে তোমাকে সংবাদ দিতে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসেছি।

বিষাদ। এতবড় অপরাধের বোঝা আর আমরা বইতে পাচ্ছি না। আমাদের রক্ত দিয়ে ভাইয়ের তর্পণ করুন। [উভয়ে নতজানু হইল]

হর্ষ। [তরবারি কোষবদ্ধ করিলেন] ফিরে যাও তোমরা, ফিরে যাও। রাক্ষসটা এখনও বুকের মধ্যে জেগে ওঠেনি! পালাও—পালাও। রাজ্যবর্ধন নেই, সংসার অন্ধকার।

মৃগাংক। আয় দিদি, ছুটে আয়।

[প্রস্থান।

হর্ষ। কে রইল তবে আর? রাজ্যশ্রী চলে গেছে, রাজ্যবর্ধনও রইল না? থানেশ্বরের বিশ্ববিজয়ী সম্রাট আততায়ীর হাতে প্রাণ দিলে। আর সে এমন শোচনীয় মৃত্যু! অহিংসার দেবতা বুদ্ধদেব, তোমার রাজ্যে এত অবিচার? এর পরও কি বলবে বৌদ্ধশাস্ত্রকার,

অহিংসা পরমো ধর্ম? শুনব না শাস্ত্রকার, আমি শুনব না তোমার প্রলাপ। শশাংকের মৃত্যু চাই, দেবগুপ্তের মাথা চাই, বিজয়গুপ্তের রক্ত চাই। সৈন্যগণ, রণসাজে সাজ; তুরী ভেরী, গর্জন কর। কে আছ থানেশ্বরের বীর সন্তান, বাংলার উপর প্রতিশোধ নেবে চল।

বিষাদ। কুমার, চোখের জল মুছে ফেলুন। বীরের শোকঅশ্রু নয়, অস্ত্রের ঝংকার! উঠুন রাজকুমার, প্রতিশোধ নিতে হবে। তিন শত্রু এক জায়গায় জড় হয়েছে। এদের ধ্বংস করে দেশটাকে রক্ষা করুন।

হর্ষ। কার মেয়ে তুমি? কি নাম তোমার?

বিষাদ। আমার নাম বিষাদ।

হর্ষ। বিষাদ এসে হর্ষের হাত ধরেছে, অশ্রু নেমে এসে আনন্দকে ম্লান করিয়ে দিচ্ছে। থানেশ্বর কি বিষাদে ডুবে গেল? আর কত দুঃখ আছে গো, আর কত কান্না কাঁদতে হবে বল। গ্রহবর্মা গেল, রাজ্যশ্রী হারাল, দাদাও আমায় ত্যাগ করে চলে গেল? যাক, সব যাক। একটা স্ত্রী ছিল; সে আমাকে সব সময় জাগিয়ে রাখত, সেও আজ রাজপথে। যাকে কখনও ভালবাসিনি, তারই জন্য মনটা এত কাঁদে কেন?

বিষাদ। কুমার!

হর্ষ। না না, আমি কাঁদব না। আমি প্রতিশোধ নেব, চরম প্রতিশোধ নেব। চল, কোনদিকে পথ? শশাংক নিশ্চিহ্ন হক, হিন্দুধর্ম বিলুপ্ত হয়ে যাক।

[বিষাদ সহ প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কর্ণসুবর্ণ রাজপ্রাসাদ

বুদ্ধবিগ্রহ লইয়া সন্তর্পণে শশাংকের প্রবেশ।

শশাংক। তোমায় ফেলে বিষাদ চলে গেছে? আঁচল টেনে ধরতে পারলে না? ক'দিন পূজো আর ভোগরাগ হয়নি। বড় কষ্ট হচ্ছে, না? করুণ চোখে চাইছ কেন? বসো বুদ্ধদেব; তোমাকে আমি ঘৃণা করি, বিষ্ঠার মত ঘৃণা করি। তাই বলে আমার ঘরে আর একজনের বিগ্রহ উপবাসী থাকবে, এও ত হতে পারে না। কি করব বল? বামহস্তে ভোগ দিচ্ছি, গ্রহণ কর। এ আমার ভক্তি নয়, অনুগ্রহ। নেবে না? যদি চোখ-কান বুজে প্রণাম করি, তাহলে নেবে ত? তাই নাও। [প্রণাম]

রত্নাবলীর প্রবেশ।

রত্না। কাকে প্রণাম কচ্ছ রাজা?

শশাংক। না না, প্রণাম-নয়। মাথাটা কেমন ঘুরে গেল, তাই।

রত্না। এ যে বিষাদের বিগ্রহ দেখছি! কোথায় পেলে?

শশাংক। জঞ্জালের মধ্যে পড়েছিল; জলে ফেলে দিতে নিয়ে এসেছি।

রত্না। জলে ফেলে দেবে বিগ্রহ? এখনও তোমার শিক্ষা হল না? বোধিবৃক্ষ ছেদন করে কি ফল পেয়েছ দেখতে পাচ্ছ না? পায়ের দিকে চেয়ে দেখ। শুনতে পাচ্ছ মাছির মুখে কুষ্ঠব্যাধির আগমনী গান?

শশাংক। কুষ্ঠব্যাধি! কে বললে?

রত্না। আমি বলছি। এখনও তুমি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে পাচ্ছ? শুনতে পাচ্ছ না, তোমার নিজের প্রজারাও আজ বলছে—মহানায়ক শশাংক গুপ্তঘাতক।

শশাংক। বলুক। রণে আর প্রেমে অধর্ম নেই।

রত্না। তবে নিজের মেয়েকে ত্যাগ করেছিলে কেন? প্রেমে যদি অধর্ম নেই, তবে ধর্মত্যাগী স্বামীকে ত্যাগ না করে কি সে অপরাধ করেছিল, যার জন্য কুকুরের মত তাড়িয়ে দিয়েছিলে?

শশাংক। অ্যাঁ! তাই ত,—

রত্না। আর রণ? কোন রণশাস্ত্রে লিখেছে যে, বিজয়ী শত্রুকে সন্ধির জন্য ডেকে এনে হত্যা কর।

শশাংক। যে শাস্ত্রে লিখেছে, ব্যাধি অগ্নি আর শত্রুর শেষ রাখতে নেই।

রত্না। ভারতে হিন্দুধর্ম রক্ষার ভার তুমিই না নিয়েছ? হিন্দুর পুরাণ পড়েছ? তোমারই দেশের মানুষ অতিথির জন্য নিজের ছেলের মাংস কেটে দিয়েছিল, একটা শরণাগত কপোতের জন্য আত্মাহুতি দিয়েছিল। আর তুমি অমন একটা মহামান্য অতিথিকে গুপ্তহত্যা করলে? আমার যে চোখ ফেটে জল আসছে।

শশাংক। জল আমারও আসছে। তাই বলে কি আমি কাঁদব? অমন কোমল হলে রাজ্যশাসন করা চলে না। বৌদ্ধধর্মের সেবক এই অহিংস দস্যু আমার দশ হাজার প্রজাকে দগ্ধ করেছে। ছলে বলে কৌশলে শত্রু নিপাত করাই রাজধর্ম।

রত্না। তবে তুমি কাঁপছ কেন?

শশাংক। কাঁপছি? না না, কে বললে? আমি লৌহমানব শশাংক।

রত্না। প্রকৃতির প্রতিশোধ আরম্ভ হয়েছে রাজা। শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায়, কিন্তু যুক্তি দিয়ে পাপ ঢাকা যায় না। জীবন সংগ্রামে তুমি পরাজিত।

শশাংক। কি, মহানায়ক শশাংক পরাজিত!

রত্না। হ্যাঁ। নেমে এস সিংহাসন থেকে, ফেলে এস রাজ্যপাট। যদি কুষ্ঠরোগে পচে গলে মরতে না চাও, চল আমার সংগে বুদ্ধ-গয়ায়। যে বোধিবৃক্ষ তুমি সমূলে ছেদন করেছ, দুজনের বুকের রক্ত দিয়ে তার মাটি ধুয়ে দেব।

শশাংক। নিজ কার্যে যাও নারি। বোধিবৃক্ষ ছেদন করলে হিন্দুর অপরাধ হয় না, বৌদ্ধ অতিথিকে হত্যা করলে কোন পাপ হয় না, আর বুদ্ধমূর্তিকে মুষ্ট্যাঘাতে চূর্ণ করলেও—একি!

রত্না। [স্বগত] নারায়ণের বিগ্রহ!

শশাংক। কোথায় বুদ্ধমূর্তি! এ যে একটা কুকুর বসে আছে।

রত্না। কুকুর! ধিক তোমাকে ধর্মদ্বেষী। নারায়ণের বিগ্রহ তোমার কাছে কুকুর হয়ে গেল! [বিগ্রহ তুলিয়া লইল] তাই হয় রাজা, তাই হয়। পরের ঠাকুরকে-যে আঘাত করে, তার কাছে নিজের ঠাকুরও কুকুর হয়ে যায়।

[প্রস্থান।

শশাংক। এ নারী বলে কি? মহানায়ক শশাংক পরাজিত!

বিষাদের প্রবেশ।

বিষাদ। পরাজিত।

শশাংক। তুমি! কোথা থেকে এলে?

বিষাদ। থানেশ্বর থেকে। কুমার হর্ষবর্ধনকে ডেকে নিয়ে এলাম।

তার সংগে এসেছেন কামরূপরাজ ভাস্করবর্মা। সংগে তাদের অসংখ্য সৈন্য। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও বংগেশ্বর।

শশাংক। শোন। সবাই আমাকে অভিশাপ দিচ্ছে। তা বলে তুমিও অভিশাপ দেবে?

বিষাদ। আমার ইচ্ছা হচ্ছে, তোমার বুকে ছুরি বিঁধিয়ে দিই।

শশাংক। কেন? রাজ্যবর্ধন তোমারই ত পিতৃহন্তা। তুমিই ত চেয়েছিলে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ।

বিষাদ। প্রতিশোধ কি তুমি নাওনি বংগেশ্বর? রাজ্যশ্রীকে আমি দেখেছি। সে শোকের প্রতিমা দেখলে পাষাণও গলে যায়। কিন্তু মহারাজ শশাংকের মাংসচর্ম দিয়ে ঢাকা প্রাণটা গলে গেল না। এত নিষ্ঠুর তুমি বংগেশ্বর?

শশাংক। নিষ্ঠুরতা এ নয় বিষাদ, এ আমার রাজধর্ম।

বিষাদ। রাজধর্ম। রাজধর্মের জন্য তুমি রাজ্যবর্ধনকে গুপ্তহত্যা করেছ। তার ভাই আসছে তোমার রাজপ্রাসাদে; তার পায়ে যদি একটা ছুঁচ ফোটাও, তাহলে তোমাকে আমিই হত্যা করব।

শশাংক। কে আসছে? হর্ষবর্ধন? কোথায়, কতদূরে? বারণ কর, বারণ কর। দেবগুপ্ত আর বিজয়গুপ্ত শ্যেনদৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

বিষাদ। আমিও দশটা চোখ মেলে চেয়ে থাকব।

শশাংক। আচ্ছা, কোথাকার কে হর্ষবর্ধন, তার জন্য তোমার এত মাথাব্যথা কেন?

বিষাদ। মাথাব্যথা নয়, এ মানুষের ধর্ম।

শশাংক। হর্ষবর্ধনকে কেমন দেখতে বল ত?

বিষাদ। জানি না।

শশাংক। রাজ্যবর্ধন কি সর্তে সন্ধি করতে এসেছিল? সে

তোমাকে নিয়ে যাবে, তাই না? সে ত মরে গেছে। কার সংগে যাবে তুমি?

বিষাদ। বাজে কথা রাখ।

শশাংক। দেখ, বুকটা আমার বড় জ্বলে যাচ্ছে। এ জ্বালা কাউকে বোঝাবার নয়। কি যে আমি চাই, আমি নিজেই বুঝি না। হ্যাঁগা, একখানা গান শোনাতে পার?

বিষাদ। তোমার মত মহাপাপীকে শোনাবার মত গান আমার জানা নেই।

[প্রস্থান।

শশাংক। একে একে সবাই আমাকে ত্যাগ করলে? মৃগাংক সেই যে গেছে, আর এল না। রাণী আমার ছায়া দেখলে শিউরে ওঠে। নারায়ণ, তুমিও আমার চোখে কুকুর হয়ে গেলে? সত্যই কি আমি পরাজিত!

হর্ষবর্ধনের প্রবেশ।

হর্ষ। মহানায়ক শশাংক—আমাকে চেন?

শশাংক। কে তুমি যুবক? আকাশের চাঁদ, না তড়াগের বিকচ কমল? কোন দেশের তুমি? কোন ভাগ্যবানের নয়ননন্দন তুমি?

হর্ষ। আমি থানেশ্বরের রাজকুমার হর্ষবর্ধন।

শশাংক। হর্ষবর্ধন! রাজ্যবর্ধনের ভাই? কেমন করে প্রাসাদে প্রবেশ করলে? কেউ দেখতে পায়নি ত? ওরে দ্বারি, দোর বন্ধ করে দে, কেউ যেন আর প্রবেশ করতে না পায়। কেন এলে তুমি? কি চাও তুমি অপরিণামদর্শী যুবক?

হর্ষ। কি চাই? কোথায় সম্রাট রাজ্যবর্ধন?

শশাংক। পরলোকে।

হর্ষ। কে তাকে হত্যা করেছে?

শশাংক। আমি।

হর্ষ। একথা সত্য যে, সন্ধির জন্য তুমি তাকে সাদরে নিমন্ত্রণ করে এনে গুপ্তহত্যা করেছ?

শশাংক। সত্য।

হর্ষ। তুমি না ক্ষত্রিয়? মহাবীর বলে তোমার না বড় অহংকার? হিন্দুভারতের রক্ষক বলে তোমার না দেশজোড়া খ্যাতি? হিন্দুধর্ম কি তোমাকে গুপ্তহত্যা শিক্ষা দিয়েছে? মহাবীর কি এমনি বিশ্বাসঘাতক? ক্ষত্রিয় পিতা কি তোমায় জন্ম দিয়েছে, না কোন চণ্ডাল—

শশাংক। হর্ষবর্ধন!

হর্ষ। বল দস্যু বল, কি করেছিল সম্রাট রাজ্যবর্ধন, যার জন্য তুমি তাকে এমনি শোচনীয় মৃত্যু দিয়েছ।

শশাংক। তুমি শোকে দুঃখে উন্মাদ হয়ে ছুটে এসেছ যুবক, নইলে দেখতে পেতে কর্নসুবর্ণের শত শত গৃহ ভস্মীভূত, শুনতে পেতে অসংখ্য বিধবার আর্তনাদ, চোখ ফেটে জল আসত অগণিত অর্ধদগ্ধ বিকলাংগ মানুষের দুর্দশা দেখে। এই নিষ্পাপ নিরীহ হতভাগ্যদের শোচনীয় দুর্দশার জন্য দায়ী তোমার ভাই রাজ্যবর্ধন। সে আমাদের দেবতার দারুমূর্তি ভস্মীভূত করেছে, পুজারীকে ঠেলে দিয়েছে মৃত্যুর মুখে।

হর্ষ। উত্তম করেছে। বিনা দোষে গ্রহবর্মাকে বধ করে সদ্যো-বিধবা রাজ্যশ্রীকে যখন তুমি বিধবা সাজিয়েছিলে, তখনই ত বোঝা উচিত ছিল যে পাপের গাছে শান্তি ফলে না।

শশাংক। তোমার ভাই যখন বিনা দোষে আমার জামাতা কুমারগুপ্তকে হত্যা করেছিল?

হর্ষ। কুমারগুপ্ত! কে কুমারগুপ্ত?

শশাংক। অশোকনগরের বৌদ্ধ রাজা, ওই বিষাদের পিতা। যাও হর্ষবর্ধন। তোমরাই আমাকে নির্মম করে তুলেছ। আর আমি ফিরব না। ভারতের বুকে বৌদ্ধধর্ম আর হিন্দুধর্ম দুটোর স্থান হবে না। যাও, রণক্ষেত্রে স্থির হবে—ভারতে কোন ধর্ম থাকবে।

হর্ষ। সেদিনের জন্য আমি অপেক্ষা করব না জল্লাদ। তুমি যেভাবে আমার ভাইকে মৃত্যু দিয়েছ, তেমনি করে তোমাকেও এই মুহূর্তে আমি মৃত্যুদণ্ড দেব। [তরবারি নিষ্কাসন]

দেবগুপ্তের প্রবেশ।

দেবগুপ্ত। তার আগে তোমাকেই আমি যমালয়ে পাঠাব। [তরবারি নিষ্কাসন]

শশাংক। তরবারি নামাও বলছি। রণক্ষেত্রে শত্রুর মাথা নিতে পার না, পার নির্জন কক্ষে পেছন থেকে অতিথিকে গুপ্তহত্যা করতে।

দেবগুপ্ত। এ আপনি কি বলছেন?

শশাংক। মহানায়ক শশাংকের গায়ে সারাজীবন তত কলংক লাগেনি, যত কলংক তোমরা এ ক' মাসে মাখিয়ে দিয়েছ। বিষাদ—

বিষাদের প্রবেশ।

বিষাদ। দাদু,—

শশাংক। দেখ, মহান শত্রু আমার ঘরে এসেছে। নিরাপদে

তাকে প্রাসাদের বাইরে রেখে এস। যদি কেউ ওর গায়ে কাঁটার আঁচড় দেয়, তার বুকে এই তরবারি বিঁধিয়ে দেবে। পারবে?

বিষাদ। পারব।

দেবগুপ্ত। মহারাজ, এ সুযোগ দু'বার আসবে না।

শশাংক। না আসে, মরবে। তোমার মত কুকুর আর দেবগুপ্তের মত বনমানুষের মরাই ভাল।

হর্ষ। মহারাজ শশাংক! এ আবার কি অভিনয়?

শশাংক। অভিনয় নয় যুবক, বাঙালীর এই-ই পরিচয়। যা শুনেছ, সে মিথ্যা; যা ভেবেছ, তা স্বপ্ন। যাও, আমারই হাতে মরবে তুমি। তবে এখানে নয়, রণক্ষেত্রে। কোন বিষাদ সেদিন হর্ষকে আড়াল দিতে পারবে না।

[প্রস্থান।

দেবগুপ্ত। ভেতো বাঙালী উচ্ছন্ন যাক।

[প্রস্থান।

হর্ষ। বিষাদ, সত্যই তোমার পিতা রাজ্যবর্ধনের হাতে নিহত?

বিষাদ। সত্য।

হর্ষ। একথা তুমি ত আগে বলনি। এখন আমি কি করব?

বিষাদ। যা করতে এসেছেন, তাই করবেন। ভারতের বুক থেকে বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্ত হক, এই কি আপনি চান?

হর্ষ। না না; কিন্তু মহানায়ক শশাংক সত্যই কি আমার ভ্রাতৃহন্তা?

বিষাদ। না কুমার, আপনার ভাইকে হত্যা করেছে দেবগুপ্ত আর বিজয়গুপ্ত। মহানায়ক শশাংক আমাদের পবিত্র বোধিবৃক্ষ ছেদন করেছেন। কুষ্ঠব্যাধি তাঁর দেহ আশ্রয় করেছে। বাঁচিয়ে

তাঁকে রাখতে হয় রাখুন, কিন্তু বিশাল বনস্পতির শাখাপ্রশাখা নির্মূল করুন। এই কক্ষেই তারা আপনার ভাইকে হত্যা করেছে।

হর্ষ। দেখ বিষাদ, দেয়ালের গায়ে সহস্র চক্ষু মেলে সে চেয়ে আছে। কি বলছে জান? প্রতিশোধ নাও। না না, আমি ক্ষমা করব না। প্রতিশোধ, প্রতিশোধ।

[প্রস্থান।

বিষাদ। আমি এখন কি করি? কার জয়ধ্বনি দিই? সব গোলমাল হয়ে গেল।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

রণস্থল

[নেপথ্যে জয়ধ্বনি—জয় মহানায়ক শশাংকের জয়, জয় থানেশ্বররাজ হর্ষবর্ধনের জয়, জয় কামরূপাধিপতি ভাস্করবর্মার জয়]

ভাণ্ডীর প্রবেশ।

ভাণ্ডী। ঝাঁপিয়ে পড় থানেশ্বর কামরূপের বীর সৈন্যগণ, ভারতের শত্রু সমগ্র মানবজাতির শত্রু; এই তিন দস্যুকে চূর্ণ করে মাটির সংগে মিশিয়ে দাও। গুপ্তঘাতক শশাংককে তার পাপের রাজ্যের সংগে বংগোপসাগরে নিক্ষেপ কর। বাংলার নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে মুছে দাও।

বিজয়গুপ্তের প্রবেশ।

বিজয়। কি যেন কথাটা ভাণ্ডি? "হাতী ঘোড়া গেল তল, কাণা ফড়িং উঠে বলে কতখানি জল।"

ভাণ্ডী। তার অর্থ?

বিজয়। অর্থটা বুঝলে না? অমন মহাবীর রাজ্যবর্ধনকে যে যমালয়ে পাঠিয়ে দিলে, তোমরা এসেছ তার সংগে যুদ্ধ করতে? ফুঁয়ে উড়ে যাবে।

ভাণ্ডী। উড়েই যদি যাই, যাবার সময় অন্ততঃ তোমাকে সংগে করে নিয়ে যাব।

বিজয়। কেন বল দেখি? ভাস্করবর্মা একটা পিপীলিকা—তার পাখা গজিয়েছে, আগুনে না পুড়ে তার শাস্তি হবে না, তা জানি। হর্ষবর্ধনের রাগের কারণও বুঝি। কিন্তু তুমি চিনির বলদ, যমের সংগে পাঞ্জা লড়তে এসেছ কেন? যুদ্ধে জয় হলে হর্ষবর্ধন কি তোমাকে বাংলার সিংহাসনে বসিয়ে যাবে। তা নয় মূর্খ। তুমি শুধু চিনির বোঝা বয়েই মরবে, এককণা ভোগ করতে পাবে না।

ভাণ্ডী। তোমার মত ভোগের লালসা সবার নেই।

বিজয়। ভোগের জন্যই জগত। তুমি কি জগতছাড়া?

ভাণ্ডী। সেকথা তুমি বুঝবে না মোড়লপুত্র। যাদের অসীম অনুগ্রহে পথের কুকুর তুমি সম্মানের উচ্চশিখরে উঠেছিলে, তাদের বুকেও দাঁত বসিয়ে দিতে তোমার বিবেকে বাধেনি।

বিজয়। কথা শোন নির্বোধ। তুমি হর্ষবর্ধনকে ত্যাগ করে চলে এস; যে সৌভাগ্য তুমি কল্পনায়ও আনতে পারনি, তাই পাবে মহানায়ক শশাংকের কাছে।

ভাণ্ডী। দেশের শত্রু হীনচেতা কাপুরুষ শশাংকের দেওয়া রাজ-ভোগ তোমরা দুই রাহু-কেতু কণ্ঠায় কণ্ঠায় ভোগ কর। আমি না খেয়ে মরব, তবু যাদের নুন খেয়েছি, তাদের সংগে শত্রুতা করব না।

বিজয়। তবে মৃত্যুই তোমার বিধিলিপি।

ভাণ্ডী। একটা সত্য কথা বল ত বিজয়গুপ্ত। সম্রাট রাজ্য-বর্ধনকে হত্যা করেছে কে?

বিজয়। আমি আর দেবগুপ্ত।

ভাণ্ডী। ওরে বিশ্বাসঘাতক, ওরে নররূপি শৃগাল,—

বিজয়। যমালয়ের পথে যাও ভারবাহি গর্দভ।

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

শশাংক ও ভাস্করবর্মার প্রবেশ।

শশাংক। অভিবাদন কামরূপরাজ।

ভাস্কর। অভিবাদন বংগেশ্বর।

শশাংক। থানেশ্বরের সংগে বাংলার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে তুমি কেন এসেছ ভাস্করবর্মা?

ভাস্কর। কনোজের সংগে মালবের যুদ্ধ; তার মধ্যে কেন তুমি গিয়েছিলে শশাংক?

শশাংক। মালবরাজ যে বংগেশ্বরের জ্ঞাতি, তা বুঝি জান না?

ভাস্কর। থানেশ্বর যে কামরূপের মিত্রশক্তি, তা বোধ হয় তোমার জানা নেই?

শশাংক। বুদ্ধগয়ায় মাথা মুড়িয়ে বৌদ্ধ হয়েছ নাকি?

ভাস্কর। মানুষের সংগে মানুষের মিত্রতা, তার মধ্যে ধর্মের প্রশ্ন

নেই। তুমি জল্লাদ, তুমি মানবজাতির শত্রু, হিন্দুজাতির কলংক। প্রয়োজন হলে ভারতের সব শক্তি একত্রিত হয়ে তোমাকে ধ্বংস করাই আমাদের ধর্ম।

শশাংক। তুমি না একদিন এই থানেশ্বরের রাজকন্যার পাণি-প্রার্থনা করেছিলে? তোমাকেই না থানেশ্বররাজ বর্বর বলে প্রত্যাখ্যান করেছিল? আজ কি বিধবা বিবাহের স্বপ্ন দেখছ?

ভাস্কর। না বুদ্ধিমান। রাজ্যশ্রী আমার ভগ্নী।

শশাংক। ভগ্নীর বৈধব্যের প্রতিশোধ নিতে এসেছ? শুনে সুখী হলুম। এস, আজই তোমার শেষ দিন।

ভাস্কর। আমার নয়, তোমার।

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

দেবগুপ্তের প্রবেশ।

দেবগুপ্ত। হস্তিমূর্খ এই বাংলার রাজা। এতবড় একটা শত্রুকে মুঠোর মধ্যে পেয়েও ছেড়ে দিলে! ওঃ—আমার ইচ্ছা হচ্ছে, তরবারিটা শশাংকের বুকেই বিঁধিয়ে দিই।

হর্ষবর্ধনের প্রবেশ।

হর্ষ। এই যে মালবরাজ। আমি তোমারই সন্ধান কচ্ছিলাম।

দেবগুপ্ত। আমিও তোমারই দর্শন কামনা কচ্ছিলাম। কুশলে আছ বন্ধু?

হর্ষ। বন্ধু! নরপশু কোন মানুষের বন্ধু হতে পারে না।

দেবগুপ্ত। তা হতে পারে না সত্য। কিন্তু বাগদত্তা ভগ্নীকে যারা অপরের হাতে তুলে দেয়, মানুষ ত তারা নয়।

হর্ষ। তুমি মিথ্যাবাদী। পিতা তোমাকে কখনও বাগদান করেননি। একটা সদ্যোবিবাহিতা বালিকাকে এমনি করে যে বিনাদোষে সর্বহারা করতে পারে, সমগ্র সভ্য জগত তার মৃত্যু চায়। গ্রহবর্মার শিরশ্ছেদ করেছে কে?

দেবগুপ্ত। বিজয়গুপ্ত। আদেশটা অবশ্য আমার। আরও একটা সুসংবাদ শোন; সম্রাট রাজ্যবর্ধনকে হত্যা করেছি আমি আর বিজয়গুপ্ত।

হর্ষ। ওরে জল্লাদ, ওরে নরকের কীট—

দেবগুপ্ত। ধীরে মহারাজ। দেবগুপ্তকে তোমরা চেন না। কেউটে সাপের মাথায় তোমরা পা তুলে দিয়েছ। রাজ্যবর্ধন প্রাণ দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেছে, গ্রহবর্মা মাথা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করে গেছে, এবার তোমার পালা। তারপর রাজ্যশ্রী হবে আমার দাসী।

হর্ষ। শোন বৌদ্ধকুলকলংক, ওই আকাশের সূর্যদেব সাক্ষী থাক—আজ দিবাবসানের সংগে যদি তোমার মৃতদেহ রণক্ষেত্রে আমি লুটিয়ে দিতে না পারি, তাহলে আমি তুষানলে প্রাণ বিসর্জন করব।

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

রাজ্যশ্রীর প্রবেশ।

রাজ্যশ্রী। শক্ত করে অস্ত্র ধর দাদা। দয়া নেই, মায়া নেই, ন্যায়নীতি উচ্ছন্ন যাক, সৌজন্য মাটিচাপা পড়ুক। প্রতিশোধ নাও সম্রাট হর্ষবর্ধন। আমার জীবনটাকে এমনি করে যারা ব্যর্থ করেছে, থানেশ্বরের বরেণ্য সন্তান রাজ্যবর্ধনকে যারা গুপ্তহত্যা করেছে, আমার মাথায় দুর্ভাগ্যের উপর যারা অপমানের পুরীষ কর্দম নিক্ষেপ

করতে বারবার হাত তুলেছে, তাদের কাউকে তোমরা ক্ষমা করো না। অস্ত যেও না তুমি সূর্যদেব। যাবার আগে এই পশুর মৃত্যুসংবাদ নিয়ে যাও।

স্খলিতপদে মরণাপন্ন দেবগুপ্তের প্রবেশ।

দেবগুপ্ত। হল না। নিষ্ফল অভিযান। ওঃ—

রাজ্যশ্রী। [খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল]

দেবগুপ্ত। কে তুমি ?

রাজ্যশ্রী। আমায় চেন না ? চেয়ে দেখ দেখি। এই দেহ—এই মাংসপিণ্ডের লোভে তুমি একটা নরদেবতাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছ। আজ সে এত কাছে এগিয়ে এসেছে। হাত ধরবে না ? ধর, হাত ধর।

দেবগুপ্ত। তুমি রাজ্যশ্রী! এত রূপের এই পরিণতি!

রাজ্যশ্রী। ভাল লাগছে না ? ডাকিনী বলে মনে হচ্ছে ? ভাল করে দেখ, এ তোমারই কীর্তি মালবরাজ।

দেবগুপ্ত। এরই জন্যে মানুষ পাগল হয়ে ছুটে যায় ? কি করলাম ? তোমাকে সর্বহারা করেছি, নিজেরও সর্বনাশ করেছি। আর প্রতিকারের সময় নেই। ব্যর্থ, এ জীবনটা সব দিক দিয়ে ব্যর্থ হয়ে গেল। তোমার কনোজ তুমি ফিরে পেয়েছ, আমার মালবও তোমারই জন্য রইল। ক্ষমা কর, যাবার সময় মহাপাপীকে ক্ষমা কর।

রাজ্যশ্রী। ক্ষমা করব! হাঃ-হাঃ-হাঃ। জীবনের সবটুকু মাধুর্য যে হরণ করেছে, সে চাইছে ক্ষমা! রক্ত ঢেলে দাও, রক্ত ঢেলে দাও। [দু' হাতে রক্ত তুলিয়া] কত রক্ত! তৃপ্ত হও স্বামি।

দেবগুপ্ত। তৃপ্ত হও গ্রহবর্মা। হে পরম শত্রু, আমার রক্তে তোমার তৃষিত আত্মা তৃপ্ত হক।

[প্রস্থান।

রাজ্যশ্রী। এই প্রথম অধ্যায়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিজয়গুপ্তের মাথা চাই।

বিশ্বমর্দনের প্রবেশ।

বিশ্ব। আমিও চাই। কোথায় সে কুলাংগার? সে রাজ্যশ্রীর সর্বনাশ করেছে, তার হাত ধরেছে। কোথায় সে শূয়ার? তুই কে?

রাজ্যশ্রী। আমি ডাকিনী।

বিশ্ব। এখানে মরতে এসেছিস কেন পাগলি? যা পালা, মরবি যে।

রাজ্যশ্রী। না না, শত্রুমেধযজ্ঞ শেষ না করে আমি মরব না। রক্ত চাই, আরও রক্ত চাই।

বিশ্ব। আহা, মেয়েটা হাউড় হয়ে গেছে। কার মেয়ে রা? কোন ঘর থেকে বেরিয়ে এয়েছিস? নাম কি তোর?

রাজ্যশ্রী। গোটা ভারত আজ আমার নাম জানে, আর তুমি জান না? আমার মুখে নাম লেখা নেই? যত রাজ্যের শ্রী আমার মুখে এসে জমা হয়নি? বিস্ময়ে চেয়ে রইলে কেন? আমার নাম রাজ্যশ্রী।

বিশ্ব। কোন রাজ্যশ্রী? হর্ষবর্ধনের বোন? তুমি এখানে! আহা, সেই মা দুগ্গার মত মুখখানায় এমনি কালি ঢেলে দিয়েছে? কাঁদিসনি মা, কাঁদিসনি। যম যারে নেয়, আর তারে ফেরত দেয় না, জানিস? তুই এসেছিস ভালই হয়েছে। নিজের চোখে পাপের

শাস্তি দেখে যা। এক শূয়ার গেছে, আর এক শূয়ারকে আজই আমি শেষ করব।

রাজ্যশ্রী। ওই বিজয়, ওই বিজয়গুপ্ত। দাদা, মহাশত্রু পালিয়ে যাচ্ছে, ধর ধর।

[প্রস্থান।

বিশ্ব। এই বাপশূয়ার, ধড়াস ধড়াস করবিনি বলছি। কার জন্যে হা-হুতাশ কচ্ছিস বোকচন্দর? ও ছেলে নয়, পিলে। হারামজাদা পরের মেয়ের হাত ধরেছে, শশাকংকের চাকরি করেছে, বোনের মাথাটা পর্যন্ত খেয়ে বসে আছে। ও মরুক, পৃথিমীর হাড়ে বাতাস লাগুক।

বিজয়গুপ্তের প্রবেশ।

বিজয়। কোনদিকে পথ নেই। ওই হর্ষবর্ধন ছুটে আসছে, ওই ভাণ্ডী আমার সন্ধানে রণক্ষেত্র চষে ফেলছে। একখানা অস্ত্র, একখানা অস্ত্র। কে? বাবা?

বিশ্ব। ধ্যেৎ। বাবা! তুই মানুষের ছেলে নস্, তুই শেয়ালের বাচ্ছা। জ্যাবা শূয়ার মরে গেছে জানিস?

বিজয়। দেবগুপ্ত নেই?

বিশ্ব। না। যমের বাড়ী থেকে সে তোরে ডাকছে। যাবি না তার কাছে?

বিজয়। না না, আমি বাঁচতে চাই।

বিশ্ব। তা আর বাঁচবে না? তুমি না বাঁচলে সোংসারটারে জ্বালাবে কে? তুই শুধু পরের সর্বনাশ করিসনি, নিজের বোনটারও সর্বনাশ করেছিস। হর্ষবর্ধন তারে তাড়িয়ে দিয়েছে।

বিজয়। তাড়িয়ে দিয়েছে!

বিশ্ব। সব তোর দোষ। তোর মাথা নিয়ে ফিরে না গেলে সে আর তারে ঘরে নেবে না। দেখগে যা, রাজবাড়ীর বউ কাঙালীর মত পথে পথে ভিক্ষে কচ্ছে, আর মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠছে।

বিজয়। আমার জন্যে শুক্লা ঘরছাড়া! আমার মাথা না নিয়ে সে ঘরে ফিরে যেতে পাবে না? বাবা, আমি সবার উপর অবিচার করেছি, কিন্তু শুক্লার অমংগল কখনও চাইনি। দুর্বুদ্ধি দিয়ে আমি তাকে ঘরছাড়া করেছি, নিজের মাথা দিয়ে তাকে আবার ঘরবাসী করব। নিয়ে যাও বাবা, আমার মাথাটা নিয়ে তুমি তার হাতে তুলে দাও। সে সুখী হক।

বিশ্ব। সে আর তোরে বলতে হবে কেন? তাই ত আমি এয়েছি। আমিই তোরে এনেছিনু, আমিই মরার আগে তোরে শেষ করে রেখে যাই। পিথিমী ঠাণ্ডা হক, পিথিমী ঠাণ্ডা হক।

[বিজয়ের হাত ধরিয়া প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

শ্মশান

পুষ্পার্ঘ্য হস্তে হর্ষবর্ধনের প্রবেশ।

হর্ষ। ঘুমোও থানেশ্বরের বরণ্যে সন্তান, নির্ভয়ে ঘুমিয়ে থাক, আর কেউ তোমায় পেছন থেকে ছুরিকাঘাত করবে না। কোথায় থানেশ্বর, কোথায় বাংলা! ঘর থেকে বহুদূরে বাংলার মাটিতে তুমি যে এমনি করে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হয়ে থাকবে, স্বপ্নেও তা ভাবিনি সম্রাট। হে মহিমময়, আমার অশ্রুসিক্ত অর্ঘ্য গ্রহণ কর। [অর্ঘ্যদান]

রাজ্যশ্রীর প্রবেশ।

রাজ্যশ্রী। ছোড়দা—

হর্ষ। কাঁদিসনি বোন। দেবগুপ্ত মরেছে, বিজয়গুপ্তও হয়ত আর বেঁচে নেই। আনন্দ কর, আনন্দ কর।

রাজ্যশ্রী। আনন্দের রাজ্য থেকে আমি চির নির্বাসিত।

হর্ষ। না দিদি, না। আবার তোর মুখে আমি হাসি ফুটিয়ে তুলব। আর কেউ তোকে কটু কথা বলবে না। চাষার মেয়েকে আমি প্রাসাদ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি।

রাজ্যশ্রী। কাকে তাড়িয়ে দিয়েছ? বৌদিকে? এ তুমি করেছ কি? বিবাহিতা স্ত্রীকে তুমি ত্যাগ করলে?

হর্ষ। ত্যাগ করিনি, দুঃখের পাঠশালায় পাঠ নিতে পাঠিয়েছি। যে স্ত্রী ভাইয়ের বিরুদ্ধে আমায় ক্ষেপিয়ে তুলতে চায়, আমার ভগ্নীকে যে সহ্য করতে পারে না; সে আমার স্ত্রী হলেও শত্রু।

আমি তাকে বলেছি, বিজয়গুপ্তের মাথা নিয়ে যদি আসতে পার, তবেই আমার পাশে তোমার স্থান হবে।

ছিন্নশির লইয়া শুক্লার প্রবেশ।

শুক্লা। মাথা এনেছি, বিজয়গুপ্তের ছিন্নশির নিয়ে এসেছি ; গ্রহণ কর। [হর্ষের পদতলে ছিন্নমুণ্ড রক্ষা করিল]

হর্ষ। কে এল রাজ্যশ্রী ?

রাজ্যশ্রী। ও দাদা, এ যে বৌদি।

হর্ষ। শুক্লা ! তোমার এই দীন দশা ! কোথায় গেল তোমার মুখের হাসি ? কে হরণ করলে তোমার মেঘের মত কালো চুল ? কোথায় হারিয়ে ফেললে সে অনিন্দ্যসুন্দর মুখ—যা দেখে দাদা তোমায় থানেশ্বরের রাজপ্রাসাদে নিয়ে এসেছিল।

শুক্লা। সব নিজের কর্মফলে হারিয়েছি। সর্বাংগে বহুমূল্য অলংকার ছিল ; বৃদ্ধ বিরূপাক্ষ সব কেড়ে নিয়েছে। ধর্মটাকেও কেড়ে নিতে হাত বাড়িয়েছিল, আমি তাকে যমালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি। [কাশি ও রক্তবমন]

রাজ্যশ্রী। এ কি ! এ যে রক্ত !

শুক্লা। রক্ত নয়, বিধাতার রুদ্র রোষ ! যে দুষ্টা সরস্বতী কাঁধে ভর করেছিল, সে কোথায় পালিয়ে গেছে। আজ মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে, আমি যা পেয়েছিলাম, কেউ তা পায়নি ; আমি যা হারিয়েছি, কারও তা হারায়নি। [কাশি ও রক্তক্ষরণ]

হর্ষ। কাছে এস শুক্লা। ভুল সবাই করে, সংসারে অভ্রান্ত কেউ নয়। নিজের ভুল যার চোখের জলে ধুয়ে যায়, সেই ত

মানুষ। কেঁদো না; রাজ্যশ্রীকে নিয়ে ফিরে যাও তুমি থানেশ্বরে। যুদ্ধশেষে আমি গিয়ে তোমার চিকিৎসা করাব, যমের সংগে যুদ্ধ করে তোমায় বাঁচিয়ে তুলব।

শুক্লা। না গো না, আমার বিষাক্ত নিঃশ্বাস নিয়ে আর আমি থানেশ্বরের প্রাসাদে প্রবেশ করব না। যম এগিয়ে এসেছে। আমি যাই। আবার বিবাহ করে সুখী হও। নক্ষত্রকে তোমারই মত মানুষ করো। জয় ভগবান বুদ্ধদেব, জয় ভগবান বুদ্ধদেব।

[কাশিতে কাশিতে ও রক্তবমন করিতে করিতে প্রস্থান।

হর্ষ। রাজ্যশ্রী, ওরে ছুটে যা, অভাগী হয়ত জলে ঝাঁপ দেবে।

রাজ্যশ্রী। এই বিজয়গুপ্তের ছিন্নশির? তরবারিটা দাও ত দাদা, তরবারিটা দাও—আমি একে চূর্ণ করব।

বিশ্বমর্দনের প্রবেশ।

বিশ্ব। ক্ষ্যামা দে মা। ছোটলোকের ছেলে, লেখাপড়া শেখেনি। না বুঝে দোষ করেছে, মরেছেও তেমনি নিজের বাপের হাতে। আর রাগ রাখিসনি মা। যাবার সময় বড্ড কেঁদেছে, জানিস? তরোয়াল দিয়ে এক কোপে কাটতে পারিনি মা, তিন কোপে কেটেছি, একবারও বাধা দেয়নি। এবার তুই তারে মাপ কর মা।

রাজ্যশ্রী। এ কে দাদা?

হর্ষ। এই বিজয়গুপ্তের পিতা। পিতা নিজের হাতে পুত্রের শিরশ্ছেদ করেছে—এবার সব ভুলে যা দিদি। আয় দুজনে প্রার্থনা করি, পরলোকে তার শান্তি হক।

রাজ্যশ্রী। পরলোকে তোমার শান্তি হক। আমি তোমায় ক্ষমা করলাম।

বিশ্ব। শুধু ওরে নয়, আমার মেয়েটারেও তোমরা ক্ষ্যামা কর।

হর্ষ। কোথায় আপনার মেয়ে? তাকে খুঁজে নিয়ে আসুন; আমি তার সব দোষ ভুলে যাব।

বিশ্ব। আর সে তোমার ঘরে ফিরবে না বাবা। আধমরা হয়েই ছেল, ভাইয়ের কাটামুণ্ড দেখে সেই যে আছাড় খেয়ে পড়ল, আর উঠল না।

রাজ্যশ্রী। বৌদি নেই!

হর্ষ। শুক্লা পরলোকে! আমিই তার মৃত্যুর জন্য দায়ী। আপনি আমার উপর প্রতিশোধ নিন পিতা। [নতজানু হইল]

বিশ্ব। আমার মাথায় যত চুল, তত বছর তোমার পেরমাই হক। তোমার যশ দেশে বৈদেশে ছড়িয়ে পড়ুক। তুমি সুখী হও বাবা, তুমি সুখী হও। [প্রস্থান।

রাজ্যশ্রী। ভাবছ কি দাদা?

হর্ষ। ভাবছি বোন, মানুষের পরিচয় তার জাতে নয়, কাজে। আমার একটা কথা ছিল দিদি। এ হত্যালীলা আর আমার ভাল লাগছে না। চল বোন, ফিরে যাই।

রাজ্যশ্রী। তাই চল দাদা। যারা অপরাধী, তারা দুজনেই প্রাণ দিয়েছে। মহারাজ শশাংক কন্যা-জামাতার শোকে উন্মাদ হয়ে আমার রাজ্য কেড়ে নিয়েছিলেন, কিন্তু পশুর হাত থেকে তিনিই একদিন আমাকে রক্ষা করেছিলেন। বাংলাদেশটাকে শ্মশান করেছ তোমরা। এবার এ অগ্নি নির্বাণ কর, নির্বাণ কর। [প্রস্থান।

হর্ষ। যদি তোমার ভাষা থাকে, বলে দাও হে বিদেহি সম্রাট, কি করব আমি।

ভাস্করবর্মার প্রবেশ।

ভাস্কর। কেন আমায় খবর পাঠিয়েছ কুমার? আমি আর ভাণ্ডী সসৈন্যে রাজপ্রাসাদ অবরোধ করেছি। তিলমাত্র অবসর নেই। আর কি করতে চাও, শীঘ্র বল।

হর্ষ। মহারাজ ভাস্করবর্মা! দেবগুপ্ত নিহত।

ভাস্কর। আনন্দের কথা।

হর্ষ। বিজয়গুপ্ত তার পিতার হাতে প্রাণ দিয়েছে।

ভাস্কর। পৃথিবী শীতল হয়েছে।

হর্ষ। চেয়ে দেখুন, বাংলা আজ একটা বিশাল বধ্যভূমি।

ভাস্কর। বধ্যভূমির শকুনী গৃধিনীর দল শশাংকের শবের অপেক্ষায় বসে আছে।

হর্ষ। মহারাজ শশাংক কন্যা-জামাতার শোকে উন্মাদ।

ভাস্কর। উন্মাদের হাত থেকে শান্তিপ্রিয় পৃথিবীকে রক্ষা করা মানুষমাত্রেরই ধর্ম।

হর্ষ। মহারাজ,—

ভাস্কর। কি হর্ষবর্ধন? গলাটা কাঁপছে যে তোমার?

হর্ষ। চলুন মহারাজ, ফিরে যাই।

ভাস্কর। ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবে না?

হর্ষ। হত্যা যারা করেছিল, তারা দুজনেই ত প্রাণ দিয়েছে। মহারাজ শশাংককে যত পাপী আমরা মনে করেছিলাম, তত পাপী তিনি নন। তাঁকে বাঁচতে দিন।

ভাস্কর। তা হয় না। তোমারই নির্দেশে আজ আমরা এই প্রতিজ্ঞা করে এগিয়ে গিয়েছি যে আজ বাংলার শশাংকের সংগে

আকাশের শশাংকের সাক্ষাৎ আর কখনও হবে না। তোমার নির্দেশ তুমি প্রত্যাহার করলেও আমরা আর ফিরতে পারব না। ভয় কি তোমার? পাপ হয় আমাদের হবে, তোমার গায়ে কলংকের রেখাও স্পর্শ করবে না।

হর্ষ। কথা শুনুন রাজা।

ভাস্কর। আজ নয় হর্ষবর্ধন। আগে প্রাসাদ অধিকার করে শশাংককে যমালয়ে পাঠিয়ে দিই, তারপর তোমার কথা শুনব।

[প্রস্থান।

হর্ষ। ক্ষমা কর হে ভগবান বুদ্ধদেব, অনুতপ্ত অপরাধীকে ক্ষমা কর। হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতা, তোমরা কি ঘুমিয়ে আছ? জেগে ওঠ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, রক্ষা কর—মহানায়ক শশাংককে রক্ষা কর। হে প্রভঞ্জন, ঝটিকার বেগে বয়ে যাও; হে পুরন্দর, শিলা-বৃষ্টি বর্ষণ কর। হে মহাকাল, বিষাণ বাজাও।

মৃগাংকের প্রবেশ।

মৃগাংক। হর্ষবর্ধন,—

হর্ষ। কে? রাজভ্রাতা মৃগাংক সেন? কি সংবাদ এনেছ?

মৃগাংক। একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছি।

হর্ষ। কি অনুরোধ?

মৃগাংক। দাদাকে তুমি ক্ষমা কর।

হর্ষ। ভ্রাতৃহন্তাকে ক্ষমা করব?

মৃগাংক। তোমার ভ্রাতৃহন্তা দুজনেই প্রাণ দিয়েছে।

হর্ষ। হত্যার আদেশ যে দিয়েছিল, সে ত এখনও বেঁচে আছে।

মৃগাংক। আদেশ দাদা দেননি, দিয়েছিলাম আমি।

হর্ষ। একথা আগে বলনি কেন?

মৃগাংক। প্রাণের ভয়ে বলিনি। দোহাই তোমার, যে ভাবে ইচ্ছা তুমি আমাকে হত্যা কর, শুধু আমার দাদাকে বাঁচতে দাও। তোমরা জান না, তাঁর কোন দোষ নেই, সব দোষ আমার, আর সেই দুটো রাহু-কেতুর।

হর্ষ। রাজপ্রাসাদ ত এরা অবরোধ করেছে, তুমি কোন পথে এলে?

মৃগাংক। সুড়ংগ পথে।

হর্ষ। যে পথে এসেছ, কালবিলম্ব না করে সেই পথেই ফিরে যাও। এই নাও আমার তরবারি। এই তরবারি একদিন সম্রাট বিক্রমাদিত্যের হাতে শোভা পেত। এ অস্ত্র যার হাতে থাকে, তার কখনও পরাজয় হয় না। সম্রাট প্রভাকরবর্ধন এই তরবারির সাহায্যেই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। পুরুষকারের অহংকারে দাদা এ তরবারি কখনও ধারণ করেননি। নিয়ে যাও মৃগাংক সেন, মহারাজ শশাংকের হাতে এ অজেয় অস্ত্র তুলে দাও, শত ভাণ্ডী, সহস্র ভাস্করবর্মা তাঁর কেশও স্পর্শ করতে পারবে না।
[তরবারি চুম্বন করিয়া মৃগাংকের হাতে তুলিয়া দিল]

মৃগাংক। এমন বহুমূল্য অস্ত্র তুমি দাদাকে দেবে? তোমার সম্বল তবে কি থাকবে?

হর্ষ। মহানায়কের আশীর্বাদ। [প্রস্থান।

মৃগাংক। মহান যুবক, ভারতের ইতিহাসে তোমার নাম অক্ষয় হক। [প্রস্থান।

পঞ্চম অংক

প্রথম দৃশ্য

কর্ণসুবর্ণ—রাজপ্রাসাদ

শশাংকের প্রবেশ।

শশাংক। হল না, ব্রত উদ্যাপন হল না। আশীর্বাদ কর হে ব্রহ্মণ্যদেব, আবার যেন আমি ফিরে আসি এই বাংলার মাটিতে, হিন্দুধর্মের সেবায় আবার যেন জীবনপাত করতে পাই। স্বর্গ চাই না, মোক্ষ চাই না, জন্মে জন্মে বংগজননীর শীতল স্নেহচ্ছায়ায় যেন আশ্রয় পাই।

রত্নাবলীর প্রবেশ।

রত্না। মহারাজ—

শশাংক। কি রাণি? এখনও যাওনি তুমি?

রত্না। তোমাকে ফেলে কোথায় যাব রাজা?

শশাংক। যেতেই ত হবে, একদিন আগে আর পরে। ধরে ত রাখতে পারবে না। অসংখ্য সৈন্য নিঃশ্বাসে উড়ে গেল, দুদিক থেকে দুই শক্তি প্রাসাদ অবরোধ করে বসে আছে।

রত্না। মহারাজ—

শশাংক। মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছ না? যাও রাণি, যাও, আদিশূরকে নিয়ে চলে যাও। আমি যা পারিনি, সে যেন বড় হয়ে তাই করে।

রত্না। তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না রাজা।

শশাংক। তোমার ঘৃণা হচ্ছে না? গাত্রাবরণ খুলে দেখ, দুরারোগ্য ব্যাধি সর্বাংগে নিশান তুলে দিয়েছে।

রত্না। ঘৃণা করব তোমাকে! আমি যে দেবতা জানি না, ভগবানকে চিনি না, তুমিই আমার দেবতা, তুমিই আমার জাগ্রত ভগবান।

শশাংক। ভগবানের শেষ ইচ্ছা পূর্ণ কর। আদিশূরকে আর বিষাদকে নিয়ে সুড়ংগ পথে চলে যাও। বিলম্ব করো না রাণি। অনেক দুঃখ তোমায় দিয়েছি। সেসব কথা কিছু মনে রেখো না। জন্মে জন্মে আসব আমরা এই বাংলার মাটিতে, আবার দুজনে মিলিত হব।

রত্না। মহারাজ, আপনার আদেশ অমান্য করব না। ষোল বছর বয়সে তোমার সংগে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলাম। কখনও তোমার ঘর ছেড়ে যাইনি। আজ তোমারই আদেশে তোমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি। দোষ-ত্রুটি অনেক করেছি—সব ক্ষমা করো, ক্ষমা করো।

[প্রস্থান।

শশাংক। অস্ত যাচ্ছ সূর্যদেব? যাবার আগে আবার একবার তুমি অমিত তেজে জ্বলে ওঠ, বাংলাদেশটাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে যাও।

মৃগাংকের প্রবেশ।

মৃগাংক। দাদা—

শশাংক। চলে যাও নির্বোধ, চলে যাও।

[নেপথ্যে জয়ধ্বনি—জয় মহারাজ হর্ষবর্ধনের জয়, জয় কামরূপাধিপতি ভাস্করবর্মার জয়]

শশাংক। ওই শোন, তোরণদ্বারে শত্রু-সৈন্যের জয়ধ্বনি। এখনি ওরা ছুটে আসবে।

মৃগাংক। আসুক। এই তরবারি নাও দাদা।

শশাংক। কার তরবারি?

মৃগাংক। সম্রাট বিক্রমাদিত্যের তরবারি।

শশাংক। বিক্রমাদিত্যের! কি হবে এ তরবারি?

মৃগাংক। এই অজেয় অস্ত্র থানেশ্বররাজ প্রভাকরবর্ধনের হাতে ছিল। এই অস্ত্র যার হাতে থাকে, দেবরাজ ইন্দ্রও তাকে পরাস্ত করতে পারে না।

শশাংক। চুরি করে এনেছ?

মৃগাংক। না না, হর্ষবর্ধনের হাত থেকে—

শশাংক। ভিক্ষে করে নিয়ে এসেছ?

মৃগাংক। না, সে স্বেচ্ছায় তোমাকে দান করেছে।

শশাংক। হর্ষবর্ধন দান করেছে মহানায়ক শশাংককে! আশ্চর্য এ যুবক। তুমি দেখো মৃগাংক, এই হর্ষবর্ধনের নামে একদিন সমগ্র ভারত মাথা নত করবে। কিন্তু মহানায়ক শশাংক চিরদিন দু'হাতে দান করেছে, ভিক্ষা কখনও নেয়নি। বাহুবলে যা পাইনি, অদৃষ্টের কাছে অঞ্জলি পেতে তা আমি নেব না।

মৃগাংক। দাদা!

শশাংক। আমার ধন্যবাদের সংগে এ অস্ত্র তুমি তাকে ফিরিয়ে দিও। তাকে বরং আমারই একটা মহার্ঘ্য মণি দান করে যাব। তুমি বিষাদকে ডেকে দাও।

মৃগাংক। যাচ্ছি দাদা। ভগবান তোমায় রক্ষা করুন।

[প্রস্থান।

[নেপথ্যে জয়ধ্বনি—জয় থানেশ্বরের জয়,
জয় কামরূপের জয়]

বিষাদের প্রবেশ।

বিষাদ। ও দাদু, সর্বনাশ হল। শত্রুসৈন্য প্রাসাদে প্রবেশ করেছে।

শশাংক। করবেই ত।

বিষাদ। তবে তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন? চলে এস দাদু, চলে এস।

শশাংক। যাব দিদি, আগে শপথ করে বল, এমন জায়গায় আমায় নিয়ে যাবি, যেখানে যমের প্রবেশাধিকার নেই।

বিষাদ। দাদু—

শশাংক। তুই ভাবিসনি দিদি। শত্রু আমার মিত্র হয়ে যাবে। থানেশ্বরের সংগে বাংলাকে আমি চিরদিনের জন্যে বেঁধে রেখে যাব। মহানায়ক শশাংক মরেও অমর হয়ে যাবে।

ভাস্করবর্মার প্রবেশ।

ভাস্কর। ইষ্টনাম স্মরণ কর শশাংক।

শশাংক। আগেই স্মরণ করে রেখেছি ভাস্করবর্মা। বহুদিন থেকে ধনধান্যে ভরা এই বাংলার সরস মাটির উপর তোমার শ্যেন দৃষ্টি। সুযোগ মেলেনি। এবার ছল খুঁজে পেয়েছ। নইলে থানেশ্বরের সংগে বাংলার বিরোধ, তার মধ্যে তুমি কেন এসেছ?

ভাস্কর। তুমি মানবজাতির শত্রু, মানুষমাত্রেরই তুমি বধ্য। এস, আজই তোমার শেষ দিন।

শশাংক। দেহটা জীর্ণ হয়ে গেছে ; এ দেহে আর ব্রত উদ্‌যাপন হল না। আবার আসব আমি ভাস্করবর্মা। সেদিন ভাল করে তোমার এ অনধিকার চর্চার উত্তর দেব।

ভাস্কর। নরকে গিয়ে সেদিনের প্রতীক্ষা কর।

[উভয়ের যুদ্ধ ; শশাংকের পতন]

শশাংক। ও—

ভাস্কর। ওরে, তোরা জয়ধ্বনি দে, বাংলার জল্লাদ ধরাশায়ী হয়েছে, পৃথিবী শীতল হয়েছে। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[প্রস্থান।

বিষাদ। দাদু—

শশাংক। কাছে আয় দিদি, আরও কাছে।

হর্ষবর্ধনের প্রবেশ।

হর্ষ। ক্ষান্ত হও ভাণ্ডি, ক্ষান্ত হন মহারাজ ভাস্করবর্মা—একি! সব শেষ?

শশাংক। এগিয়ে এস হর্ষবর্ধন। আমার মৃত্যুতে বাংলা আর থানেশ্বরের চিরশত্রুতার অবসান হক। আকাশের শশাংক উদয়াচলে দেখা দিচ্ছে, বাংলার শশাংক অস্তাচলগামী। যাবার সময় তোমাকে দিয়ে গেলাম আমার এই কৌস্তুভ রত্ন। [বিষাদকে হর্ষের হাতে তুলিয়া দিলেন]

বিষাদ। দাদু—

হর্ষ। মহানায়ক!

শশাংক। আর তোমাদের যৌতুক দিয়ে গেলাম সুজলা সুফলা বাংলার স্বর্ণ সিংহাসন। বিষাদের অশ্রুসিক্ত মুখ হর্ষের হাসিতে উদ্ভাসিত হক।

হর্ষ। মহানায়ক শশাংক, উচ্চশির নিয়ে আপনি জন্মেছিলেন, উচ্চশির নিয়েই আজ আপনার বিদায় যাত্রা! শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে যাবে, কিন্তু ভারতের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আপনার নাম কখনও মলিন হবে না। হে বরেণ্য, আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন।

শশাংক। শংখ বাজা তোরা, শংখ বাজা। বংগলক্ষ্মী, বিদায়।

[মৃত্যু]

চাঁদবিবি

ব্রজেন্দ্রকুমার দে'র মানস-কন্যা, নট্ট কোম্পানীর আদরের দুলালী। ইদানীং কালে এমন ঐতিহাসিক নাটক আর হয়নি। যেমন অভিনয়ে আনন্দ তেমন পড়ে অভিভূত হতে হয়। অতীত ভারতের গৌরবময় ইতিহাস চোখের সামনে দেখে আনন্দে আত্মহারা হতে হয়। সর্ব কালোপযোগী দেশাত্ম-বোধক নাটক। মূল্য ৩-০০ টাকা।

কান্নার কূলে

শ্রীনির্মলকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত ঐতিহাসিক নাটক। ভারতীয় রূপ-নাট্যম্ ও অন্নপূর্ণা অপেরায় অভিনীত। হিন্দু-মুসলমান সমাজের ঘৃণিত এক হতভাগ্যের রোমহর্ষণ কাহিনী। ধার্য হলো জিজিয়া কর, প্রতিবাদে বেজে উঠলো রণদামামা। জয় হলো কার? নাটকই দেবে তার উত্তর। মূল্য ৩-০০ টাকা।

রক্তনদীর ঢেউ

জীবনে কত ঘটনাই না ঘটে, জীবন-নদীর তটে কত তান-লয় নিয়ে সুরের মূর্ছনা সৃষ্টি করে বিধাতার খেয়াল-খুসী! অপূর্ব সুন্দর এক নাট্য-কাহিনী ভাবে ভাষায় মূর্ত হয়ে উঠেছে নবীন নাট্যকার অনিল কুমার দাসের লেখনীতে। ৩-০০।

রূপবতী

নগেন্দ্র মাইতি রচিত ঐতিহাসিক আখ্যান। হিন্দুর মেয়ে রূপবতী। তার রূপের জন্যই নিজের সমাজে লাঞ্ছিত ও হেয়, মুসলমানের হাতে লুণ্ঠিত,দলিত, মথিত। কিন্তু গর্বিতা বলে সুলতানের পূজিতা। তার জন্যেই হিন্দু-মুসলমানে সংগ্রাম—হিজলীর গ্রাম্যগাথা আজও তার সাক্ষ্য। মূল্য ৩-০০ টাকা।

খুনী

ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় রচিত ঐতিহাসিক নাটক। রাতের অন্ধকারে বাদশা হারেমে রক্তের স্রোত বয়ে গেল, চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে খুনী অদৃশ্য। এখানে বাতাস কথা কয়, কাণ পেতে শোনে আবার আনন্দে নৃত্যের লহরা তোলে, গভীর বেদনায় কাঁদে। এরই মাঝে মিশে আছে খুনী। ৩-০০

বহ্নি

সব্যসাচী রচিত এক আশ্চর্য ঐতিহাসিক নাটক। কে সেই বীর—যার ভৈরব গর্জনে দিল্লীর সম্রাট শঙ্কিত হন? কে কে সেই নিষ্ঠুর—মোগল হারেমে বহিয়ে দিল রক্তের স্রোত? সে হিন্দু, না মুসলমান? মানুষ, না রাক্ষস? মহামানব, না চণ্ডাল? নাটকই দেবে তার উত্তর। ৩-০০।

চাষার মেয়ে

নাট্যভারতী কানাইলাল শীল রচিত ঐতিহাসিক নাটক। বাসন্তী অপেরায় অভিনীত। মহারাণা সংগ্রামসিংহের কুহকজালে জড়িতা চাষার মেয়ের মর্মন্তুদ কাহিনী। অল্পলোকে সহজে সুন্দর অভিনয় হয়। ৩-০০।

রাহুগ্রাস

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে রচিত প্রাচীন পল্লীগাথার নাট্যরূপ। ভাবে—ভাষায়—ঘটনায় অতুলনীয়, হাস্য—করুণ ও বীররসের অপূর্ব রসভাণ্ড, অসংখ্য সুধী যাত্রামোদীর বহুশ্রুত এই নাটক গ্রন্থকারের এক অনবদ্য সৃষ্টি। ঘাত প্রতিঘাতপূর্ণ নাটক। সৌখীন সম্প্রদায়ের অভিনয়ের অপূর্ব সুযোগ। মূল্য ৩-০০ টাকা।

দেশের দাবী

নাট্যভারতী কানাইলাল শীল রচিত অভিনব গণনাট্য। রঞ্জন অপেরায় অভিনীত। অত্যাচারী ধনিক ও শাসকের শাসন ও চাপে নিরীহ শান্তিপ্রিয় জনসাধারণের মাথার উপর দিয়ে যে ঝড় ব'য়ে গেছে, তারই মর্মভেদী অভিব্যক্তি এই "দেশের দাবী"। ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে নির্যাতিত দেশের প্রতিটি মানুষের জীবন্ত চিত্র নাটকে রূপায়িত হয়েছে। মূল্য ৩-০০।

চণ্ডীমঙ্গল

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে এম-এ, বি-টি রচিত ধর্মমূলক নাটক। নবরঞ্জন অপেরার গৌরব-নিশান। বিস্মৃত যুগের কালকেতু ব্যাধকে যদি সশরীরে দেখতে চান, ফুল্লরার বিখ্যাত 'বারমাস্যা' যদি দেখতে ইচ্ছা হয়, আচণ্ডাল ব্রাহ্মণের মা চণ্ডীকে যদি মর্তের মাটিতে দেখার বাসনা থাকে, তবে চণ্ডীমঙ্গল পড়ুন। মূল্য ৩-০০।

রামরাজ্য

নাট্যভারতী কানাইলাল শীল রচিত আর্য অপেরায় অভিনীত। পৌরাণিক যুগের পরম পুরুষ রাম [illegible] প্রজাপালনের জন্য কি করেছি[illegible], এ তারই প্রতিচ্ছবি। রামরা[illegible] ঘটনা করুণ, মর্মস্পর্শী। অভি[illegible] সত্যই অপূর্ব। মূল্য ৩-০০ ট[illegible]

প্রতিশোধ

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে এম-এ, বি-টি রচিত নাটক। নট্ট কোং ও চণ্ডী অপেরায় অভিনীত। কাব্যরসিকের আবাল্য পরিচিত ঘটনাকে ভিত্তি করে নাট্যরচনায় যে অপূর্ব দক্ষতা দেখিয়েছেন ব্রজেনবাবু তাতে নাট্যজগত স্তম্ভিত। স্বল্প লোকে স্বল্পায়াসে নাটক অভিনয় করে তৃপ্তি হয়। সৌখীন সম্প্রদায়গুলি কর্তৃক বহু প্রশংসিত। মূল্য ৩-০০ টাকা।